শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

গুপ্তকাশী

বা

শ্রীশ্রী৺বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য।

মূল শ্লোকসহ বঙ্গীয় ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে

শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ ধর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

এবং

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী অন্তর্গত কড়িধা নিবাসী

শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২১০/৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ।

মুখবন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি মাত্র কথা বলা আবশ্যক। লাভ করা এ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের যথার্থ উদ্দেশ্য নহে। তবে যে যথাবশ্যক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করা হইল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবল প্রাদুর্ভাব কালে, (বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে) প্রচার-যোগ্য কোন বিষয়ই অপ্রচারিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, কি সামান্য, কি মহৎ, পুরাতন পুস্তক মাত্রই যাহাতে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহাতীর্থের মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল, গ্রন্থ-প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস, সেই তীর্থকে "গুপ্ত কাশী" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত সেই মহাতীর্থের বিষয় গুপ্ত অবস্থাতেই আছে। কোন সময়ে মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে যে পরম রমণীয় গুহ্য তীর্থের মাহাত্ম্য সর্ব্বলোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই গুহ্য তীর্থটি আজ পর্য্যন্তও গুপ্ত অবস্থাতেই রহিয়াছে। পবিত্রতা বিষয়ে এই গুহ্য তীর্থ, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। বরং প্রকৃতির কীর্ত্তিকলাপ ও স্বভাবের শোভা সৌন্দর্য্য বিষয়ে এই তীর্থকে শ্রেষ্ঠতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণ যাহাতে এই গুহ্যতীর্থ 'গুপ্ত কাশীর' মাহাত্ম্য বাঙ্গালার সকল হিন্দু সন্তান সন্ততির পরিজ্ঞাত হয়, এবং সকল হিন্দু নর নারী এই পুণ্যক্ষেত্র পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, দেহ, মন, ও নয়ন পবিত্র করিতে পারেন, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক মুদ্রনে অভিলাষী হইয়াছি। তীর্থ পর্য্যটনকারী ও তীর্থবার্ত্তামৃতপানেচ্ছু কোনও হিন্দু এতদ্দ্বারা উপকৃত হইলে, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব। ভরসা করি এই পবিত্র গ্রন্থ সকল হিন্দুর শ্রবণালয় পবিত্র করিবে। তীর্থ যাত্রীদিগের জ্ঞাতার্থে এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আণ্ডাল ও সিন্থিয়া রেলওয়ে লাইনের সীউড়ি ষ্টেশন হইতে ৮৷৯ মাইল পশ্চিমে এবং উক্ত লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে ৩৷৪ মাইল উত্তরে এই পবিত্র ক্ষেত্র অবস্থিত। উভয় ষ্টেশন হইতেই প্রশস্ত পাকা রাস্তা আছে এবং কেরাচী ও গোগাড়ি সর্ব্বদাই সহজ প্রাপ্য।

প্রবেশিকা——

এই মনোহর পবিত্র ক্ষেত্র সম্বন্ধে মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষের বিবরণীতে বীরভূম-খণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ভারতবর্ষের "প্রাচীন দেব মন্দির" নামক পুস্তকে এই পুণ্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে ও জেলা বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত স্মাইন্ সাহেব বাহাদুর এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল। এতদ্দ্বারা পাঠক মহোদয়গণ এই স্থানের মাহাত্ম্য-বিচিত্রতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

হাণ্টার সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ইংরাজির বঙ্গানুবাদ—(মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন)—

"বীরভূম জেলার অনেক গুলি গন্ধক-প্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে হরিপুর পরগণাস্থ তাঁতীপাড়া গ্রাম হইতে এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নদীর তীরে এইরূপ কতকগুলি প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের নাম বক্রেশ্বর ধাম। নদীর গর্ভে অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই স্থানের বায়ু গন্ধকময় ও হাইড্রোজেন বাস্পপুর্ণ। সেই স্থান সম্বন্ধে এই রূপ কিম্বদন্তি আছে যে ইহা একটী পবিত্র তীর্থস্থান। তথায় নদীর দক্ষিণ তীরে তীর্থযাত্রীদের দ্বারায় সময়ে সময়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত তিন শতাধিক ইষ্টকময় মন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।" তিনি এই পুস্তকের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "তাঁতীপাড়া নামক গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, ঐ স্থানকে বক্রেশ্বর ধাম বলে। এতৎ সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজকর সম্বন্ধীয় জরীপী আমীন কহিয়াছেন যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন কালে তত্রস্থ উষ্ণতম কুণ্ডের উত্তাপ ১৬২ ডিগ্রি ছিল, এবং শীতলতম কুণ্ডের ১২৮ ডিগ্রি ও ছায়াস্থ বায়ুর উত্তাপ ৭৭ ডিগ্রি এবং উষ্ণ প্রস্রবণের উত্তাপ বহির্ভূত স্থানের নদী জলের উত্তাপ ঐ সময়ে ৮৩ ডিগ্রি ছিল। প্রস্রবণ সকলের পার্শ্বে অনেক শীতল প্রস্রবণও আছে এবং ঐ সকল প্রস্রবণ বালুকা ও প্রস্তরময় স্থান ভেদ করিয়া উত্থিত। উষ্ণ প্রস্রবণ সকল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নদী গর্ভের এক ইঞ্চ নিম্নভাগের বালুকা অত্যন্ত উষ্ণ। উষ্ণতম কুণ্ড হইতে উত্থিত জলের পরিমাণ ১ মিমিটে ১২০ ঘন ফিট।" এই পুস্তকের স্থানান্তরে পুনর্ব্বার তিনি লিখিয়াছেন "সীউড়ির প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে বক্রেশ্বর নদীর তীরে অনেক গুলি গন্ধক প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি উষ্ণ ও কতকগুলি শীতল। এবং ঐ উভয় প্রকার প্রস্রবণ পরস্পর হইতে সামান্য দূর ব্যবধানে অবস্থিত। শীতল প্রস্রবণের সন্নিকটে প্রস্রবণ জলের বুদ্বুদ্ উত্থিত হইবার দৃশ্য অতি রমণীয়। প্রথমতঃ প্রস্রবণ হইতে যখন জল উঠান যায়, তখন উহা গন্ধকের তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট থাকে, কিন্তু অনাবৃত পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিলে, তাহার সেই গন্ধকত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় ঐ জলের সহিত গন্ধককণা সকল মিশ্রিত আছে।"

"ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন দেব মন্দির" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ইংরাজির অনুবাদ। (মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন)—

"বীরভূম জেলায় তাঁতীপাড়া গ্রামের নিকট বক্রেশ্বর নামক এক তীর্থ আছে। তথায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকারের শিবালয়, কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ, ও কয়েকটী জলাশয় আছে; তৎসমুদয় অতিশয় মনোহর ও হৃদয়-গ্রাহী এবং এইগুলি এখানকার দর্শনোপযোগী বস্তু। এই সকল শিবালয় (মন্দির) মধ্যে একটী মন্দির বৃহদাকার এবং তাহার গঠন ৮ বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরের অনুরূপ। উক্ত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপরি ভাগে, একখানি কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর খণ্ডে খোদিত অক্ষরে লেখা আছে; কিন্তু অক্ষর গুলি ক্ষয় হওয়ায়, তাহা পাঠ করা যায় না। মন্দিরের নিকটেই একটী কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে সর্ব্ব

পাপ ধৌত হয়। অবশিষ্ট মন্দিরগুলি ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বহুতর। ঐ সকল মন্দির ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত। এক উচ্চস্থানের উপর প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টকময় প্রাচীর ও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে এই স্থানে অষ্টাবক্র মুনির আশ্রম ছিল। উক্ত প্রধান মন্দিরের অভ্যন্তরে অষ্টাবক্রমুনির স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম 'বক্রেশ্বর'। তীর্থ যাত্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দিরের ভগ্নাবস্থা হইয়া আসিতেছে। এই তীর্থ সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিখ্যাত এবং শিবরাত্রির সময় এই স্থানে, তদুপলক্ষে এই জেলার এবং অন্যান্য জেলার যাত্রীসকল সমবেত হইয়া শিবারাধনা করিয়া থাকে। কুণ্ড সকলের জল চর্ম্মরোগ ও পুরাতন জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জেলা বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ক্র্যাইন সাহেব মহোদয় এই তীর্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ,—(মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন)।

"এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর দৃশ্য আছে। আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ দেশ অপেক্ষা এস্থানে মনুষ্যের অনেক অনিষ্টকর দ্রব্য দেখা গিয়া থাকে। যে সমস্ত স্থানে চিরবসন্ত বিরাজিত ও যে স্থান জলময় নহে এবং যেখানে মরুভূমিও দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে স্থানে পৃথিবীর আভ্যন্তরীন শক্তি সজোরে পৃথীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহসা অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানের বহির্ভাগে আমাদের এই ভারতবর্ষ অবস্থিত রহিয়াছে। এবং ভূমি প্রবলপ্রতাপে আমাদের দেশের স্থিরতা ও দৃঢ়তা ক্ষণমাত্র নষ্ট করিতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে কঠিন স্তর দ্বারা ভারতের ভূ-ভাগ বিচ্ছিন্ন বলিয়া এই উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুঙ্গের ও চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের জন্য বিখ্যাত। ঐ নাম সোডা-জল পানকারী প্রত্যেকের আদরের সামগ্রী বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত। ভারতের মধ্যে এরূপ ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে যে, যদি তাহাদের বিষয় বিশেষরূপে জানা যাইত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট বাথ্ ও বাণ্টন নামক ক্ষুদ্র নদীর জ্যোতিও মলিন হইত। এই সমস্ত নদী এখনও তাহাদের তেজ ও তেজোৎপাদিকা শক্তি বিজন অরণ্য মধ্যে অপরিজ্ঞাতভাবে বিনষ্ট করিতেছে, যে সমস্ত উৎস এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই এপর্য্যন্ত বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের সহিত তুলনা হয় না। এই সমস্ত উৎস একটী পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে। বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী, সীউড়ি হইতে ১২।১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই সমস্ত উৎসের উৎপত্তি স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে কি অসভ্য অশিক্ষিত ভারতবাসী, কি বিজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন আধুনিক আলোকময় জগৎ, কাহার ও সহজে বোধগম্য নহে। কেবলমাত্র স্থানীয় চেষ্টা দ্বারা তৎসমন্ধে কতকগুলি প্রবাদ গঠিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রবাদ তালপত্রে লিখিত পুস্তকের দ্বারা সেবাইতগণ কর্ত্তৃক সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে একদা সুব্রত ও লোমশঋষি, নারায়ণ ও লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর দর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সভাস্থ সমাগত ব্যক্তিগণ এবং দেবরাজ পুরন্দর অগ্রেই লোমশঋষির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সহচর সুব্রত অত্যন্ত ক্রোধভরে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

যান। তাঁহার ক্রোধানল এরূপ প্রজ্জলিত হইল যে, তাঁহার অঙ্গ অষ্ট স্থানে বক্র হইয়া পড়িল এবং সেই অবধি তাঁহার নাম 'অষ্টাবক্র' হইল। তিনি এইরূপে বক্রাঙ্গ হইয়া অসন্তুষ্ট-চিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে শিবারাধনা উদ্দেশ্যে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার প্রতি মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হইল যে বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সন্নিকটে গুপ্তকাশী নামক স্থানে মহাদেবের পূজা করিলে তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে। অবশেষে তিনি বক্রেশ্বর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত দশ সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিলে মহাদেব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন যে এই স্থানে আসিয়া অগ্রে তোমার পূজা এবং পরে আমার পূজা করিবে, আমার প্রসন্নতা সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি থাকিবে। অতঃপর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ঐ স্থানে একটী মন্দির স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বৃহৎ মন্দিটী নদীর পূর্ব্বতটে অচিরেই নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার মধ্যে খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। বৃহত্তরটি অষ্টাবক্র মূর্ত্তি। প্রবাদ ও জনশ্রুতি দ্বারা কেবলমাত্র এইরূপ বক্রেশ্বর ও তৎসংক্রান্ত মন্দির, লিঙ্গ, ও কুণ্ড প্রভৃতির কারণ জানা যায়। কিন্তু মন্দির প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে সে গুলি অধিক দিনের পুরাতন নহে। এবং মন্দির এক্ষণকার আধুনিক মন্দিরের মত গঠিত। বর্ত্তমান কালীন অন্যান্য মন্দির হইতে গঠন ও আকৃতি বিষয়ে ইহা কোন অংশে বিভিন্ন নহে। গঠন ও শিল্প কৌশলে ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক। মন্দিরের মধ্যভাগে কোনও রূপ খোদাই নাই। তাহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটী খোদিত বিষয় পাঠ করিলে বুঝা যায় যে মন্দিরের এই অংশটি রাজনগরের রাজার মন্ত্রী দর্পনারায়ণ নামক জনেক লোক দ্বারা সালিবাহনের ১৬৮৫ (১৭৬১ খৃঃ অব্দে) গঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে মধ্যভাগে আর ২টী খোদিত প্রস্তরাঙ্কনে বুঝা যায় যে হালর্ম্মা ও সরাব নামক দুই সহোদর ছিল। আরও একটি প্রস্তরে সালিবাহন ১৬৭৭ (১৭৫৫খ্রীঃ অব্দ) সালের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মত এই যে, মন্দিরের কোন অংশই গত শতাব্দীর প্রারম্ভের অধিক পূর্ব্বে গঠিত হয় নাই। উপরোক্ত তারিখ দৃষ্টেও ইহার নির্ম্মাণের সময় নিরূপণ হয়। অন্যান্য মন্দিরের বিষয় আরও আশ্চর্য্যজনক। গলির মধ্যে দিয়া একটী হইতে অন্যটীকে যাইবার রাস্তা। প্রত্যেকটীর মধ্যেই এক একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই গুলি ধনী তীর্থযাত্রীদের দ্বারায় গঠিত হইয়াছে। এক্ষণও ইহাদের ধ্বংশাবশেষ সমুহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতই মনোমধ্যে উদয় হয় যে, আমরা কোনও পুরাকালীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিতেছি। গত শতাব্দীর পূর্ব্বপুরুষগণের নির্ম্মিত গোরস্থান ও সমাধি হইতে এগুলি আকৃতি, গঠন-প্রণালী ও দৃশ্য বিষয়ে কোনও অংশে বিভিন্ন নহে।

"এই উষ্ণ প্রস্রবণের দক্ষিণদিকে তিনটী বড় বড় আশ্চর্য্যজনক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাম সাতকুলী, চন্দ্রসায়ের ও দামুসায়ের। তাহাদের উৎপত্তির বিষয় অতীত কালের গভীর অন্ধকার নিহিত হইয়াছে। স্থানীয় সেবাইতগণ স্বীকার করেন যে, ঐ পুষ্করিণী গুলির নাম পুষ্করিণীদাতৃগণের নামানুসারে হইয়াছে। তাহাদের ব্যয়ে ও যত্নে ঐ বৃহৎ পুষ্করিণীত্রয় খনন করা হইয়াছিল।

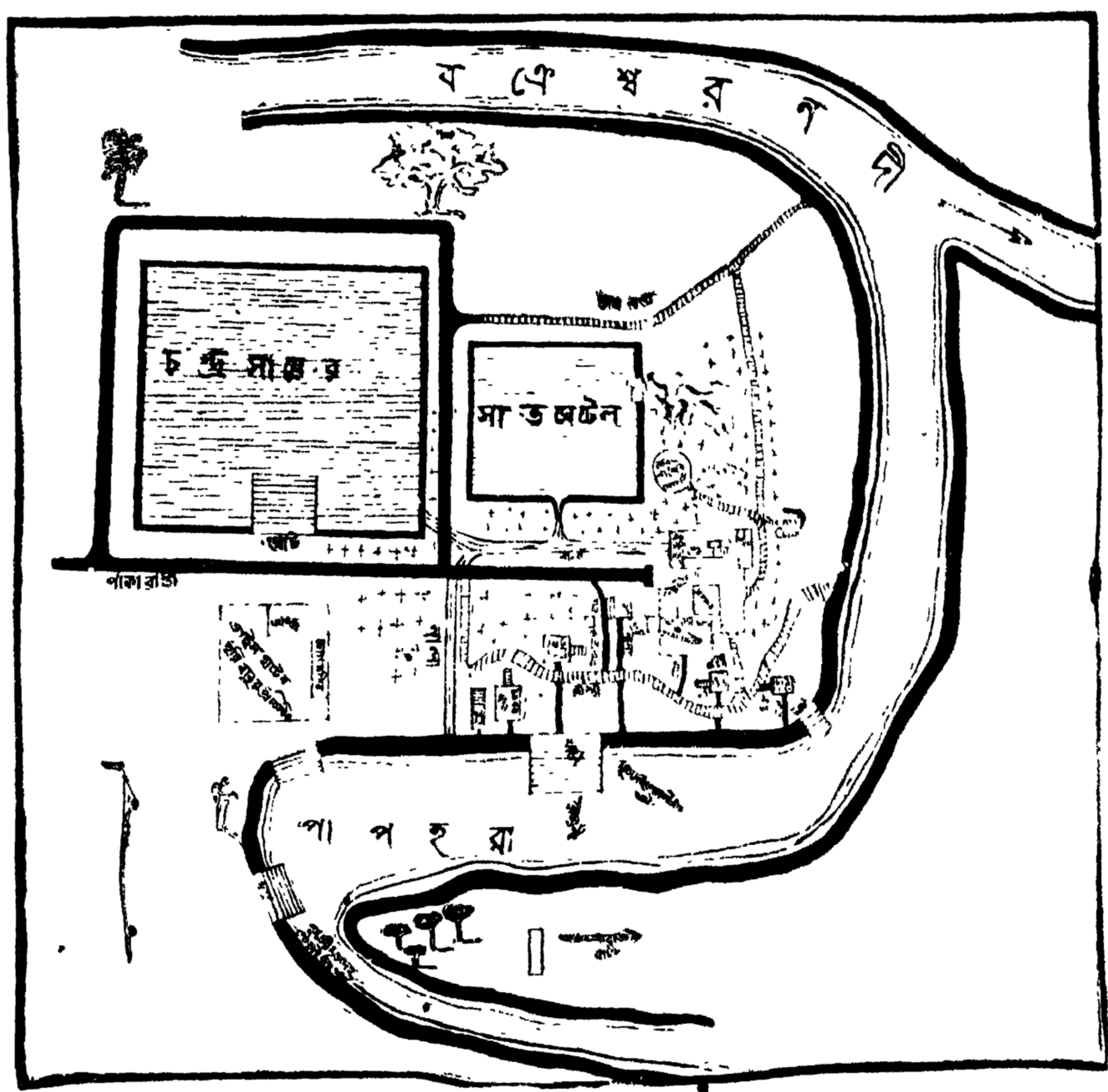
"যাহার জন্য এই সমস্ত মন্দিরের এতদূর খ্যাতি সেই সমস্ত উষ্ণ উৎস দক্ষিণভাগে অবস্থিত। গন্ধকাম্ল বাষ্প সর্ব্বদা তাহাদের উপরিভাগ হইতে ঘন মেঘাকারে উত্থিত হইতেছে। এই সকল কুণ্ড সংখ্যায় ৮টী। তাহাদের তাপমান পরস্পর বিভিন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণতম কুণ্ডের (অগ্নিকুণ্ডের) তাপমান ২০০ ফারন্‌হিটের অধিক অল্প নয়। প্রত্যেকটী ১০ ফীট গভীর, চৌবাচ্চাকারে নির্ম্মিত এবং আয়তাকার; দীর্ঘ ও প্রস্থে ৯ × ৯ বর্গফীট হইতে ৭৫ × ৩০ বর্গফীট। ছোট ছোট সিঁড়ি বাহিয়া যাত্রীগণ বক্রেশ্বর স্নানার্থে নামে। এই উত্তপ্ত জলে ভেক ও সর্পগণ অনেক সময় পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে বলিয়া কুণ্ড গুলির যে যে অংশ অপরিষ্কার হয়, তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রথমতঃ তীর্থযাত্রীগণ ঘাটে নামিয়া জল নাড়িয়া দেয়। স্থানীয় সেবাইতগণ এই সকল কুণ্ডের উৎপত্তির কারণ দর্শাইবার জন্য যে তালপত্রের পুঁথি বাহির করে, তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে লেখা গেল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হাটকাথ্য নামক শিব পাতালে বাস করেন। তাঁহার মস্তকে উচ্চশির সুমেরু-পর্ব্বত বিরাজমান। তাঁহার পার্শ্বদেশে গঙ্গাদেবী কল কল শব্দে প্রবাহিতা হইতেছেন। ঐ ভাগীরথীর জল শিবের ঐশ্বরিক তেজদ্বারা উত্তপ্ত হইয়া ক্রমে পৃথিবীতলে উপস্থিত হইতেছে। সেই উষ্ণ জল হইতেই এই সমস্ত উষ্ণপ্রস্রবণের উৎপত্তি। ঐ পুঁথিতেই আবার প্রত্যেক প্রস্রবণের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই চরিতার্থ হওয়া উচিত।"

শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রী শিব বন্দনা।

নমঃ নমঃ দিগম্বর সর্ব্ব গুণাকর।
তোমার মহিমা প্রভো অপার সাগর॥
বিরিঞ্চি বাসব আদি সুরেশ্বরগণ।
মহিমা বর্ণনে স্তব সক্ষম না হন॥
কিন্তু এই নরাধম অতি ক্ষুদ্রমতি।
বাসনা করেছে, ওহে দেব পশুপতি॥
বর্ণিতে তোমার প্রভো মহিমা-সাগর।
বামনের ইচ্ছা যথা চন্দ্র ধরিবার॥
অথবা পঙ্গুর ইচ্ছা উঠি হিমাচল।
ভুঞ্জিবারে শৃঙ্গ-জাত সু-রসাল ফল॥
আমার এ ইচ্ছা প্রভো শুধু ছেলে খেলা।
সমুদ্র পারের ইচ্ছা বান্ধি জীর্ণ ভেলা॥

সিদ্ধ না হইবে মম মনের বাসনা।
এ কেবল প্রগল্‌ভতা দৈব বিড়ম্বনা॥
তবে যদি দয়াময়, তুমি দয়া কর।
গোষ্পদ সমান হয় অনন্ত সাগর॥
তাই প্রভো তব পদে করি প্রণিপাত।
নিজগুণে দাসে কর কৃপাদৃষ্টি পাত॥
হৃদয়-আসনে আসি আবির্ভাব হও।
বসিয়া রসনা মূলে বাসনা পূরাও॥
তব গুণাবলী প্রভো অনন্ত সাগর।
নিন্দা-পরিহাস-রূপ মকর হাঙ্গর॥
সতত নিবসে তথা করে হানাহানি।
সাগরে নামিলে পাছে করে টানাটানি॥
আরো এক ভয়ে প্রভো কাঁপে মোর অঙ্গ।
অপমানরূপ কত উত্তাল তরঙ্গ॥
নিত্য নিত্য উঠে তথা খেলে নানারঙ্গে।
বিভীষিকা দেয় কত ভ্রুকুটি ভ্রুভঙ্গে॥
তাই দাস ডাকে প্রভো, দেব, দেবেশ্বর।
জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা তুমি, বিঘ্ন-নাশ-কর॥
নাশ কর মম বিঘ্ন, দাও দিব্য জ্ঞান।
তরঙ্গ হিল্লোলে যেন পাই পরিত্রাণ॥
যেন কোন হিংসা-পর-মকরে হাঙ্গরে।
অনাথ দেখিয়া নাথ, গ্রাস নাহি করে॥
আরো তব পদে প্রভো এই নিবেদন।
চিরকাল থাকে যেন তোমাতেই মন॥
পূজি তব পাদ-পদ্ম এই মর্ত্ত্য লোকে।
পরকালে হয় যেন গতি শিবলোকে॥
শমনের ভয় যেন কখন না হয়।
এই ভিক্ষা তব পদে ওগো দয়াময়॥
আমি দেব অতি মূঢ় না জানি ভজন।
স্তুতি-ভক্তি হীন আমি অতি অভাজন॥
কিন্তু ওহে নাথ তুমি পতিত পাবন।
জানিয়া তোমার পদে লই হে শরণ॥
অজ্ঞানান্ধ নাশ মম জ্ঞানাঞ্জন দিয়া।
শ্রীজটিল গুণ গায় আনন্দে মাতিয়া॥



শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর ক্ষেত্র।

Lakshmibilas Press.

সূচী পত্র।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

আমি এতদ্বারা গভীর দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া এতাবৎকাল পরিবর্ত্তনশীল কালের গভীর গহ্বরে নিহিত ছিল। ঘটনা ক্রমে জেলা বীরভূম, থানা সীউড়ি, রাইপুর গ্রামবাসী ৺সীতারাম দের পুত্র শ্রীবিহারী লাল দের নিকট একখানি হস্তলিপি প্রাপ্ত হই। এই হস্তলিপিখানি পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত খাঁকি বাবার নিকট পাঠ করিলে পর তাঁহার উপদেশ মত শ্রীশ্রী৺বক্রেশ্বর ধাম নিবাসী ৺ভগবান আচার্য্য পাণ্ডার বাটী হইতে আর একখানি পুঁথি আনীত হয়। কুসুমযাত্রা নিবাসী অনাদি ঠাকুরের নিকটেও ঐরূপ একখানি বল্মীকি-ক্ষত হস্তলিপি পাওয়া যায়।

এই হস্তলিপিত্রয়ের সাহায্যে আমার স্বগ্রাম নিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত কন্দর্প নারায়ণ ধর মহাশয় ঐকান্তিক যত্ন ও দৃঢ় অধ্যাবসায় দ্বারা সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও পয়ার রচনা সম্পাদন করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে মুদ্রিত ইংরাজীগুলির বঙ্গানুবাদ, দুবরাজপুরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এল দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ স্মৃতিরত্ন মহাশয় মূল হস্তলিপি সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন।

আমি সরল অন্তঃকরণে উপরোক্ত মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে, বীরভূম-সিউড়ী নিবাসী, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার কলিকাতা অবস্থান কালে, নানাবিধ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে রহিয়াও তিনি এই পুস্তকের মুদ্রন পরিদর্শনে যথেষ্ট রূপ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে সুদূর মফঃস্বলে বসিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র সহ এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ভাবে মুদ্রিত করিতে পারিতাম না। রিপণ কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের সমগ্র সংস্কৃত অংশের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমায় চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবান ইঁহাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

কড়িধা—বীরভূম
১৩১৫।১৯শে ফাল্গুন। }

শ্রীজটিলবিহারী চক্রবর্ত্তী।

উৎসর্গ-পত্র।

স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ কল্যাণবর শ্রীযুক্ত রাখহরি সেন জমীদার মহাশয়

চিরায়ু নিরাপদেষু—

মহাত্মন্,

আমি নিরতিশয় কষ্ট এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, ভবারাধ্য, ভূত-ভাবন, ভগবান, দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁহার প্রিয় আবাস ভূমি শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর ধাম, এবং অসাধারণ কঠোর-তপঃ-বল-সম্পন্ন-মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিবরণি-সম্বলিত পবিত্র আখ্যাবলী, মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত তালপত্র সংরক্ষিত মূল হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কন দ্বারা, অস্মদ্দেশীয় স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়মন্দির যাহাতে আলোকিত ও পবিত্র করিতে পারি তদ্বিষয়ে নিরন্তর উৎকণ্ঠিতচিত্তে, ও আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই চিন্ময় বক্রেশ্বর দেবেরই শ্রীচরণ অনুধ্যান করিতেছি। মহাশয়, আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিদ্যোৎসাহিতা, বদান্যতা এবং দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ সমূহের দৃষ্টান্ত স্থল। আপনার মহত্ব ও পরোপকারিতা সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞাত। গ্রামবাসী এবং অনতিদূরবর্ত্তী লোক মাত্রই মহাশয়ের অকাতরে ঔষধাদি বিতরণ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। আমি সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, আপনার গুণ গরিমার বিষয় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। তবে, মহাশয় যে মহোচ্চ ও সদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ঐ বংশে মহাশয়ের পূর্ব্বতন স্বর্গীয় মহাপুরুষেরা নিয়তই নানারূপ যশস্কর কার্য্য করিয়া চির-কীর্ত্তি-পতাকা বিশাল আকাশে উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। মহাশয়ও অনেক বিষয়ে তাঁহাদেরই পথানুবর্ত্তী। তজ্জন্য আমি ব্রাহ্মণোচিত আশীর্ব্বাদসহ আমার এই "৺বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য" নামক ধর্ম্ম পুস্তকখানি আপনার পবিত্র কর-কমলে অর্পণ করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের যত্ন ও পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিলাম। আশা করি, দীন ব্রাহ্মণের অযাচিত উপহার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ইতি সন ১৩১৫ সাল, তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ।

শুভাশীর্ব্বাদক—

শ্রীজটিলবিহারী দেবশর্ম্মণঃ।

বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয়ঃ উচু—

বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথিতং বেদ-সম্মতং। গয়া-গোদাবরী-গঙ্গা-প্রয়াগেষুচ যাদৃশং। যাদৃশং পুষ্কর-ক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রেচ নৈমিষে। সরস্বতী-দৃশদ্বত্যো র্যাদৃক্ কণখলে তথা। ব্রহ্মাবর্ত্তে, মানসেচ তথা প্রালেয়-পর্ব্বতে। কেদারাখ্যে মহাতীর্থে, তথাঽযোধ্যাহ্বয়ে শুভে। হরিদ্বারে, নর্ম্মদায়াং তথা বদরিকাশ্রমে। দ্বারকায়াং রামগিরৌ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। লোলার্কে বিরজে চৈব, তথা চিত্রোৎপলেঽপিচ। কৃত্তিবাসসি গোমত্যাং কৌশিক্যাং ব্রহ্ম-স্রোতসি। তাপ্তীং পয়োষ্ণ্যাং রেবত্যাং, তথা জালন্ধরেপিচ। সরয্বাং, বৈতরণ্যাংচ, গঙ্গাসাগর এবচ। মাহেন্দ্রেচ দেবগিরৌ, দ্রোণে, শ্রীগন্ধমাদনে। মুণ্ডিরার্কেচ গোমত্যাং সপ্তসিন্ধুষু যাদৃশং। মাহাত্ম্যং কথিতং দেব শ্রুতং সর্ব্বমশেষতঃ।

ব্রহ্মাণ্ডে যানি পুণ্যানি ক্ষেত্রাণি সন্তি তানি বৈ। শ্রুতান্যাস্মাভিরধুনা ত্বৎ-প্রসাদাজ্জগৎপতে॥ যৎ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যোবিমুক্তাঃস্মঃ সুরেশ্বর। অপরং শ্রোতুমিচ্ছামো গুহ্য-তীর্থং পরং মহৎ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি, সরিতঃ সাগরা

প্রথম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন শুন প্রজাপতি।
শুনিতে বাসনা হয় তীর্থের ভারতি॥
শ্রীশ্রীবারাণসী-তীর্থ,তীর্থরাজি সার।
যাহার মাহাত্ম্যাবলী বেদেতে প্রচার॥
গয়া, গঙ্গা, গোদাবরী, প্রয়াগ যেমন।
পুষ্কর, শ্রীকুরুক্ষেত্র, নৈমিষ কানন॥
সরস্বতী, দৃশদ্বতী, কণখল আদি।
ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রালেয়াদ্রি,তীর্থ মানসাদি॥
মহাতীর্থ কেদার, যাদৃশ বদরিকা।
হরিদ্বার, নর্ম্মদাদি অযোধ্যা দ্বারকা॥
রামগিরি-ক্ষেত্র, ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম।
লোলার্ক বিরজাতীর্থ তীর্থ সর্ব্বোত্তম॥

হ্রদাঃ। পুরং পাতালকং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডে কথিতং ত্বয়া॥ তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামো গুহ্য-তীর্থং পরং মহৎ। কুতূহলাকুলানাঞ্চ ন তৃপ্তির্যাত্যশেষতাং॥

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে, সর্ব্ব-পাপ-প্রমোচনং। আখ্যানং পুণ্যদং চিত্রং দেবতত্ত্বার্থ-সংগ্রহং॥ গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং। যন্নাম-স্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্ব্ব-পাতকাৎ॥ একয়া পাপ-হারিণ্যা, জাহ্নব্যাচ বিশেষতঃ। বক্রেশ্বরেণ ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

গৌড়দেশস্য স্বভাব-বর্ণনং—

নানাগুণ-সমাকীর্ণাঃ যত্র সর্ব্বে প্রজাগণাঃ। নানা পুণ্যগণোপেতা ধনিনো ধন-দোপমাঃ॥ বহবো লব্ধবর্ণাশ্চ কুলীনা বহবস্তথা। পরাক্রমযুতাঃ শূরাঃ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ যত্রান্তে জাহ্নবী রম্যা রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিতা। যত্র স্নাত্বা নরাঃ যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ জাহ্নব্যাস্তীরতোঽপ্যষ্টযোজনান্তরতঃ শুভম্। অস্তি

কৃত্তিবাস, চিত্রোৎপল গোমতী, কৌশিকা।
রবি-কর-তলে যত তীর্থ আধ্যাত্মিকা॥
ব্রহ্মস্রোত, জালন্ধর, পয়োষ্ণা-রেবতী।
সরযূ, বৈতরণী, গঙ্গাসাগর তাপতী॥
মাহেন্দ্র দেবদ্রিদ্রোণ শ্রীগন্ধমাদন।
মুণ্ডিরার্ক, সপ্তসিন্ধু তীর্থরাজগণ॥
ইত্যাদি অনেক তীর্থ ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে।
শুনেছি মাহাত্ম্য তার দেব, তব কাছে॥
আর যত তীর্থ আছে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে।
জগৎপতি, শুনিয়াছি তব কৃপাবলে॥
তাদের মাহাত্ম্য শুনি আমরা সকলে।
হইয়াছি পাপমুক্ত অতি অবহেলে॥
পৃথিবীতে আরো যত গুহ্য তীর্থবর।
নদী হ্রদ সরোবর সরিত সাগর॥
ইত্যাদি আকারে কত শত তীর্থ আছে।
তাদের মাহাত্ম্য কথা বেদে রাষ্ট্র আছে॥
পাতালেও আছে নানা তীর্থরাজগণ।
সকল তোমার মুখে করেছি শ্রবণ॥
তত্রাচ অপর এক পরম মহৎ।
গুপ্তভাবে বিরাজিছে মধ্যে এ জগৎ॥
তাহার মাহাত্ম্যাবলী শুনিতে বাসনা।
হয়েছে হে সুরেশ্বর, ওহে মহামনা॥
বড় কৌতূহল হয় সে কথা শ্রবণে।
পরিতৃপ্ত কর সবে তাহার বর্ণনে॥
কোনরূপে সন্তোষিত না হয় যে চিত।
বলি সেই তীর্থ-গুণকর মনঃপ্রীত॥
শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
বেদতত্ত্ব সংগৃহীত তীর্থ বিবরণ॥
অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ, তীর্থের প্রধান।
যাহার স্মরণে জীব পায় পরিত্রাণ॥
গৌড়দেশে সেই ক্ষেত্র বক্রেশ্বরাখ্যান।
যার নামে পাপ করে সুদূরে পয়ান॥
একদিকে পাপহরা জাহ্নবী অন্যত্রে।
বিশেষতঃ পুণ্যপ্রদ বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে॥
করিয়াছে গৌড়দেশ পুণ্যের আধার।
যাহার কারণে ক্ষেত্র জগতে প্রচার॥
গৌড়দেশে প্রজাগণ সর্ব্বগুণযুত।
পুণ্যবান্, ধনী তারা কুবেরের মত॥
কুলীন বিস্তর আছে লব্ধবর্ণ আদি।
পরাক্রমশালী, শূর, সদা সত্যবাদী॥

বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রং প্রতীচ্যাং ভক্তি-মুক্তিদম্ ॥ ক্ষেত্রং পাপহরং রম্যং ভক্তি-মুক্তি-প্রদং পরং। অষ্ট-দণ্ড-সহস্রানাং যোজনং পরিকীর্ত্তিতং ॥ তৎপাদেন ভবেৎ ক্রোশ-দণ্ডো হস্ত-চতুষ্টয়ম্। অষ্টাবক্রেশ্বরো যত্র তপস্তেপে সুদুশ্চরং ॥

মুনয়ঃ উচুঃ—কিন্নামাসীৎ পুরাক্ষেত্রং কেনবারাধিতঃ শিবঃ। কস্মিন্ যুগে তপস্তেপে তন্মামাচক্ষ্ব সুব্রতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ—যস্মিংস্তু বিমুখোব্রহ্মা ব্রাহ্মকর্ম্মণ্যপাবৃতে। নষ্টাগ্নিচন্দ্রপবনে জাগর্ত্তিশশি-শেখরঃ ॥ ষড়ঙ্গুলি মহীস্তত্র তিষ্ঠতে পাপনাশিনী। কূর্ম্ম-পৃষ্ঠোন্নতা দেবী, শিবশক্ত্যা যুতোমনুঃ। স্বয়ম্ভুবশ্চ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃস্মৃতঃ ॥ কল্পশ্চৈব বিকল্পশ্চ মনু-মন্বন্তরাণিচ। ব্রহ্মণো দিনসংপুণ্যং মাসসংবৎসরাস্তথা ॥ অবতারং তথাবিষ্ণোঃ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বঃ শুভং। বৃষারূঢ়ঃ জগৎস্বামী কেন সংস্থাপিতঃ পুরা ॥ অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমং। বর্ণনঞ্চৈব ক্ষেত্রস্য তথা বক্ষ্যামি বোঽধুনা ॥

ব্রহ্মোবাচ—তমাল-তাল-হিন্তাল-শাল-তাল-বিরাজিতম্। পুন্নাগ-বকুলাশোক-গুবাক-নারিকেলকৈঃ ॥ খর্জ্জুরৈঃ করবীরৈশ্চ তথাম্রাতকদাড়িম্বৈঃ। খদিরৈর্বীজপুরৈশ্চ, ধবৈশ্চ সরলদ্রুমৈঃ ॥ লবঙ্গকোবিদারৈশ্চ, ভল্লাতক কপিত্থকৈঃ। কদম্বৈশ্চ নকুলৈশ্চ ন্যগ্রোধৈর্ব্বহুভিস্তথা ॥ নিষ্পাপৈঃ জম্বুকৈঃ কুটজৈঃ হিজ্জলৈঃ পারিজাতকৈঃ। তথাহি মুক্তকৈবল্যৈর্যূথিকা-কেতকৈরপি ॥ টগরৈঃ মল্লিকাভিশ্চ

ঐস্থানে রাঢ়দেশে গঙ্গা প্রবাহিতা।
অতি পুণ্যতোয়া নদী জগতে বিদিতা ॥
স্নান করে যেই সেই জাহ্নবীর জলে।
নির্ব্বিবাদ বিষ্ণুপদ পায় অন্তঃকালে ॥
জাহ্নবী হইতে অষ্ট যোজন অন্তর।
পশ্চিমেতে ভক্তিমুক্তিপ্রদ বক্রেশ্বর ॥
এইস্থানে ভক্তিমুক্তি প্রদান আকর।
রমণীয় তীর্থ হয় নদী পাপ-হর ॥
দণ্ডাষ্ট সহস্রে মাপ যোজনের হয়।
তিন ভাগ গেলে তার যত দণ্ড রয় ॥
সেই ত ক্রোশের মাপ জানিবে সকলে।
চারিহাতে দণ্ড হয় সকলেই বলে ॥
এইস্থানে অষ্টাবক্র নামে ঋষিবর।
করিল বিস্তর তপ-অতীব দুশ্চর ॥

মুনিগণ কহে শুন ওহে পিতামহ।
শুনিতে প্রাচীন কথা মোদের আগ্রহ ॥
পুরাকালে এ ক্ষেত্রের কিবা নাম ছিল।
কেইবা অর্চ্চনা সেই শিবের করিল ॥
কোনযুগে সেই অষ্টাবক্র মহাঋষি।
আচরিল সুদুশ্চর তপঃ রাশি রাশি ॥
ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মা যবে বহির্ম্মুখ হন।
প্রলয়ের জলে ধরা হইল মগন ॥
চন্দ্র অগ্নি বায়ু যবে বিনষ্ট হইল।
চন্দ্রচূড়-শিব মাত্র জাগ্রত থাকিল ॥
পাপনাশা ধরা দেবী থাকেন তখন।
ষড়ঙ্গুলি স্থানে কূর্ম্মপৃষ্ঠে আরোহণ ॥
ধর্ম্মাত্মা স্বয়ম্ভু মনু অষ্ট ধর্ম্ম তথা।
শিবশক্তি সহ লীন হইল সর্ব্বথা ॥

মালতিভির্বিরাজিতং। নানাদ্রুম-সমাকীর্ণ নানা-পুষ্প-সমন্বিতং॥ মত্তভৃঙ্গগণা-কীর্ণ-মত্ত কোকিল-কূজিতং। নানা-মৃগ-সমাকীর্ণং রম্যং মুনি-মনোহরম্॥ তত্র পাপহরা রম্যা নিম্নগাস্তি মনোহরা। যস্যাং মজ্জন-মাত্রেণ পাপিনো যান্তি সদগতিং॥

অপি দুষ্কৃত-কর্ম্মানো মহাপাতকিনোঽপিযে। যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি সকৃৎ পাপহরাম্ভসি॥ ধনুঃশত-প্রমাণঞ্চ যৎক্ষেত্রং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। তত্র প্রাণব্যয়া যান্তি শিব-সাযুজ্য-মিচ্ছবঃ॥ কপালমোচন ক্ষেত্রে বারাণস্যাং মৃতস্যচ। যৎফলং তদপাপ্নোতি শ্রীবক্রেশ্বরসন্নিধৌ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে স্বয়ম্ভূ-সংবাদে শ্রীবক্রেশ্বর-দর্শনংনাম
প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

কল্প বিকল্প সহ মন্বন্তরগণ।
দিন মাস বর্ষ তাহে হইল মিলন॥
শুন শুন মুনিগণ কৌতুক সত্বর।
অগ্রেতে ক্ষেত্রের কথা করহ গোচর॥
ক্ষে ত্র মাহাত্ম্য আমি অগ্রেতে বর্ণিব।
তারপরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হব॥
পরম সুন্দর স্থান অতি শোভাময়।
নানাজাতি বিটপিতে মন তৃপ্ত হয়॥
তমাল হিন্তাল তাল পুন্নাগ বকুল॥
শাল আদি করি কত নানা জাতি ফুল।
খর্জ্জুর করবী পুষ্প বকুল অশোক।
বহুবিধ বীজপুরী ভুঞ্জে তথা লোক॥
নারিকেল, বক, ধব, কদম্ব অশ্বত্থ।
কোবিদার ভল্লাতক কত যে কপিত্থ॥
লবঙ্গ, নগ্রোধ, তথা সুগন্ধ-যূথিকা।
কেতকী, টগর, শ্বেতমালতী, মল্লিকা॥
নিষ্পাপা জম্বুক কুন্ড দিব্য পারিজাত।
ইন্দ্রোদ্যান পুষ্প বলি চরাচরে খ্যাত॥
হিজ্জল তিন্তিরা আর শত শত আম।
এই মত কত ফল কত দিব নাম॥
সর্ব্বস্থানে শত শত বিটপি নিকর।
বিদ্যমান আছে তথা পরম সুন্দর॥
কাহারো মুকুল কারো মঞ্জরী শোভিছে।
কেহ কেহ ফলভরে নৌয়ায়ে পড়েছে॥
নানাবিধ মৃগ তথা সদা করে বাস।
ভৃঙ্গকুল সুখে গুঞ্জে পুরে মন-আশ॥
থাকি থাকি মাঝে মাঝে কোকিল কাকলী।
সুধার সুধারা যেন কর্ণে দেয় ঢালি॥
এইস্থানে বহিতেছে পাপহরা নদী।
তাহার জলেতে জীব স্নান করে যদি॥
অমনি লভিয়া গতি স্বর্গ বাস করে।
কি সাধ্য শমন তার কেশ স্পর্শ করে॥
অকৃতি দুষ্কর্ম্মী যত অতি দুরাচারী।
দিব্যগতি লাভ করে তথা স্নান করি॥
শতধনু পরিমাণ সেই ক্ষেত্র হয়।
তাহাতে ত্যজিলে প্রাণ শিবলোকে যায়॥
বারাণসী-ক্ষেত্র কিংবা কপালমোচনে।
মরিলে যে ফল হয়, সে ফল সেখানে॥
নিশ্চয় লভিবে জীব দ্বিধা মাত্র নাই।
মুখ ভরি সবে মিলি হরি বল ভাই॥
বক্রেশ মাহাত্ম্য অতি পুণ্যদ আখ্যান।
দ্বিজ শ্রীজটীল গায় শুন পুণ্যবান॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মুনয়ঃ ঊচুঃ—

কস্মাদাষ্টাবক্র ঋষিঃ তপস্তেপে সুদুশ্চরং। কীদৃশং দেবদেবস্য ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরস্য বৈ॥ স্নানজং দানজং তত্র শিবসন্দর্শনাৎ তথা। যৎফলং ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যং ব্রুহি নস্তদ্দশেষতঃ॥ এতৎ সর্ব্বমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামো হে বয়ম্।

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মহৎ। যস্য স্মরণ-মাত্রেণবিলয়ং যাতি পাতকম্॥ পুরা কৃত-যুগে বিপ্রঃ অষ্টাবক্রো মহতপাঃ। প্রথমং নাম তস্যাসীৎ সুব্রতো দ্বিজ পুঙ্গবঃ॥

পুরা দেব-সভায়ান্তু নৃত্যমভূন্মনোহরম্। লক্ষী-স্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-সংযুতে॥ তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ। সমাজগ্মুঃ পরং দ্রষ্টুং কম-লায়াঃ স্বয়ম্বরং॥ তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ। অগ্রে দত্মাৎ লোম-শায় পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্॥ লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্ট্বাচ ভগবান্মুনিঃ। সুব্রতেন শশাপেন্দ্রং তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ॥ মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্বমগমন্মুনেঃ। অষ্টাবক্রাভিধেয়ত্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জিজ্ঞাসিলা মুনিগণ বলহে দেবেশ।
কেন অষ্টাবক্র ঋষি করিল অশেষ॥
সুদুশ্চর তপঃ রাশি অতি কষ্ট করি।
বল প্রভো প্রজানাথ, আজি কৃপা করি॥
কেমন সে দেব-দেব বক্রেশের ক্ষেত্র।
স্নানে, দানে, শিবার্চ্চনে কিবা ফল তত্র॥
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কিবা কৃপা করি বল।
শুনিতে আমরা সবে হয়েছি চঞ্চল॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন তপোধন গণ।
সেই গুহ্যতীর্থ কথা বলিব এখন॥
স্থিরভাবে শুন সবে অবহিত মনে।
পাপ তাপ ক্ষয় হবে তাহার শ্রবণে॥
অষ্টাবক্র মহাঋষি তাপস প্রধান।
সুব্রত ব্রাহ্মণ তার পূর্ব্ব অভিধান
অতঃপর শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
যেইরূপে সেই মুনি অষ্টাবক্র হন॥
পুরাকালে এক দিন দেব পুরন্দর।
দেখিতে আসেন লয়ে অন্যান্য অমর॥
অযোনি-সম্ভবা দেবী লক্ষী-স্বয়ম্বর।
অদ্ভুত বিচিত্র সভা নয়নাগোচর॥
গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ রক্ষ কিন্নর চারণ।
রাজর্ষি মহর্ষি আর যতি সিদ্ধগণ॥

দৈব প্রাপ্তং সমাগত্য ক্ষোত্রহস্মিন্ দুশ্চরং তপঃ। চকার বিপুলং বিপ্রঃ সর্ব্ব-লোক-প্রতাপনম্॥ দশবর্ষ-সহস্রাণি কেবলাম্বুপিবং তথা। পর্ণাশানস্ততশ্চাসীৎ তাবৎকালং মহামুনিঃ॥ তাবৎকালং তদাবায়ুভক্ষ্যয়াসীজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। এবমেত-ত্তপশ্চক্রে স মুনিঃ সংযতাত্মবান্॥ ষষ্ঠিবর্ষ-সহস্রাণি জুহ্বন্ পঞ্চ হুতাশনম্। ঊর্দ্ধ-পাদস্তপস্তেপে ক্ষোভয়ন্ স চরাচরম্॥ তস্য তপঃ-প্রভাবেণ বৃক্ষাঃ নম্রাঃ সুশোভনা। উরোগা ভূমিসংস্থাচ কীটা ভূমি-গতাস্তথা॥ বিহঙ্গা ব্যাঘ্রমাতঙ্গাঃ মৃগাঃ সিংহাস্তথা পরে। জন্তবঃ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে বিহায় স্ব-স্ব-মন্দিরং॥ নচ ক্লিত্যাজ্জলে নৈবং নহি শীতেন কম্পতে। ন তপস্তং প্রবাধেত মুনিং বক্র-শরীরিণম্॥

সকলেই সেই স্থানে হন উপনীত
স্বয়ম্বর শোভা দেখি সকলে মোহিত॥
অপ্সর অপ্সরীগণে গায় নানা গীত।
শুনিয়া সকলে হৈল অতিশয় প্রীত॥
এইরূপে যবে সবে আনন্দে মগন।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন॥
সভা মধ্যে আসিলেন লোমশ বিপ্রেন্দ্র।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তারে সর্ব্বাগ্রে দেবেন্দ্র॥
দেখিয়া সুব্রত বিপ্র হইল লজ্জিত।
ক্রোধে কম্পমান তনু লোচন লোহিত॥
ইন্দ্র প্রতি এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
অভিশাপ দিতে তাঁর করিল মনন॥
তপঃভঙ্গ ভয়ে কিন্তু শাপ নাহি দিল।
ক্রোধাগ্নিতে পুড়ি তার বক্র অঙ্গ হৈল॥
অষ্ট স্থানে বক্র তার শরীর হইল।
তদবধি অষ্টাবক্র আখ্যায় ঘুষিল॥
দৈব্য বলে সেই ঋষি এই স্থানে আসি।
করিল বিপুল তপঃ ভুলি দিবা নিশি॥
হইয়া সংযত-চিত্ত সেই মুনিবর।
যাপিলেন একাধারে অযুত বৎসর॥
কেবল করিয়া ভর ফল মূলাহারে।
দিবারাত্রি তপঃ করে অতি শুদ্ধাচারে॥
জলপান করিমাত্র অযুত বৎসর।
করেন তপস্যা সেই তাপস প্রবর॥
থাকেন অযুত বর্ষ বায়ুর ভক্ষণে।
এইরূপে যাপে মুণি তপঃ আচরণে॥
অবশেষে ঊর্দ্ধ পদে থাকি কিছুকাল।
যাপেন লক্ষৈক বর্ষ কহিতে ভয়াল॥
চতুর্দ্দিকে পঞ্চ অগ্নি করি প্রজ্জলন।
আচরিল তপঃ আশি সেই তপোধন।
তাহার তপেতে ধরা হইল তাপিত।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলেই ভীত॥
তাঁহার তপস্যা দেখি বিটপি সকল।
নতশির হইলেক সহ ফুল ফল॥
ভূমিচর কীট আর সরীসৃপ জাতি।
প্রাণ ভয়ে গর্ত্তে গিয়া করিল বসতি॥
মৃগেন্দ্রাদি পশু আর বিহঙ্গমগণ।
ভয়াকুলচিত্তে সবে করে পলায়ন॥
শীতাতপ বর্ষা আদি ঋতুরাজগণে।
বাধা দিতে না পারিল সেই তপোধনে
সেই স্থানে আছে তিন অগ্নির আগার।
দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবণ্যাখ্য আর॥
আরো তথা স্রোত এক হয়েছে উত্থিত।
সুগন্ধিত বারি তার করে আমোদিত॥
আশ্চর্য্য সে বারি-গুণ শুন মহামতি।
পরশনে নরগণ লভে দিব্যগতি॥
এই তিন অগ্নি পুনঃ পাতালেও স্থিত।
অতলাখ্যে তথা ইহা হয় অভিহিত॥

ত্রিকুণ্ডং বিদ্যতে তত্র পাবকাগার এবচ। দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেবচ ॥ তস্মাৎপ্রায়াৎ সুস্বরুভির্জলং স্বর্গপ্রদায়কম্। অগ্নিত্রয়ং হি পাতালে অতলাখ্যেতি তিষ্ঠন্তি ॥ ভোগবত্যা জলস্তত্র বিতলে শিবমর্চ্চয়েৎ। হাটকাখ্যং মহাদেবং সুমেরুর্যস্য মস্তকে ॥ ততশ্চোংর্দ্ধ জলং যাতি যত্রচাগ্নিত্রয়ং বুধাঃ। তমালিঙ্গ্য তত শ্চোর্দ্ধং তেজসা পাবকেন চ ॥ নিপত্য শ্বেতগঙ্গায়াং উষ্ণতোয়া বহেন্নদী। কেচিদ্ভো-গবতীং প্রাহুঃ গঙ্গাঞ্চ কেচিদ্দূচিরে ॥ কেচিচ্ছ্বেতস্য নাম্না তাং শ্বেতগঙ্গাং বদন্তি বৈ ॥

পাতালেশবটশ্চৈব স্নাত্বাচৈব নদীশ্বরীম্। ব্রহ্মযোণিং ব্রহ্মশিলাং স্নাপয়িত্বা মহানদীম্ ॥ একাংশেন শিবং স্নাত্বা প্রায়াদ্বৈ দক্ষিণাং দিশম্। বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে ভাগে পাপ-প্রমোচনীং ॥ ধনুস্ত্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপ-মোচনী। তামাক্রম্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে যমজাস্তয়াৎ ॥ ধনুঃ-শত-প্রমাণা বৈ বহেৎ পাপহরা ততঃ ॥ তস্য সন্দর্শনেনাপি অত্রাবত্র ফলং লভেৎ ॥ সর্পাকারং মহৎ ক্ষেত্রং পুণ্যং পাপহরং শুভম্। তত্র তিষ্ঠেন্মহাদেব ত্রৈলোক্য-ত্রাণ-হেতবে ॥ তমুদ্দিশ্য তপস্তেপে স চ বক্রো মহাতপাঃ। তংমুনিং সুপ্রসন্নোঽভুৎ স স্বয়ং পার্ব্বতী-পতিঃ ॥

বিতলেতে স্বর্গপ্রদা ভোগবতী জল।
শঙ্করে অর্চ্চনা তথা করে অবিরল ॥
সেখানে শঙ্কর নাম হাটকাখ্যা ধরে।
সুমেরু পর্ব্বত যার মস্তক উপরে ॥
তদন্তরে সেই জল হতেছে উত্থিত।
যতদূরে অগ্নিত্রয় হয় অবস্থিত ॥
তথা সেই অগ্নিত্রয়ে আলিঙ্গন করি।
ঊর্দ্ধেতে উঠিতেছে ক্রমশঃ সে বারি ॥
সেইস্থানে অগ্নিতেজে উত্তপ্ত হইয়া।
শ্বেত গঙ্গাজলে পড়ি বহে উষ্ণতোয়া ॥
কেহ ভোগবতী কেহ গঙ্গা তারে বলে।
শ্বেতনৃপকীর্ত্তি জন্য কোন কোন স্থলে ॥
শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাতা শিবসন্নিধানে।
পরম পবিত্র বলি বেদেতে বাখানে ॥
এই নদী পাতালেশ বটে স্নাত করি।
পূত হঁয়ে তথা হইতে সত্বরে নিঃসরি ॥

ব্রহ্মযোণী ব্রহ্মশিলা স্নান করাইছে।
একাংশে প্রক্ষালি শিবে দক্ষিণে বহিছে ॥
মন্দির পাশ্চাত্য ভাগে পাপ প্রমোচণ।
বৈতরণী নাম্না নদী বহে প্রতিক্ষণ ॥
ধনুত্রয় মাত্র সেই স্থান পরিমাণ।
ভক্তি সহ সেইস্থানে যেই করে স্নান।
মুক্তিলাভ করে সেই যম ভয় হইতে।
বেদ অনুমত বাক্য দ্বিধা নাই ইথে ॥
অনন্তর পার্শ্বে তার পাপহরা বহে।
শত ধনু স্থান ব্যাপি এই নদী রহে ॥
এই নদী দর্শনে সুফল লভে নর।
সেখানে আছেন শিব ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥
সর্পাকার ক্ষেত্র সেই সর্ব্ব পাপ হরে ॥
অশেষ প্রকারে পুণ্য সতত বিতরে ॥
সেইস্থানে মহাতপা সুব্রত দ্বিজবর।
শিবোদ্দেশে তপঃ রাশি করিল বিস্তর ॥

ঋষয় উচুঃ—

কথং পাপহরা নাম সা লেভে শিবসন্নিধৌ। গঙ্গায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং বদ ব্রহ্মান্ সুবিস্তরম্॥

ব্রহ্মোবাচ—

পুরা একার্ণবীভূতে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে। অহঙ্কারেণসংমূঢ়ো ব্রহ্মা পঞ্চমুখোঽব্রবীৎ॥ অহংতে জনকঃ রুদ্র মামেহি সত্বরং সুত। নতে ত্রাতাপি কুত্রাপি জলেচাস্মিন্ ভয়ঙ্করে॥

শিব উবাচ—

ময়ি বিপ্রসুতে ব্রহ্মান্ কাতেচিন্তাঙ্গ বর্ত্ততে। মামাশ্রিত্য প্রজাং সর্ব্বাং সৃষ্টিং কুরু প্রজাপতে॥ এবমস্তোঽহন্যসংমূঢ়ৌ বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতৌ। ক্রোধেন মহতা তস্য ভৈরবোঽভুম্মুখাত্ততঃ॥ পুনঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবো ভৈরবং প্রাহ মানদঃ। ঘাতয়ৈনং শিরো। ভীম ব্রহ্মণোঽব্যক্ত-জন্মনঃ॥ চিচ্ছেদঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যা ব্রহ্মনঃ কংসভৈরবঃ। ততঃ কপালী ভগবান্ ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ। বারাণশীং ততোগত্বা ত্যক্ত্বা ব্রহ্মা কপালকং। কপালমোচনং তীর্থং খ্যাতং ভুবি তু বিশ্রুম্॥

দেখিয়া তাঁহার তপঃ অতীব দুস্কর।
সুপ্রসন্ন হইলেন পার্ব্বতী ঈশ্বর॥
জিজ্ঞাসিলা মুনিগণ ব্রহ্মার নিকটে।
আসিয়া সকলে মিলি থাকি করপুটে॥
কি প্রকারে পাপহরা হৈল অভিধান।
সেই ক্ষুদ্র নিম্নগার শিব সন্নিধান।
গঙ্গার মাহাত্ম্য কিবা বলহে ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াক শ্রবণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন তপোধনগণ—
অতীব অপূর্ব্ব এই প্রাচীন কথন।
পুরাকালে যবে এই জগৎ নশ্বর।
একার্ণবে মগ্ন হইল জঙ্গম স্থাবর॥
সৃষ্ট বস্তু যাবতীয় বিনষ্ট হইল।
অহং বুদ্ধি মূঢ় ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিল॥
তুমি মম পুত্র বৎস, আমি তব পিতা।
এই জলে আর কেহ নাহি তব ত্রাতা॥
ব্রাহ্মণ তনয় আমি প্লাবনে কি ভয়।
নিমেষের তরে আমি না করি সে ভয়॥
বরঞ্চ হে প্রজাপতি তুমি সৃষ্টি কর।
আমার সাহায্যে এই যত চরাচর॥
এইরূপ উভয়ের বাক্য ব্যয় হয়।
ক্রোধ আসি উভয়ের ধৈর্য্য হরি লয়॥
উভয়েই উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল।
শিবমুখ হ'তে এক ভৈরব নিঃসৃল॥
অবিলম্বে আজ্ঞা তারে দেন পঞ্চানন।
নখাঘাতে ছিণ্ডিবারে ব্রহ্মার আনন॥
"তথাস্তু" বলিয়া সেই ভৈরব প্রচণ্ড;
তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠে তাঁর ছিঁড়ে এক মুণ্ড॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ তবে ভৈরবে পশিল।
দিবা নিশি পাপাগ্নিতে পুড়িতে লাগিল॥
অনন্তর হত্যাপাপ বিষম কারণ।
বারানশী তীর্থে মুণ্ড করিল বর্জ্জন॥
সেই ক্ষেত্র তদবধি কপালি-মোচন।
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে শুন ঋষিগণ॥

হত্যাপাপেন লিপ্তোঽসৌ দুঃখিতো ভৈরবঃ পুনঃ। চন্দ্রচূড়ং সমারাধ্য তপস্তেপে সুবিস্তরম্॥ প্রসার্য্য হস্তৌ ভগবান বক্রাকারেণ ভৈরবঃ। দশবর্ষ-সহস্রাণি তপস্তেপে সুবিস্তরম্॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দেবো হরিহরাত্মকঃ। উবাচ ভৈরবং ভীমং ব্রহ্মাণ্ডং কবলায়িতম্॥ বরং বৃণু মহাভাগ পাপাত্ত্রাতাস্মি নান্যথা।

ভৈরব উবাচ—

হত্যাপাপেন গ্রস্তোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন।

হরিহর উবাচ

যাবৎ প্রসার্য্য বাহূ দ্বৌ তপশ্চিহ্নং মহামতে। সর্পাকারে শিবক্ষেত্রে নদী পাপহরাস্তুতে॥ যাসীদ্ভোগবতী গঙ্গা সাচ পাপহরা শুভা। তব ব্রহ্মবধঃ পাপং বিলয়ং যাস্যসংশয়ম্॥ ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি যানি তানি কৃতানিচ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তু তেন পাপহরা ত্বেষা॥ তামাশ্রিত্য তপস্তেপে বক্রাঙ্গোঽপি মহাতপাঃ। তং মুনিং সুপ্রসন্নোঽভূৎ স স্বয়ং পার্ব্বতীপতিঃ॥

পুনরপি ব্রহ্মহত্যা পাপেতে পীড়িত।
হইয়া ভৈরব থাকে নিয়ত দুঃখিত॥
অবশেষে শুন শুন তপোধনগণ।
দুঃখচিত্তে বক্রেশ্বরে উপনীত হন॥
চন্দ্রমৌলী মহাদেবে আরাধে বিস্তর।
হস্তদ্বয় প্রসারিয়া থাকি নিরন্তর॥
অনাহারে দুইপঞ্চ সহস্র বৎসর।
ভৈরব করিল তপঃ অতি সুদুশ্চর॥
তাহাতে প্রসন্ন হ'য়ে দেব হরিহর।
আসিলেন দিতে তারে মনোমত বর॥
দেখিয়া ভৈরব হৈল প্রফুল্ল বদন।
যোড় হস্তে পাদপদ্মে করে নিবেদন॥
শঙ্কট নাশন, শ্রীমধুসূদন,
হত্যাপাপে লিপ্ত আমি।
হস্ত সংকোচন, নহে কদাচন,
রক্ষা কর অন্তর্য্যামি।
তব এই হস্তদ্বয় প্রসার করিয়া।
করিয়েঁ বিস্তর তপ জিতেন্দ্রিয় হইয়া॥

যতদূর বিস্তারিত তব দুই কর।
ওহে মহাভাগ এই ক্ষেত্রের উপর॥
ততদূর সর্পকারে এই শিব ক্ষেত্রে।
তোমার তপস্যা-চিহ্ন ঘুষিবে জগতে॥
ভোগবতী গঙ্গাতীর্থ যেমন শুভদ।
তেমন এ পাপহরা হইবে মানদ॥
তব ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে বিলয়।
অব্যর্থ আমার বাক্য নাহিক সংশয়॥
আরো ভক্তিভাবে যে স্পর্শিবে এই বারি।
পাপমুক্ত হবে ব্রহ্মহত্যা আদি করি॥
এই জলে সর্ব্ববিধ কলুষ কলাপ।
বিনষ্ট হইবে আর মনের সন্তাপ॥
মহাতপা অষ্টাবক্র আসি এই স্থানে।
দুশ্চর করিল তপ উদ্দেশি ঈশানে॥
দেব দেব মহাদেব পার্ব্বতীর পতি।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মহামুনি প্রতি॥
দিব্য অষ্ট বাহু ধরি, চড়ি বৃষ স্কন্ধোপরি,
চলিলেন আনাদি ঈশ্বর।

অষ্টবাহুধরঃ শ্রীমান্ বৃষস্কন্ধসমাশ্রিতঃ। কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশঃ চন্দ্রমৌলী ত্রিলোচনঃ॥ জটামুকুটশোভাঢ্যো শূলভৃদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মবান্। ব্যালযজ্ঞোপবীতীচ কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভঃ॥ পিনাকখট্টাঙ্গধরঃ প্রমথৈঃ পরিবেষ্টিতঃ। তেজসা ভাসয়ন্ দেবঃ দিশশ্চ বিদিশস্তথা॥ কিমর্থং তপ্যসে বিপ্র! প্রাহ দেবো মহামুনিম্। তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা।

অষ্টাবক্রস্য স্তবঃ—

নমঃ সম্ভো বিরূপাক্ষ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক। আদিদেব মহাদেব জগদীশ সুরেশ্বর॥ পরমেশ পর ব্রহ্ম নমস্তুভ্যং ত্রিলোচন। নমশ্চন্দ্রপ্রভাসায় নমস্তে চন্দ্রমৌলিনে॥ নমোঽসংখ্যেয়পাদায় বহুনেত্রায় শূলিনে। নমস্তে জাহ্নবীমূর্দ্ধন্ বৃষধ্বজ নমোঽস্তুতে॥ অজাব্যক্ত মহেশ্বর করুণাময়বিগ্রহ। স্বরূপায় বিরূপায় বহুরূপায় তে নমঃ॥

কোটি সূর্য্য বিকশিত, নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত,
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভাকর॥
জটাজুট শিরোপরে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিকরে,
ব্যাল যজ্ঞোপবীতি ভূষণ।
কুন্দেন্দু সদৃশ প্রভা, মরি কিবা মনোলোভা,
চারিদিকে নাচে ভূতগণ॥
পিনাক খট্টাঙ্গ ধরে, করিকরনিভ করে,
চন্দ্রমৌলী দেব ত্রিলোচন।
অপরূপ তেজ ধরি, চতুর্দ্দিক আলো করি,
উপনীত যথা তপোধন॥
জিজ্ঞাসিলা মুনি প্রতি, বল ওহে মহামতি,
কেন এই তপঃ আচরণ।
দেখি সেই অনাময়ে, মহর্ষি বিস্ময় হ'য়ে,
ভক্তিভাবে করিল স্তবন॥
নমঃ শম্ভু বিরূপাক্ষ, বহুশীর্ষ বহু অক্ষ,
নমঃ নমঃ দেব নিরঞ্জন॥
পরব্রহ্ম পরমেশ ভোলানাথ হৃষিকেশ,
নমঃ নমঃ দেব নিরঞ্জন॥
বহুপাদ বহুকর, নমঃ প্রভু মহেশ্বর।
নমঃ নমঃ জাহ্নবী মূর্দ্ধণ।

নমঃ দেব শূলধারী, নমঃ নমঃ ত্রিপুরারী,
নমঃ প্রভু বালার্ক ভূষণ॥
অজাব্যক্ত দিগম্বর, স্বরূপ বিরূপ ধর,
নমঃ নমঃ বহুরূপ ধারী।
তুমি ব্রহ্ম বিষ্ণু ধাতা, সৃজন প্রলয় কর্ত্তা,
জগতের পরিত্রাণকারী॥
তুমি হে করুণাময়, চিদানন্দ চিৎময়,
তুমি প্রভু বিগ্রহাবতার।
নিত্যানন্দ কর তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
ভক্তিমুক্তি প্রদান আধার॥
গুণাকর গুণাতীত, সংসার কারণাতীত,
নির্গুণ, সগুণ মহেশ্বর।
শুভদ সর্ব্বগ তুমি, কি জানি মহিমা আমি
সর্ব্বঘটে সতত বিহর॥
তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয়, আদিদেব অনাময়,
অজ্ঞানান্ধ বিনাশনকারী।
তুমিহে পার্ব্বতীকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
মনোহর কৈলাস-বিহারি॥
নমঃ প্রভু নিরঞ্জন, ভক্তত্রাণ পরায়ণ,
নমঃ নমঃ নমঃ মহেশ্বর।

ত্বং ব্রহ্মা বরুণোবিষ্ণুর্ধাতা পুষ্যস্তথৈবচ। ত্বং ব্রহ্মা বরুণশ্চাপি কুবেরস্ত্বং সুরেশ্বরঃ॥ ঈশানো নৈঋতস্ত্বংহি দিনেশ ত্বং তথৈবচ। সোমস্ত্বং চ স্বরূপোঽসি পরমাব্যক্তকারকঃ॥ চিদানন্দস্বরূপোঽসি নিত্যানন্দকর প্রভো। ভক্তিমুক্তি-প্রদোঽসিত্বং পরাৎপর মহেশ্বর॥ সংসার-কারণাতীত গুণাতীত গুণাকর। নির্গুণ শুভদ শুভ্র সর্ব্বগ সর্ব্ব ভাবন॥

সর্ব্বমূর্ত্তিধরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজীবনং। নমস্তুভ্যং জিতাশেষঃ মৃত্যুঞ্জয়ঃ সুরেশ্বরঃ॥ অজ্ঞান-পরমধ্বান্ত-ধ্বংশনান্ধক-দারুণঃ। পার্ব্বতীকান্ত দেবেশ ত্রিপুরান্তক শঙ্কর॥ সমস্তাঘবিধ্বংশিন্ হি ভক্তত্রাণ-পরায়ণ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর॥ ত্বদ্দর্শনং মহাদেব দেবনামপি দুর্ল্লভম্। ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোস্মি ধন্যসত্যোঽস্মি সর্ব্বদা। ধন্যো মজ্জনকো দেবো মর্ত্ত্যো ধন্যোনশ্চাপরঃ। যত্ত্বংসন্দর্শনানন্দনন্দিতোঽস্মি মহেশ্বর॥ ত্বমেব শরণংমেঽদ্য নাথ দেব সুরেশ্বর।

দেবের দুর্ল্লভ দেব, দেব দেব মহাদেব,
নমঃ নমঃ নমঃ সুরেশ্বর॥
নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু, জগৎ অনন্ত বিভু,
দীনে দয়া কর আশুতোষ।
আমি হে অধম অতি, নাহি জানি ভক্তি স্তুতি,
কৃপাময় ক্ষম সর্ব্ব দোষ॥
তোমার দর্শনে আমি, ধন্য হে জগৎ স্বামী,
জননী জনক ধন্য মোর।
ধন্য হে জনম মম, কে আছে আমার সম,
আমার ভাগ্যের নাহি ওর॥
বড়ই অজ্ঞান আমি, জ্ঞানাঞ্জন দিয়া তুমি
কৃপা কর ওহে উমাপতি।
প্রসন্ন হইয়া মোরে, পার কর ভব ঘোরে,
করি প্রভো অসংখ্য প্রণতি॥
অষ্টাবক্র বলে শুন, মম দুঃখ বিবরণ,
যদি মোরে প্রসন্ন হইলে।
যদি প্রভো কৃপা ক'রে, দেখা দিলে এ কিঙ্করে
বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশিলে॥
তবে শুন শুন প্রভো, মহাদেব মহাপ্রভো
যবে যাহা হইল ঘটন।
লক্ষ্মী স্বয়ম্বর স্থলে, অমর সকলে মিলে
কুতূহলে করে আগমন॥
তথায় গেলাম আমি, শুন ওহে অন্তর্য্যামী
গেল আর লোমশ ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজ পুরন্দর, হইলেন অগ্রসর
লোমশেরে করিল বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ দিল তারে, মত্ত হয়ে অহঙ্কারে
সভামধ্যে সাক্ষাতে আমার।
এইরূপে দেবরাজ দিল মোরে বড় লাজ
সেই দেব-সভার মাঝার॥
সেই দুঃখ হুতাশন, জ্বলিতেছে সর্ব্বক্ষণ
দহিতেছে পরাণ আমার।
মান হত হয় যার, বাঁচি কিবা ফল তার
বরঞ্চ মরণ ভাল তার॥
সেই হেতু মহেশ্বর, তপ এই সুদুশ্চর
করি প্রভো তোমার উদ্দেশে।
ক্ষম মম শত দোষ, দেব দেব আশুতোষ
কৃপা করি রক্ষ এই দাসে॥
কর এই বরদান, যাহাতে আমার মান
সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বলোকে করে।

প্রসন্নো ভব দেবেশ নির্ম্মলজ্ঞানরূপধৃক্ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ উবাচ ত্রিপুরান্তকঃ। বরং প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র মত্তস্ত্বোসিচ সর্ব্বদা ॥ কারণং ব্রূহি বিপ্রর্ষে কিমর্থং দুশ্চরং তপঃ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ—

শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি মম দুঃখনিবেদনং। লক্ষ স্বয়ম্বরে দেব নূনং মানং মহৎ মম ॥ দেবেন্দ্রো লোমশং বিপ্রমানর্চ্চাদৌ সমাহিতঃ। তদা গৌরবহীনেন তপস্তপ্তং মহেশ্বর। মাং বিনা মনুজঃ কোপি ক্বাপি মানং নালম্বতে ॥ গৌরবং ময়ি সংপ্রাপ্তে পশ্চাৎ প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ। অষ্টাবক্রস্য বচনং শ্রুত্বা দেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ প্রহসন্ প্রাহ দেবেশঃ সর্ব্ব-পাপ-প্রমোচনঃ। অষ্টাবক্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিতং যদ্বরং শুভম্। অন্তূয়মানসৎকারঃ সর্ব্বত্রাদৌ মুনীশ্বর। যত্তপশ্চরিতং ব্রহ্মন্ কোঽপি তেপে ন চাপরঃ ॥ সততং ত্বঞ্চ মত্তক্তোঽপ্যসৌখ্যেন্দ্রিয়ভৃৎ সদা। কৃত্বা ত্বন্নামচাগ্রণ্যং মমচাত্র স্থিতির্ভবেৎ ॥

শুনিয়া মহর্ষি ভাষ, হাসিলেন কৃত্তিবাস
বলিলেন মৃদু মৃদু স্বরে ॥
শুন ওহে মুনীশ্বর ইষ্টমত লও বর
তুমি মোর ভক্তের প্রধান।
জিতেন্দ্রিয় তুমি অতি, তুষ্ট আমি তব প্রতি
হ'ক তব অশেষ কল্যাণ ॥
দিলাম তোমারে বর, অদ্যাবধি চরাচর
তব মান্য সর্ব্বাগ্রে করিবে।
অগ্রেতে তোমার পূজা হবে তবে মোর পূজা
তব নামে মোর স্থিতি হবে ॥
শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব বারতা।
ধরা দেবী কেন হন মেদিনী কথিতা ॥
পূরাকালে এই ক্ষেত্র মহা পীঠ ছিল।
মধু ও কৈটভ দৈত্য তাহা ধ্বংস কৈল ॥
কালে সেই দৈত্যদ্বয় হইলে নিধন।
তাহাদের মেদ মাংসে ধরার গঠন ॥
মেদেতে নির্ম্মিতা বলি হইল মেদিনী।
পুরাণ কথিত বাক্য শুন সব মুনি ॥
ভগবান প্রজাপতি মোরে ভক্তি করি।
উঠিলেন তাঁর যোগ নিদ্রা পরিহরি
আরম্ভ করেন পরে করিতে সৃজন।
স্থাবর জঙ্গম আর যত প্রজাগণ ॥
এইরূপে কল্পে কল্পে দেব প্রজাপতি।
অত্রস্থলে তপ করে ঘোরতর অতি ॥
সেই তপোবনে তাঁর অধিকার হয়।
সৃজন করিতে এই প্রজা সমুদয় ॥
আর এক কথা শুন অতি পুরাতন।
বাসুকী নিশ্বাসে যবে ধরা ভস্ম হন ॥
তখন শক্তির সহ আমি নিরঞ্জন।
শূলহস্তে বৃষোপরি করি আরোহণ ॥
জগৎ সংহার রূপ করিয়া ধারণ।
সংহারি সকল জীবে ওহে তপোধন ॥
এইরূপে কল্পে কল্পে জগৎ স্থাপিব।
পুনরপি কল্প অন্তে সংহার করিব ॥
অদ্যাবধি এই তীর্থ মহাতীর্থ হবে।
সিদ্ধ*পীঠ বলি ইহা চিরখ্যাত রবে ॥

* এইস্থানে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান (মন) পতিত হওয়ায় দেবী মহিষমর্দ্দিনী; ভৈরব বক্রনাথ নামে খ্যাত।

পুরাসীন্মন্ত্রপীঠোহয়ং কৈটভমধুভ্যাং হতঃ। তয়োশ্চ মেধসা ব্রহ্মন্ মেদিনী চাত্র নির্ম্মিতা ॥ মামারাধ্য জগৎ-স্বামী নিদ্রয়া পরিমোচিতঃ। স্বয়ম্ভুর্ভগবান্‌ভুত্বা সৃষ্টিঞ্চক্রে ততোহপরম্ ॥ কল্পে কল্পে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিঞ্চক্রে প্রজাপতিঃ ॥ তপ্ত্বাচাত্র তপস্তীব্রমধিকারং চকার সঃ ॥ বাসুকের্নাসানিশ্বাসাৎ যদাভূর্ভস্মতাং ব্রজেৎ। তদা নিরঞ্জনশ্চাহং বালয়াচ সহায়বান্ ॥ শূলহস্তো বৃষারূঢ়ঃ সর্ব্বসংহাররূপধৃক্। অহ-মাসঞ্চ স্থাস্যামি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ

ইদানীং সিদ্ধপীঠস্তু লোকে খ্যাতোভবিষ্যতি। যঃ কশ্চিৎকুরুতে কর্ম্ম নিয়মস্থো মমাশ্রমে। তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্বিপ্র স্বল্পকালে ন সংশয়ঃ। প্রভাবমস্য তীর্থস্য ন জ্ঞাস্যন্তি কলৌ জনাঃ। শৈবাশ্চ শিবতত্ত্বজ্ঞা মহাপাশুপতা গণাঃ। কবন্ধা বিঘ্ন-কর্ত্তারো রক্ষন্তি ক্ষেত্রমুত্তমম্। ক্ষেত্রপ্রভাবতোমর্ত্ত্যা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্। ইদং ক্ষেত্রবরং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু চোত্তমং। গোপিতং মায়য়া ব্রহ্মন্ ত্বয়াচাপি প্রকাশি-তম্ মাং দৃষ্ট্বাপুনরাবৃত্তির্ন হ্যেব লভতে নরঃ।

ইতি শ্রীবক্রেশ্বরপুরাণে অষ্টাবক্রবরপ্রাপ্তিনামা দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

আমার এই স্থানে আসি যেই কোনজন।
নিয়ম করিয়া যোগ করে আচরণ ॥
অচিরে সে জন সিদ্ধি লভিবে নিশ্চয়।
ইহাতে সংশয় বিপ্র কভু নাহি হয় ॥
কলির মানবগণ না হইবে জ্ঞাত।
ইহার প্রভাব আর মহিমা সর্ব্বতঃ ॥
মহাপাশুপত শৈব শিবতত্ত্বদর্শী।
হ'লেও না হবে জ্ঞাত কলিতে মহর্ষি ॥
রক্ষিবে এক্ষেত্র মম কবন্ধাদিগণ।
বিঘ্ন ঘটাইবে তার দুষ্কর্ম্মী যেজন ॥
যেই নর এই ক্ষেত্রে শরীর ত্যজিবে।
অক্ষয় অনন্ত স্বর্গ অবাধে লভিবে ॥
যমলোকে কভু তার হবে না গমন।
অব্যর্থ আমার বাক্য শুন তপোধন ॥
এই ক্ষেত্র হইবেক সর্ব্বতীর্থ সার।
পুণ্যদ শুভদ পাপ প্রমোচন আর ॥
এতদিন এই তীর্থ মায়াবৃত ছিল।
তোমার তপস্যা বলে প্রকটিত হৈল ॥
মোরে যারা অত্রস্থানে করিবে দর্শন।
কখন না হবে তার পুনরাবর্ত্তন ॥
এইত বেদের বাক্য শুন সর্ব্বজন।
দ্বিজ শ্রীজটীল করে পয়ারে রচন ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতয়োঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ—

ব্রহ্মতীর্থং কিমপরং বিদ্যতেচ শিবালয়ে। কদাসন্দর্শনে পুণ্যমতীবলভতে নরঃ॥ আলয়ে তর্থমাস্তে কিংবদ ত্রিভুবনেশ্বর। অগ্ন্যাগারত্রয়াণাঞ্চ মাহাত্ম্যংবদ সুব্রত॥ তত্ত্বৈবং দেবদেবস্য মাহাত্ম্যং যদ্ভবেৎ পুনঃ। শ্রোতুমিচ্ছামো হে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং পুনঃ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ পুরাণং বেদসম্মতম্। যস্য সংকীর্ত্তনাদেব নরোনাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ অষ্টকুণ্ডানিসন্ত্যত্র নষ্টৈকাচ প্রতিষ্ঠিতা তজ্জলে স্নানমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥

একার্ণবে সমুৎপন্নে নষ্টেস্থাবরজঙ্গমে। ভৈরবঃ সংহরন্ সর্ব্বম্ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ জ্বালামালাকুলোদেবো ন শর্ম্ম লভতে কচিৎ। মজ্জতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু ন শান্তির্জ্বালামালিনঃ॥ সংহারয়ন্ হি ক্রোধেন তথা ব্রহ্মবধেনচ। তদা বক্রেশ্বরং ক্ষেত্রং প্রযযৌ দেবসত্তমঃ॥ কুণ্ডং কৃত্বাতু তত্রৈব ক্ষিপ্ত্বা পাপহরং জলম্। নিমজ্জ্য স হি কুণ্ডেকে শান্তিং দেহস্য কারয়ন্॥ তদালেভে মহাশর্ম্ম তত্রকুণ্ডে দ্বিজোত্তমঃ। ততঃ প্রভৃতি তৎকুণ্ডং ভৈরবাখ্যমভূৎ দ্বিজাঃ। চৈত্রেমাসি সিতাষ্টম্যাং সংযতেন্দ্রিয়-মানসঃ। তস্য পানীয়মুদ্ধৃত্য স্নানং কুর্ব্বন্ বিচক্ষণঃ। দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং দেবং তত্র ত্রৈলোক্যপূজিতম্॥ যমস্য সদনং নৈতি পুনঃ পাপী ভয়াবহম্। বাজপেয়-ফলঞ্চাপি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ কৌতুক অন্তরে।
অপর কি তীর্থ আছে শিব ক্ষেত্রোপরে॥
কখন অতীব পুণ্য লভে নরগণ।
আলয়ে কি তীর্থ হয় বলহে ব্রাহ্মণ॥
অগ্ন্যাগারত্রয়ের মাহাত্ম্য মোর বল।
আর তত্র মহাদেবের মাহাত্ম্য সকল।
এই সব শুনিবারে আমরা সকলে।
সতত আগ্রহ হই অতি কুতূহলে॥
শুনহে মুনীন্দ্রগণ পৌরাণিক তত্ত্ব।
হইবেক পাপনাশ বাড়িবে মহত্ব॥
এই স্থানে অষ্টকুণ্ড * চির বিরাজিত।
নিকটে নিম্নগা এক হয় প্রবাহিত॥

---

* ১। ক্ষারকুণ্ড। ২ ভৈরবকুণ্ড। ৩। অগ্নিকুণ্ড। ৪। সৌভাগ্যকুণ্ড। ৫। জীবিত কুণ্ড। ৬। ব্রহ্মকুণ্ড। ৭। শ্বেতগঙ্গা। ৮। বৈতরণী। অধুনা এই ক্ষেত্রে সূর্য্যকুণ্ড নামে আর একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখা গেল না। বোধ হয়, এই কুণ্ডটী আধুনিক। এই সমস্ত আধারাবৃত স্থান হইতে নিয়তই উষ্ণবারি ও ধূমোদগত হইতেছে।

জীবকুণ্ডাখ্যানম্—

জীবনাখ্যং মহৎ কুণ্ডং পুণ্যং সর্ব্বাঘনাশনম্। তস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ব-সংজ্ঞকঃ॥ যুবা স্বাধ্যায়-সম্পন্নঃ সুশীলঃ সত্যবাক্ দ্বিজঃ। তপোজপপরো নিত্যং দেবদ্বিজপ্রপূজকঃ॥ সদাগ্নি-হোম-নিরতঃ সর্ব্বথা তিথিপূজকঃ। তস্য ভার্য্যা;চারুমতিঃ সুশীলা গুণসংযুতা॥ ভর্ত্তুঃ সেবাসু নিরতা ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে। রূপ-যৌবন-সম্পন্না লক্ষ্মীরিব সমাগতা॥ দম্পতী সুখসংযুক্তৌ তিষ্ঠতঃ সর্ব্ব-দৈবহি। তয়োর্ব্বানাস্তি জনকঃ স্বসা মাতা সহোদরা। নচাপিবান্ধবাঃ কেচিন্ ন বিদ্যন্তে সুহৃত্তমাঃ॥ ন মিত্রাণিচ তিষ্ঠন্তি ন গোত্রাণি তয়োঃ ক্বচিৎ॥ সদাচারপরৌ তৌতু স্বকর্ম্মনিরতৌ সদা। তিষ্ঠতঃ সত্ত্বসম্পন্নৌ সর্ব্বেষাং প্রিয়কারিণৌ। কদাচিৎ স গৃহংত্যক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসংজ্ঞকঃ॥ চারুমত্যা সমং চক্রে তীর্থযাত্রাং শুভক্ষণে॥

জগ্মতুস্তৌ গৌড়দেশে মিলিতং কাননং মহৎ। ঘোরসত্ত্বসমাকীর্ণং নানাদ্রুম-লতাযুতং॥ ক্রূরদ্রুমসমাকীর্ণং পল্লীগিরিগুহাযুতং। তত্রৈব বিপিনে দেশে নির্জ্জনে হিংস্র-সঙ্কুলে। দ্বিজং ব্যাপাদয়ামাস ব্যাঘ্রশ্চারুমতিং নতু॥ স্বামিনম্ তদ্বিধং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণী শোকসঙ্কুলা। হাহতোঽস্মীতি বিপিনে মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ॥ ততঃ পুনরসৌ স্বায়ং স্বায়ং ব্রাহ্মণবল্লভা। চক্রন্দ বিললাপোচ্চৈঃ পতিমুদ্দিশ্য

তার জলে স্নান মাত্রে কলুষ কলাপ।
দূরে যায়, স্নিগ্ধ হয় মনের সন্তাপ॥
একার্ণবে মগ্ন যবে সমস্ত জগত।
স্থাবর জঙ্গম আদি যত চরাচর।
সেইকালে যাবতীয় ত্রৈলোক্য সংসার।
করিল ভৈরব দেব কল্পান্তে সংহার॥
অনন্তর এইরূপ বিনাশ করিয়া।
অস্থির হ'য়ে অনেক ভ্রমিয়া॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব তীর্থে করিয়া গমন।
বিধৌত করেন অঙ্গ আর নিমগন॥
কিন্তু কোন স্থানে তিনি শান্তি নাহি পান।
অবশেষে মহাক্ষেত্রে বক্রেশ্বর যান।
যাইয়া সেখানে সেই ভৈরব প্রচণ্ড।
নিজ হস্তে খনিলেন ক্ষুদ্র এক কুণ্ড॥
করেন নিক্ষেপ তায় পাপহরা নীর।
নিমজ্জেন তার মধ্যে আপন শরীর॥
তদনন্তর শুন সব মহর্ষি মণ্ডল।
মগ্নমাত্রে নির্ব্বাপন হৈল জ্বালানল॥
তদবধি ঐ কুণ্ড ভৈরবকুণ্ড নামে।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বক্রেশ্বর ধামে॥
চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে যেজন।
শুদ্ধচিত্তে সেই কুণ্ডে করিয়া গমন॥
যত্নেতে তাহার বারি করি উত্তোলন।
সর্ব্বাঙ্গ করেন ধৌত আর শিরে লন॥
তারপরে বিশ্বারাধ্য দেব বক্রেশ্বরে।
প্রেম ভক্তি পূর্ণ চিত্তে সন্দর্শন করে॥
সেজন না যায় কভু যমের সদন।
যদিও পাপিষ্ঠ সেই অতীব দুর্জ্জন॥
তদনন্তর বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল।
অসন্দেহে প্রাপ্ত হয় না হয় নিষ্ফল॥

জীবকুণ্ডের * বিবরণ—

---

* এই কুণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তি

কাননে ॥ তস্য রোদনসংরাবৈঃ দুঃখিতাস্তত্রভূরুহাঃ। প্রাণিনোরুরুদুঃ সর্ব্বে যেচ কেচিদ্বনেচরাঃ। তস্যাঞ্চ ক্রন্দমানায়াং দিবারাত্রং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ জন্তবঃ লেভিরে শর্ম্ম কদাচিন্নচ তত্রবৈ।

তদাচারুমতির্বালা বাণীং শুশ্রাব খেচরীম্। বক্রেশ্বরং যাহিবালে ভর্ত্তৃবুদ্ধিং প্রগৃহ্যচ ॥ যদস্তি কুণ্ডত্রিতয়ে পূর্ব্বে পাপপ্রমোচনে। বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে ভাগে কুণ্ডেমৃতোস্তবম্। নিমজ্জ্য চ তত্রাপি জীবভর্ত্রী ভবিষ্যসি ॥ বহুপুত্রা জীববৎসা সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা। ইত্যাশ্চর্য্যং বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা চাস্থিমালিকাম্ ॥ যযৌ বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রং পুণ্যং সর্ব্বাঘনাশনম্। তদাচারুমতিঃবালা দৈববাণীং বনে শ্রুতা ॥ মজ্জয়ামাস তৎকুণ্ডে ভর্ত্তৃবাহিনী-শোভনা। সতীবালাতীর্থবলাল্লেভে জীবং সচ দ্বিজঃ ॥ সৌন্দর্য্য গুণসম্পন্নঃ কন্দর্প ইব চাপরঃ। উন্মমজ্জ তদাকুণ্ডাৎ ব্রাহ্মণঃ পুণ্যরূপধৃক্। তদাচারুমতির্বালা বিস্ময়োফুল্ললোচনা। ভর্ত্তারং প্রাপ্য সংপূজ্য শিবং সর্ব্বাঘনাশনম্ ॥ প্রত্যাবৃত্য সতীদেবী যযৌস্বভবনং পুনঃ।

ব্রহ্মা বলিলেন শুন শুন মুনিগণ।
জীবকুণ্ড বিবরণ অপূর্ব্ব কথন ॥
শুনিলে সে সব কথা পাপ নাশ হয়।
শরীর পবিত্র হয়, পুণ্যের উদয় ॥
পুরাকালে সর্ব্বনামে জনেক ব্রাহ্মণ।
বসতি করিত তত্র যাবৎ জীবন ॥
স্বাধ্যায় সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণতনয়।
সুশীল সুবোধ আর সর্ব্বজ্ঞানালয় ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তপ জপে রত।
দেব দ্বিজগণে পূজা করিত নিয়ত ॥

আছে যে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক ধীবর রাজনগরস্থ কোন মুসলমান রাজকর্ত্তৃক প্রত্যহ জীবিত মৎস্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় সেই ধীবর অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও অর্চ্চনা করতঃ, কতকগুলি মৃত মৎস্য এই কুণ্ডের জলে ধৌত করায়, মৎস্যগুলি সজীব ও টাট্কা হইয়া উঠিল। ধীবর তাহাতে পরম কুতূহল হইয়া রাজার আদেশ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল এবং প্রত্যহ ঐরূপ মৃত মৎস্য এই কুণ্ড মধ্যে নিমগ্ন করিয়া সজীব অবস্থাতেই রাজাকে প্রদান করিতে লাগিল। রাজা ধীবরের এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইয়া সে কোথা হইতে এই সকল জীবিত মৎস্য প্রতি দিন সংগ্রহ করে, জিজ্ঞাসা করায় ধীবর তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। রাজা তাহাতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একটী মৃত পক্ষীকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করায় এবং নিজে তদ্বারি স্পর্শ করায়, ম্লেচ্ছ স্পর্শে এই কুণ্ডের এই সঞ্জীবনী-শক্তি লোপ পায়।

কথিত আছে যে সময়ে এইরূপ ঘটনা হয়, তৎকালে আকাশ-বাণী দ্বারা লোকে শ্রুত হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি এই বারি স্পর্শে মৃতসঞ্জীবনী ফল লাভ হইবেক না, কিন্তু মৃতবৎসাদি দোষযুক্তা রমণীগণ এখানে আসিয়া পবিত্র ও ভক্তি চিত্তে এই কুণ্ডে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করিবে।

মুনয়ঃ উচু—

জীবকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং পুনরাহ মহামতে। কেনানীতঃকুতোজাতঃ কথমদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

যদাচাঙ্গিরসো ভার্য্যাং তারাং জগ্রাহ চন্দ্রমাঃ। তদাযুদ্ধমভূৎ তত্র সংগ্রামে তারকাময়ে॥ গুরোঃ সাহায্যমগমৎ ভগবান্ শশিশেখরঃ। সহিদেবঃ পিতুস্তস্য শিষ্যোঽপ্যাসীদ্রথান্তরে॥ যোধয়ামাস ভগবান্ বিধূন্ ভূতগণৈঃ সহঃ। ততো ক্রুদ্ধোপি ভগবান্ শূলং ক্ষিপ্তো নিশাপতৌ॥ শূলেনাপি চ বিদ্ধাঙ্গঃ তমেব শরণং যযৌ॥

যাগযজ্ঞ করিতেন অতিথি সেবন।
আর আর ধর্ম্মকর্ম্ম ক্ষমতা যেমন॥
চারুমতী নাম্নী এক সুশীলা সুন্দরী।
নবীনা যুবতীবালা ছিল তার নারী॥
সতত ছিলেন তিনি স্বামী-সেবা-রতা।
ব্রাহ্মণ অতিথি ভক্তা আর পতিব্রতা॥
অনুপমা রূপা চিরলাবণ্য-সম্পন্না।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণযুতা নারীকুল ধন্যা॥
শচি-শচিপতি যথা লক্ষ্মী নারায়ণে।
তদ্রূপ দাম্পত্য প্রেম ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে॥
এইরূপে ছিল সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
উভয়ের নাহি ছিল জনক জননী॥
সহোদর সহোদরা বন্ধু কি বান্ধব।
কিম্বা মিত্র কিম্বা কোন নিজ গোত্রোদ্ভব॥
সদা সদাচার পর স্বকর্ম্ম নিরত।
স্বচ্ছন্দ অবস্থাপন্ন পরহিতে রত॥
এইরূপে দুইজনে তথা বাস করে।
নিত্য নিত্য সুখালাপে প্রফুল্ল অন্তরে॥
অনন্তরে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
তীর্থযাত্রা করিলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
হরি হরি ধ্বনি করি চলিতে লাগিল।
বহু জনপদ ক্রমে পশ্চাতে ফেলিল॥
ক্রমে তারা গৌড় দেশে যখন আসিল।
নিবিড় বিপিনে এক প্রবেশ করিল।
অতি ঘোরতর বন অন্ধকারময়।
চারিদিকে ভ্রমে তথা হিংস্র পশু চয়॥
নানা জাতি বৃক্ষ শোভে লতিকা বেষ্টিত।
বহুতর ক্রূরদ্রুম দেখিতে অদ্ভুত॥
নানা গিরি গুহা তথা পর্ব্বত কন্দর।
মাঝে মাঝে খর স্রোতা বহে নিরন্তর॥
দেখিয়া সে মহাটবি ভয় উপজিল।
ভয়াকুল চিত্তে দোঁহে চলিতে লাগিল॥
হেন কালে শুন এক অপূর্ব্ব ঘটন।
ব্যাঘ্রে ধরি দ্বিজবরে করিল ভক্ষণ॥
দেখিয়া স্বামীর মৃত্যু চারুমতী নারী।
হায় হত বিধি বলি কান্দে ভূমে পড়ি॥
কান্দিতে কান্দিতে বালা মূর্চ্ছাগতা হন।
কিছুক্ষণ সংজ্ঞা-শূন্যে ধরাসনে রণ॥
পুনরায় সংজ্ঞা লাভে কান্দেন বিস্তর।
শোকেতে অন্তর তাঁর হৈল জর জর॥
থাকি থাকি বিনাইয়া কান্দে পতিব্রতা।
শুনি মহীরুহ লতা হইল দুঃখিতা।
আর আর যত সব বনচরগণ।
তাহার ক্রন্দন শুনি করিল ক্রন্দন॥

শিব উবাচ—

যাহি বক্রেশ্বরং তীর্থং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্। নচেদন্যেন হস্মিষাং গুরুভার্য্যাপহারিণম্॥ উতস্তীর্থবরং প্রাপ্তশ্চন্দ্রস্তারাপহারকঃ। দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্॥ মহাপাপাৎ প্রমুচ্যেত প্রাপ্য কুণ্ডমনুত্তমম্। অমৃতং তত্র নিক্ষিপ্য প্রণম্য শশিশেখরম্। যযৌ স ভগবাংশ্চন্দ্রস্ত্রিদিবং স্থানমুত্তমম্। জীবনাখ্যং ততঃ কুণ্ডমমৃতাখ্যং তথাপরম্। তারাপি সুষুবে পুত্রং সুন্দরং বুধসংজ্ঞকম্॥ নিষ্পাপো ভগবাংশ্চন্দ্রো গুরুভার্য্যাপ্রমর্দ্দকঃ।

পাতকৈঃ পরিলিপ্তাশ্চ যেচৈব বালঘাতকাঃ। অপমৃত্যুগতা যে চ মৃতবৎসাস্তু যাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ সর্ব্বপাপৈঃ বিনির্ম্মুক্তাস্তু স্নাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। তস্যৈব জীবকুণ্ডস্য তজ্জলং পরমামৃতং। মাসেমাসে সিতেপক্ষে যাষ্টমীস্যাদ্মহর্ষয়ঃ। তস্মিন্ তীর্থে তদুদকমুদ্ধৃত্য ভীষ্মবর্ম্মণে। তর্পয়েৎ পরমভক্ত্যা জলাঞ্জলিত্রয়েণ হি। বৈয়াঘ্র পদ্যগোত্রায় সংকৃতিপ্রবরায়চ। অপুত্রায় জলং দদ্যাৎ নমোঽস্তু ভীষ্মবর্ম্মণে। মন্ত্রেণানেন যে বিপ্রাঃ তর্পয়ন্তি সমাহিতাঃ। শতবর্ষকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ নশ্যন্তি ধ্রুবম্। জীবনাখ্যে কুণ্ডবরে কুশাগ্রৈরপি সেচনম্। কুর্য্যাৎসংযতচিত্তাত্মা নবমালের-মাশ্রয়েৎ।

এইরূপে চারুমতী কান্দে দিবানিশি।
শুনিয়া না শান্তি লভে কোন বনবাসী॥
মুহূর্ত্তেক তরে কেহ সুস্থ না হইল।
তাহার শোকেতে সবে শোকার্ত্ত হইল।
তদন্তরে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
দৈববাণী চারুবালা করিল শ্রবণ॥
"যাও বৎস! স্বামী-অস্থি লইয়া সত্বর।
তীর্থোত্তম মহাতীর্থ ক্ষেত্র বক্রেশ্বর॥
সেই স্থানে আছে বাছা জলকুণ্ড ত্রয়।
সেই জলে সর্ব্ব পাপ প্রমোচন হয়॥
মন্দিরের পশ্চিমাস্তে কুণ্ড যে অমৃত।
তথা নিমজ্জিবে অস্থি হয়ে শুদ্ধচিত॥
তাহাতে তোমার স্বামী জীবিত হইবে।
বহু পুত্র হবে তব সম্পদ বাড়িবে॥"
অকস্মাৎ শুনিয়া এরূপ দৈববাণী।
অস্থি লইলেন চারু অপরূপ মানি॥

তদন্তরে সর্ব্বাঘনাশন বক্রেশ্বরে।
গেলেন সে পতিব্রতা অত্যন্ত সত্বরে॥
দৈববাণী মতে তথা অস্থি নিক্ষেপিল।
ক্ষণমাত্রে পতি তার জীবিত হইল॥
সাক্ষাৎ কন্দর্প তুল্য রূপ-গুণ-যুত।
পূর্ব্ব দেহে উঠিলেন কহিতে অদ্ভুত॥
তাহা দেখি চারুমতি বিস্মিতা হইল।
পতি সহ শিব কাছে সত্বরে আসিল॥
পূজিলেন সেই দেব সর্ব্বাস্ত নাশন।
তদন্তরে গৃহে গেল লইয়া ব্রাহ্মণ॥
শুন শুন মুনিগণ শুন সর্ব্ব জন।
বর্ণিব এরূপ আমি স্বরূপ কথন॥
অঙ্গীরা নামেতে মুনি ছিল পুরাকালে।
তার পুত্র বৃহস্পতি শুনেছ সকলে॥
বৃহস্পতি ভার্য্যা তারা বিদিতা সংসারে।
চন্দ্রিমা যাহাকে লয়ে রতিক্রিয়া করে॥

পাবকাখ্যং বরং কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শৃণুধ্বং তস্য মাহাত্ম্যং সমস্ত-ভুবি দুর্লভম্। পুরাকৃত-যুগে বিপ্রাঃ পাদ্মে কল্পে গতে শুভে। নৃসিংহাখ্যে সমুৎপন্নে হিরণ্যকশিপুনৃপঃ। ব্রহ্মণো বরমাসাদ্য মদোন্মত্তঃ বভূব হ। ন গণয়েদ্দিবারাত্রৌ ন দেবাসুরমানুষান্। মহারাজর্ষিরাজোঽসৌ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-দর্পিতঃ। মহেন্দ্রস্যৈব পদবীং জগৃহে দৈত্যপুঙ্গবঃ। কুবেরস্য নিধীন্ সর্ব্বান্ জগৃহে চ পদং তথা। জলাধিপাৎ কামধেনুং স্বাহাভার্য্যাঞ্চ পাবকাৎ। নাগানাং নাধিকারোঽস্তি নৃপাণাঞ্চ মহাতলে। নৃপাঃসর্ব্বে সমায়াস্তি দ্বারং তস্য সহস্রশঃ। চত্বারিংশৎ সহস্রাণি তস্য দিব্যাঙ্গনা গৃহে।

সেই হেতু বৃহস্পতি আর নিশাকর।
এক স্থানে মিলিলেন করিতে সমর॥
গুরুপুত্র সাহায্যার্থে শশাঙ্ক-শেখর।
রথে চড়ি আসিলেন করিতে সমর॥
ভূতনাথ বেষ্টিত হইয়া ভূতগণে।
উপনীত হইলেন সমর প্রাঙ্গনে॥
চন্দ্রিমা তাদের সহ যুদ্ধ আরম্ভিল।
ক্রোধে মহাদেব চন্দ্রে শূল নিক্ষেপিল॥
শূলে বিদ্ধ হয়ে চন্দ্র অস্থির হইল।
আসিয়া শিবের পদে স্মরণ লইল॥
শিব বলিলেন—যাও তীর্থ বক্রেশ্বর।
সর্ব্ব পাপ হর ক্ষেত্র পরম সুন্দর॥
নতুবা তোমারে আমি অস্ত্রেতে হানিব।
গুরু ভার্য্যা চৌর্য্য দোষ প্রতিফল দিব॥
আজ্ঞা মাত্রে নিশাপতি গেলেন সত্বর।
সর্ব্ব-পাপ-তাপ-হর তীর্থ বক্রেশ্বর॥
সেই স্থানে গিয়া তবে দেব নিশাকর।
করিল তপস্যা দশ সহস্র বৎসর॥
অবশেষে কুণ্ড এক দেখিতে পাইল।
অমৃত নিক্ষেপি তাহা পূরণ করিল॥
তদন্তরে ভক্তি চিত্তে শঙ্করে বন্দিয়া।
ত্রিদিবে গেলেন চন্দ্র ইষ্ট-সিদ্ধ হৈয়া॥
পূর্ব্বে সেই কুণ্ড ছিল জীবাখ্যায় খ্যাত।
অদ্যাবধি অমৃতাখ্যা হইল কথিত॥

গুরু ভার্য্যা-প্রমর্দ্দক দেব নিশাকর।
তদবধি হইল নিষ্পাপ কলেবর॥
তারা দেবী প্রসবিল অপত্য সুন্দর।
বুধ নামে খ্যাত হন সেই পুত্রবর॥
অমৃত কুণ্ডের এই বিশদ ব্যাখ্যান।
ভক্তি চিতে শুনে যেই হয় আয়ুষ্মান্॥
ভ্রূণ হত্যা পাপ আর অপমৃত্যু গত।
মৃতবৎসা দোষ আদি পাপ শত শত॥
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী বাসরে।
এই কুণ্ডে স্নানে সব পাপ মুক্ত করে॥
যেই জন এই জলে বিহিত বিধানে।
ভীষ্মের তর্পণ করে নিরমল মনে—
তিন বার জল দেয় অঞ্জলি করিয়া।
নিম্নোক্ত মন্ত্র বাক্য মুখে উচ্চারিয়া॥
"বৈয়াঘ্র পদ্যগোত্রায় সংকৃতি প্রবরায়চ।
অপুত্রায় জলং দদ্যাৎ নমোঽস্তু ভীষ্ম বর্ম্মণে॥
শত জন্ম কৃত তার পাপ নাশ হয়
অতি ধ্রুব বেদবাক্য নাহিক সংশয়।
অপরন্তু জীবকুণ্ডে গিয়া যেই জন
আত্মার সংযমে করে সলিল সেবন;
কুশাগ্রেও যেই জন সিঞ্চে সেই বারি,
কখন না যাবে সেই শমনের পুরী॥
আজন্ম অর্জ্জিত তার কলুষের ভার।
অগ্নি-দাহে তৃণ সম হবে ছারখার॥

দ্বিযোজনপ্রমাণং বৈ দৈত্যেশস্য সভাগৃহম্। সুবর্ণরচিতা ভূমিঃ বেশ্মনঃ তস্য সর্ব্বতঃ। রত্নবৈদূর্য্যরচিতং প্রাচীরং তস্য নির্ম্মাণং। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃসর্ব্বে দ্বারে তিষ্ঠন্তি তস্যৈবৈ। গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাঃ যক্ষাঃ সিদ্ধা গায়ন্তি তত্রৈবৈ। প্রম্লোচাদ্য শ্চাপ্সরসো লয়মানেন কেবলং। নৃত্যন্তি পুরতস্তস্য নাট্যশাস্ত্রবিশারদাঃ। মহাভ্রপরিমাণোঽসৌ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ। অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্য ভূষিতঃ সর্ব্বপূজিতঃ। সততং দ্বেষ্টি লক্ষ্মীশং মহেশার্চ্চনতৎপরঃ। শ্রীবিষ্ণুরেব যন্মান্যঃ স চাস্য পতিরীশ্বরঃ। যত্রৈব বৈষ্ণবঃ লোকে তমেবাপাতয়ত্তথা। ত্রৈলোক্যে নচ বিষ্ণোর্হি বিদ্যতে প্রীতিকৃৎ কচিৎ। তস্যাত্মজো মহাজ্ঞানী প্রহ্লাদো বৈষ্ণবোত্তমঃ। বভূব কুপিতো রাজা প্রহ্লাদং বিষ্ণুসেবকং। মুঞ্চ পুত্র হরের্নাম ঘোষণং মম বৈরিণং।

বক্রেশ আখ্যান এই সুধা হৈতে সুধা।
এক মনে পান কর দূরে যাবে ক্ষুধা॥
কখন না হবে আর পাপের সঞ্চার।
দ্বিজ শ্রীরতন কহে রচিয়া পয়ার॥
নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী-কুমার এ দাস।
বীরভূম অন্তঃপাতী কড়িধার বাস॥

পাবক কুণ্ড বিবরণ—

পাবকাখ্যা উপাখ্যান শুন মুনিগণ।
সর্ব্ব তীর্থ সার ইহা পাপ প্রমোচন॥
পুরাকৃত যুগে শুভ পাদ্য কল্প শেষে।
নর-সিংহ অবতার শুনেছ বিশেষে॥
সেই কালে হিরণ্যকশিপু নামে নৃপ।
ব্রহ্মা হৈতে বর পান করি মহত্তপ॥
এইরূপে বর লভি মদোন্মত্ত হয়।
কিবা দিবা কিবা রাত্রি জানে নাহি রয়॥
দেবাসুর নাগ কিম্বা মানব প্রধান।
সকলের প্রতি তার অন্দ্বে হেয় জ্ঞান॥
রাজরাজেশ্বর তুল্য, ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
ঐশ্বর্য্যে দর্পিত হয়ে, রাখে করতলে॥
মহেন্দ্র সদৃশ পদ গ্রহণ করিল।
কুবেরের রাজধন সকল হরিল॥
হরিল অগ্নির ভার্য্যা স্বাহা নাম্নী নারী।
কামধেনু হরিলেক হয়ে বরুণারি॥
মহীতলে কোন রাজার ক্ষমতা না ছিল।
সকলের রাজ্য ধন হরণ করিল॥
সকলেই পরাজয় স্বীকার করিল।
আসিয়া তাহার দ্বারে দ্বারস্থ হইল॥
চত্বারিংশ সহস্রেক দিব্যাঙ্গনাগণে।
হরিয়া আনিল দৈত্য আপন ভবনে॥
আহা কি সুন্দর শোভে সভাগৃহ তার।
দ্বিযোজন পরিমাণ তাহার বিস্তার॥
সুবর্ণ রচিত হর্ম্ম্য বেশ্মনে বেষ্টিত।
চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ মাণিক্য খচিত॥
বৈদূর্য্যাদি মণি শোভে তাহার প্রাচীরে
ব্রহ্মা আদি দেবগণ রহে তার দ্বারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধচারগণ।
গীত বাদ্য তার দ্বারে করে সর্ব্বক্ষণ॥
লয়মানে সুনিপুণা বিশাল নয়না।
নৃত্যপরা প্রম্লোচাদি সুন্দরী-ললনা॥
নিয়ত আসিয়া সেই দৈত্যের দুয়ারে।
পরিতুষ্ট করে তারে অশেষ প্রকারে॥
কেহ কেহ গীত ধরে অতি সুললিত।
হাব ভাবে কেহ কেহ নাচে অবিরত॥

পঠস্ব রাজনীতিং ত্বং পূজয়স্ব মহেশ্বরং। কুরুষ শত্রুবিদ্বেষমালাপং জহি শত্রুষু। প্রহ্লাদ স্তস্য বচন মবজ্ঞায় হরিপ্রিয়ঃ। হরিমেকং স্মরত্যেব নান্যং জানাতি কঞ্চন। ততোক্রুদ্ধস্তি তং পুত্রং দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বনাশকঃ। সচ দুঃখং মুহুঃ প্রাপ্য ন জহাতি হরিং যদা। তদা নারায়ণো দেবো ত্রৈলোক্যত্রাণতৎপরঃ। নৃসিংহরূপমাস্থায় জ্বালামালাসমাবৃতঃ। মহাতেজাঃ মহোরস্কঃ কোটিসূর্য্যসমদ্যুতিঃ। তদা প্রদোষসময়ে ভক্তত্রাণপরায়ণঃ। প্রহ্লাদ-ভক্তিং সংগৃহ্ন্ জীবয়ন্ সচরাচরম্। বিচকর্ত্ত নখৈর্গাত্রং হিরণ্যকশিপোর্ব্বরং। তস্মিন্ বিদার্য্যমানেতু বজ্রাঙ্গে দৈত্যপুঙ্গবে।

কোন কোন কমলাক্ষী অক্ষি ঘুরাইয়া।
নৃত্য করি দৈত্য মন লইছে কাড়িয়া॥
শরীর তাহার ছিল ভূধর সদৃশ।
লোক মাত্রে ভীত হ'ত দেখিয়া ঈদৃশ॥
অনিমাদি গুণৈশ্বর্য্যে ছিল বিভূষিত।
নারায়ণ প্রতি দ্বেষ সর্ব্বদা করিত॥
শিবার্চ্চনাপর ছিল বৈষ্ণবে বিদ্বেষ।
পড়িলে বৈষ্ণব চক্ষে হ'ত তার শেষ।
প্রহ্লাদ তাহার পুত্র বৈষ্ণব-ভূষণ।
মহাজ্ঞানী বিষ্ণু সেবা কেবল চিন্তন॥
দেখিয়া আপন পুত্র বিষ্ণু পরায়ণ।
কুপিত হইয়া পুত্রে বলিল বচন॥
শুন শুন বাপ ধন প্রহ্লাদ সুজন।
মম শত্রু হরিনাম করহ বর্জ্জন।
রাজনীতি শিক্ষা কর পূজ মহেশ্বর।
মম শত্রু হরিনাম কদাচ না কর॥
সদা দ্বেষ কর তারে সবিশেষ ঘৃণা।
কখন তাহার নাম বদনে ব'লোনা॥
প্রহ্লাদ অবজ্ঞা করি পিতার বচন।
একচিত্তে শ্রীহরিকে করিল স্মরণ॥
তাহাতে জিঘাংসুপর হ'য়ে দৈত্যেশ্বর।
নানা কষ্ট দিল পুত্রে, শুন মণিবর॥
পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহে প্রহ্লাদ সুমতি।
তথাপি না ছেড়ে ভুলে হরিনাম প্রীতি॥

পরে হরি নারায়ণ ত্রৈলোক্যতারণ।
নরসিংহ রূপ হন্ ভক্তের কারণ॥
জ্বালামালা সমাবৃত ভয়াল আকৃতি।
মহাতেজা মহোরস্ক কোটি সূর্য্যদ্যুতি॥
ভক্তত্রাণ পরায়ণ হরি দয়াময়।
আসিলেন ভক্ত কাছে প্রদোষ সময়॥
জগৎ তারণ হরি ভক্তের নিমিত্ত।
ক্ষণমাত্রে বধিলেন সেই দুষ্ট দৈত্য॥
নখাঘাতে করি তার হৃদি বিদারণ।
প্রহ্লাদে সান্ত্বনা দেন দেব নারায়ণ॥
বজ্রাঙ্গ বিশিষ্ট দৈত্য বিনাশ হইল।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক কৈল আচরণ।
নিজ নিজ রাজদণ্ড করিল গ্রহণ॥
মহীতলে নৃপগণ উল্লাস অন্তরে।
যথা সুখে প্রজাগণে সুপালন করে।
জটাল আনন্দে কহে শুন সাধুজন।
হরিদ্বেষী এইরূপে হইবে নিধন॥
তদন্তরে যাহা হয় শুন ঋষিগণ।
ক্রমে ক্রমে বলিতেছি সর্ব্ব বিবরণ॥
বজ্র অঙ্গ কশিপুকে করিয়া নিধন।
দেহজ্বালা পাইলেন প্রভু জনার্দ্দন॥
ভ্রমিলেন ত্রিভুবন নিবারিতে জ্বালা।
নিবারিত না হইল অস্থির হইলা॥

দেহজ্বালাবিনাশায় ভদালক্ষ্মীপতিঃপ্রভুঃ। এমন্ ত্রৈলোক্যমেবাসৌ প্রাপ বক্রেশ্বরান্তিকং। তত্র বক্রেশমারাধ্য বক্রেশাদেশতো হরিঃ। তৃতীয়ে কুণ্ডকে তস্মিন্ স্নানাং তত্যাপ্ত মজ্জিতঃ। তেজঃ স ত্যক্তা দেবেশ পরিতোষ্য মহেশ্বরং। জগাম ক্ষীরপয়োধিং শয়নায় সুরেশ্বরঃ। তস্য যদ্ব্যাপিতং তেজঃ তদূর্দ্ধচ্যাংবটে স্থিতং। তৎক্ষেত্রং পুণ্যদং নৃণাং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কং। অদ্যাপিচ নদীতপ্তা তত্রাস্তে মুনিসত্তমাঃ। স্নানং দানং জপ স্তত্র আনন্দারোপ কল্পতে। ততোঽগ্নিকুণ্ড মেতদ্ধি জ্বালাকুণ্ডম্ ইতিশ্রুতম্।

তস্যাঃ সন্দর্শনাদেব বিলয়ং যাতি পাতকং। বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্রশ্রাদ্ধং প্রকুর্বীত তৃপ্তির্দ্দশবার্ষিকী। জ্বালাকুণ্ডাৎ সমুদ্ধৃত্য জলং গাত্রে বিসেচয়ন্। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। বহ্নিঃ সাক্ষাচ্চ তত্রৈব দহতে পাপ সঞ্চয়ম্। পুষ্পাক্ষতঞ্চ দূর্ব্বাঞ্চ ন দহত্যেব পাবকঃ।

ইতি শ্রীবক্রেশ্বরপুরাণে ত্রিকুণ্ডমহোত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অবশেষে বক্রেশ্বরে হয়ে উপনীত।
তৃতীয় কুণ্ডেতে তথা হন নিমজ্জিত॥
নিবৃত্ত হইল জ্বালা সেই কুণ্ডজলে।
ত্যজিলেন নিজ তেজ শ্রীহরি সেস্থলে॥
অনন্তর নারায়ণ পূজি মহেশ্বরে।
শয়ন নিমিত্ত যান্ ক্ষীরোদ সাগরে॥
তাঁহার নিক্ষিপ্ত তেজ হয়ে বিস্তারিত।
কুণ্ডোত্তরে বটবৃক্ষে হইল নিহিত॥
সেইহেতু এই কুণ্ড পুণ্যের আকর।
ভক্তিমুক্তি প্রদায়ক শুন মুনীশ্বর॥
এখন তথায় এক উষ্ণতোয়া নদী।
নিরন্তর বাহিতেছে সেকাল অবধি॥
সংকল্প করিয়া হেথা যেবা করে স্নান।
যপ তপ করে আর যথাসাধ্য দান॥
তাহার সংকল্প পূর্ণ অবাধে হইবে।
অভীপ্সিত ফললাভ অচিরে করিবে।
তদবধি এই কুণ্ড জ্বালাকুণ্ড নামে।
সুবিশ্রুত সর্ব্বলোকে বক্রেশ্বর ধামে॥
সে কুণ্ড দর্শনে হয় পুণ্যের সঞ্চয়।
ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মে যায় কলুষ নিচয়॥
বৈশাখের মাসে প্রাপ্তে তিথি পৌর্ণমাসী।
সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নর যদি আসি॥
এইকুণ্ডে পিতৃলোকে পিণ্ডদান করে।
পিতৃগণ তুষ্ট থাকে বর্ষ বর্ষান্তরে॥
এই জ্বালাকুণ্ড জল ল'য়ে যেই জন।
ভক্তিভাবে নিজ গাত্রে করে বিসেচন॥
সর্ব্বপাপে মুক্তিলাভ করে সে সুমতি।
অন্তঃকালে বিষ্ণুলোকে হয় তার গতি॥
এই কুণ্ড স্থিত বহ্নি নিজরূপ ধরি।
সর্ব্বপাপ দগ্ধ করে তৃণ হেন করি॥
কিন্তু বিচিত্রতা এক শুন তপোধন।
দুর্ব্বাপুষ্পক্ষত কভু না হবে দহন॥
তৃতীয় অধ্যায় অত্র হইল সমাপ্ত।
ত্রিকুণ্ড মাহাত্ম্যাবলী করি পরিব্যাপ্ত॥
হরি হরি বল সবে ছেদপূর্ণ করি।
হরিনাম একমাত্র ভবার্ণবে তরী॥
লইয়া মানব জন্ম যেই জ্ঞানবান।
হরিনামামৃত শুধু সদা করে পান॥
ইহজন্মে সেই মর্ত্ত্যে সুখেতে কাটায়।
পরকালে নিশ্চয় সে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
লওরে আমার মন লও হরিনাম।
ভক্তিভাবে ভাব মন তাঁরে অবিরাম॥
জটালবিহারী কহে ওরে দুষ্টমন।
ভজ সেই নারায়ণে সদা সর্ব্বক্ষণ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মকুণ্ডোপাখ্যানম্।

ব্রহ্মোবাচ—

অপরং ব্রহ্মকুণ্ডঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥ তত্র স্নাত্বা কুশৈর্ম্মর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। পুরা দুহিতরং ব্রহ্মা বিরংসুঃ কামমোহিতঃ। রুদ্রেণ পরিবিদ্ধোঽসৌ নিগৃহ্যাঙ্গবংধনুঃ। তস্য পাপপ্রক্ষয়ার্থং বক্রেশ্বরেঽগমদ্বিভুঃ। নির্ম্মায় পাবনং কুণ্ডমগ্নিং প্রজ্বাল্য সর্পিষা। জুহাব ত্র্যম্বকং মন্ত্রং বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিং। ততস্তুষ্টোহি ভগবান্ বরং প্রাদাচ্চ ব্রহ্মণে। ব্যভিচারকৃতং পাপং কায়িকং বাচিকঞ্চ যৎ। অত্র সর্ব্বংক্ষয়ং যাতু তবৈচ তপসোবলাৎ। প্রস্থাপ্য কুণ্ডং তত্রৈব ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ। ব্রহ্মলোকং জগামাসৌ নমস্কৃত্য সুরেশ্বরং। ব্যভিচারকৃতোৎ দোষো ব্রহ্মকুণ্ডে বিনশ্যতি।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অপর এক কুণ্ড তথা আছে বিদ্যমান।
ব্রহ্মকুণ্ড বলি তার লোকেতে আখ্যান॥
এই কুণ্ডে আগমন করিয়া যে জন।
কুণ্ডের পবিত্র নীরে করে আচমন।
কুশ অগ্রস্থিত মাত্র অল্প পরিমাণ॥
তুলিয়া তাহার জল তাহে করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় নিশ্চয় সে জন॥
ইহাতে অন্যথা নাহি বেদের বচন।
শুন শুন ঋষিগণ হয়ে এক চিত।
যেরূপে এ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড আখ্যায়িত॥
তাহার বৃত্তান্ত আমি বলিব এখন।
শুনহে মহর্ষিগণ আর অন্যজন॥
পুরাকালে একদিন দেব প্রজাপতি।
মন্মথ-পীড়িত নেত্রে চান্ কন্যাপ্রতি॥
তাহাতে হইয়া ক্রুদ্ধ দেবেশ শঙ্কর।
বাণে বিদ্ধ করিলেন তাঁর কলেবর॥
সেই পাপক্ষয় হেতু কমল-আসন।
অচিরে বক্রেশ-ক্ষেত্রে করেন গমন॥
নির্ম্মাইয়া এই কুণ্ড জ্বালি হুতাশন।
ঘৃত ঢালি ত্র্যম্বক মন্ত্র করিল পঠন॥
এইরূপে বিংশ বর্ষ রহিলে ব্যাপৃত।
দেখি শিব তাঁর প্রতি হইলেন প্রীত॥
বলিলেন শুন ওহে দেব পদ্মাসন।
তোমার সকল পাপ হউক্ মোচন॥
কায়িক বাচিক আর ব্যভিচার কৃত।
তব এই তপোবলে হ'ক তিরোহিত॥
আর তপোবলে তব এই কুণ্ডজল।
পানে জীব লভিবেক অমৃতের ফল॥
স্থাপিয়া সে কুণ্ড তথা লোক পিতামহ।
নমস্কার করি শিবে পরাভক্তি সহ॥
গেলেন আপন লোকে নিষ্পাপ শরীরে।
ব্যভিচার-কৃত পাপ সেই কুণ্ডে হরে।
বক্রেশ্বর তীর্থ কথা পুণ্যদ আখ্যান।
জটাল চক্রবর্ত্তী কহে শুনে পুণ্যবান॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্বেতগঙ্গোপাখ্যানম্।

শ্রীশ্রীব্রহ্মোবাচ—

আলয়স্যান্তিকে বিপ্রা মহেশস্য বিদূরতঃ। শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রমো চন বক্রেশস্যাভিষেকার্থং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা। গঙ্গাসমীপমাপন্না যতোঽমুঃ হরবল্লভাঃ। আহূতপ্রলয়ং যাবৎ ন মুঞ্চতি মহেশ্বরং। যত্রাপি শিবসান্নিধ্যং তত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা। শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সত্যসন্ধো মহোদারঃ সত্যবাক্ দানতৎপরঃ॥ রাজা কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ মঙ্গলকোটকং নাম পুরং তস্য প্রতিষ্ঠিতং। নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুক্তোঽসৌ শ্বেতপার্থিবঃ। আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকং। পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ। তমেবাসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ।

শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
পুরাণ ঘটিত কথা অতি পুরাতন॥
মন্দির অনতিদূরে যেই কুণ্ডস্থিত।
শ্বেতগঙ্গা নামে উহা জগতে বিদিত॥
পবিত্র সলিল তার সর্ব্বপাপ নাশে।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা বলি লোকে ভাষে॥
মহাদেবে অভিষেক করণ নিমিত্ত।
গঙ্গাই এখানে আসি হন্ অধিষ্ঠিত॥
পতিগতা, পতিপ্রাণা পতি প্রিয়তমা।
কুণ্ডাকারে পতিপার্শ্বে রহে মনোরমা॥
কখন না হন্ পতি সঙ্গ বিবর্জ্জিতা।
কল্পান্তেও নাহি হন্ এস্থান বিচ্যুতা॥
সত্যযুগে নৃপ এক অতি পুণ্যবান্।
শ্বেতনামে খ্যাত তিনি হন সর্ব্বস্থান॥
অতিশয় দানশীল ছিল সেই রাজা।
করিতেন বিধিমতে মহাদেব পূজা॥
মঙ্গল* কোটকে তাঁর ছিল রাজধানী।
তথা হ'তে প্রতিদিন সেই নৃপমণি॥
বক্রেশ্বরে আসিতেন প্রভাত সময়ে।
শিবপূজা করিতেন প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
পুনরপি সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত।
হইতেন সেই রাজা, শুন তপঃব্রত॥
এইরূপে নিত্য সে ই নৃপতি-ভূষণ।
রাজধানী হইতে আসি করিত অর্চ্চন॥
রাজধানী বক্রেশ্বরে বিংশ ক্রোশান্তর।
তথাপিও আসিতেন সেই নৃপবর॥
দেখিয়া তাঁহার পূজা অনাদি ঈশ্বর।
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁরে দিলেন সুবর॥

---

* এখন এই মঙ্গলকোটক গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত।



শ্বেতগঙ্গা ।



পাপহরা ।

Lakshmibilâs Press.

বরঃ—

শত্রুঞ্জয়ী দুরাধর্ষো ব্রহ্মণ্যো ভব সর্ব্বদা। দেব-দ্বিজ-প্রিয়ং কৃত্বা ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্টকম্। অন্তে বিপুলাকীর্ত্তির্রায়ুষ্মান্ বলবান্ ভব। সর্বৈশ্বর্য্য-সমাযুক্তং ভবনং তেঽস্তু সর্ব্বদা। ইতি বক্রেশ-বচনং শ্রুত্বা শ্বেতনরাধীপঃ। তুষ্টাবো প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা।

রাজোবাচ—(স্তবঃ)

জয় দেব মহেশান জয় সর্ব্বাঘনাশন। গুণাতীত ভবাতীত নমস্তে পরমেশ্বর। জয়ত্বস্ত জগন্নাথ জগদ্ধাম পর স্ত্রাতা। নমস্তে বিবুধাবাস সংসারার্ণব-তারক। কারণাতীতমব্যক্তং নির্গুণং পরং শুভং। স্তৌমি শম্ভুং জগদ্বীজং পরমাত্মনি সংস্থিতং। কূটস্থং নিশ্চলং শান্তং জগদাধার জীবনং। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বগং দেবং সর্ব্বেশ্বরমনাময়ম্। বিভুং শ্রিয়ং বৈষ্ণবঞ্চ কুন্দেন্দু-সদৃশ-প্রভং। মহাকায়ং মহোরস্কং নমামি জগদীশ্বরং।

বর—

শত্রুজয়ী হও নৃপ ব্রহ্মে হোক্ মতি।
দেবদ্বিজ প্রিয়কার্য্য কর নরপতি॥
দুরধর্ষ হও তুমি হও কীর্ত্তিমান্।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর হ'য়ে আয়ুষ্মান্॥
হউক প্রভূত বল ওহে নৃপমণি।
সর্বৈশ্বর্য্যশালী হয়ে শাসহ ধরণী॥
শুনি নরাধীপ সেই আশীষ বচন।
তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বরে করেন স্তবন॥

স্তব—

জয় জয় মহেশ্বর সর্ব্বাঘ নাশন।
গুণাতীত ভবাতীত পতিত পাবন॥
জয় জয় জগন্নাথ জগদ্ধাম সার।
প্রণাম তোমায় প্রভু অসংখ্য আমার॥
তুমি হে কারণাতীত শুভদ পরম।
নমঃ হে বিবুধ-বাস রক্ষ এ অধম॥
অব্যক্ত নির্গুণ শম্ভু জগতের বীজ।
পরম আত্মনি স্থিত যোগাশ্রিত দ্বিজ॥
কূটস্থ, নিশ্চল, শান্ত জগত জীবন।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ, তুমি সংসার পূজন॥
সর্ব্বেশ্বর অনাময় পরম বৈষ্ণব।
তুমি বিভু, তুমি হে শ্রী, ভবানীর ভব॥
কুন্দেন্দু সদৃশ তব শরীরের প্রভা।
মহাকায়, মহোরস্ক রূপ মনোলোভা॥
তুমি বিশ্বাবেষ্ঠ প্রভো নির্লেপ নির্গুণ।
পরম অব্যয় তুমি জগত রঞ্জন॥
দেব দেব মহেশ্বর আমি মূঢ়মতি।
দয়া কর দয়াময় চরণে প্রণতি॥
তুমি হে ত্রিশূলী ব্যাল-ভূষিত বিগ্রহ।
তব কৃপা বাঞ্ছা প্রভো করি অহরহ॥
নমস্কার হে পিনাক্ খট্টাঙ্গাস্ত্র ধর।
নমঃ নমঃ ভববীজ দাসে দয়া কর॥
নমঃ নমঃ ভগবান ত্রিপুরান্তকারী।
কোটী কোটী নমস্কার তব পদে করি
নমঃ হে পার্ব্বতী পতি পুনঃ নমস্কার।
নমঃ তব পাদপদ্মে অসংখ্য আমার॥
সহস্র গুণ পল্লবধর মহেশ্বর।
দয়াময় দীনে দয়া করহে শঙ্কর॥
রাজার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
হাসি হাসি বলিলেন ওহে নৃপবর॥

বিদ্যাবেদ্যং নির্গুণঞ্চ নির্লেপং পরমাব্যয়ং। নমামি দেবদেবেশং মহেশঞ্চ জগৎপ্রিয়ং। পিনাক-শূলখট্টাঙ্গব্যালভূষিতবিগ্রহং। নমামি ভববীজঞ্চ সহস্রগুণ পল্লবং। নমস্তে ভগবন্দেব নমস্তে ত্রিপুরান্তক। পার্ব্বতীশ নমস্তেস্তু পুনস্তুভ্যং নমোনমঃ। ততো প্রসন্নো ভগবান্ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ। উবাচ তংতপঃশ্রেষ্ঠং দৃঢ়ভক্তিং জিতেন্দ্রিয়ং। . বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তদেব তে প্রযচ্ছামি সত্যং সত্যং বদাম্যহং।

যদিতেঽনুগ্রহোদেব ময়িভূতোঽস্তিতে প্রভো। প্রদদস্ব তদা মহ্যং দ্বৌবরৌ কিঙ্করায় বৈ। সমীপে তব দেবেশ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ ভক্তিমুক্তিদে। সংভবিষ্যতি মন্নাম প্রথমং সুরসত্তম। তব সান্নিধ্যমন্ত্রেচ দেহিমে ত্রিপুরান্তক। ইতিশ্রুত্বা মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমং।

শিবোবাচ—

তুমি বড় ভক্ত মম, জিতেন্দ্রিয় জন।
সেই বর চাহ তুমি যাহা লয় মন॥
নিশ্চয় বাসনা আমি পুরাব তোমার।
এই আমি সত্য সত্য করি অঙ্গীকার॥

রাজা—

যদি প্রভো অনুগ্রহ হইল আমারে।
দুই বর দিতে আজ্ঞা হয় এ কিঙ্করে॥
এক বরে যেন এই ক্ষেত্রটী আমার॥
মোর নাম অগ্রে ধরি হয় হে প্রচার।
এই দয়া হ'ক্ মোরে তব হে বরদ।
এই ক্ষেত্র হয় যেন ভক্তিমুক্তি প্রদ॥
অন্য বরে যেন প্রভো ত্রিপুরান্তকারী।
অন্তঃকালে পাই তব শ্রীচরণ তরি॥
শুনিয়া রাজার বাক্য দেব সুরেশ্বর।
তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন শুন নৃপবর॥
শিব বলিলেন নৃপ ধন্য হে তোমায়।
নির্লোভী হইয়া তুমি প্রার্থিলে আমায়॥
শুন শ্বেত মহারাজ এই কুণ্ডবর।
নানা তীর্থে সমন্বিতা হবে নিরন্তর॥
করাবে আমাকে স্নান নিত্য এই স্থানে।
ঘুষিবে অনন্ত কীর্ত্তি তোমার ভবনে।
এই গঙ্গা, ভোগবতী পাতালেতে কহে।
চতুর্ধা, সপ্তধা, তথা সহস্রধা বহে॥
পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে ও পাতালে।
সর্ব্বতীর্থ বারি নিত্য পড়ে এই জলে॥
গঙ্গা সম তীর্থ নাই পৃথিবী ভিতরে।
কেশব সমান দেব না হয় অপরে॥
বক্রেশ সমান লিঙ্গ কোথায় না হয়।
জাহ্নবী সমান স্রোত কুত্রাপি না বয়॥
দশকোটী উপনদী হইয়া বাহিত।
সপ্তকোটী নদী জলে হতেছে পতিত॥
সেই সপ্তকোটী নদী দিন দিন আসি।
পড়িয়া গঙ্গার জলে হয় মিশামিশি।
সেই গঙ্গা থাকিবেক সমীপে আমার।
তোমার সুযশঃ রাজ, করিবে প্রচার॥

বৈশাখ মাসের শুক্ল তিথি সপ্তমীতে,
পুরাকালে জহ্নু নামে তাপস প্রধান,
পরিপূর্ণ হইলেন আপনি ক্রোধেতে,
জাহ্নবীর জলরাশি করিলেন পান। ১
পুনঃ ত্যজিলেন তায় দক্ষিণ কর্ণ দিয়া,
প্রবেশিল গঙ্গাদেবী পৃথিবী মণ্ডলে,
ভারতের বহু দেশ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
নামিলেন বহু মুখে জলধির জলে। ২

ধন্যঃ ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ যস্মাত্তে মতিরীদৃশী। ন লোভং প্রবদো যস্মাৎ বরংনাত্তৎ প্রবচ্ছসি। শৃণু শ্বেত মহারাজ, মৎসমীপেতু জাহ্নবী। নানাতীর্থেন সংপ্রাপ্তা স্নানায় মম নিত্যশঃ। পাতালস্থাপি য়া গঙ্গা নাম্না ভোগবতী শুভা। চতুর্ধা সপ্তধা গঙ্গা তথাচৈব সহস্রধা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাতালেচৈব যানিচ। তানি তীর্থানি রাজেন্দ্র গঙ্গামায়ান্তি নিত্যশঃ।

নাস্তি গঙ্গাসমংতীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ। ন যক্রেশসমং লিঙ্গং ন দেবী জাহ্নবী পরা। সপ্তকোটিনদীনাং বৈ নদীনাং দশকোটয়ঃ। গঙ্গায়াং স্নাতুমায়ান্তি সা গঙ্গা মম সন্নিধৌ। বৈশাখে শুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনাপুরা। ক্রোধাৎ পীত্বা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ। তাং তত্র পূজয়েদ্দেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাং। গঙ্গাং সংপ্রাপ্য যো ধীমান্ মুণ্ডনং নৈবকারয়েৎ। স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবং বসেৎ।

গঙ্গাং প্রাপ্য সরিৎশ্রেষ্ঠাং কল্পান্তে পাপরাশয়ঃ। কেশানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ। কেশানাং যাবতী সংখ্যাচ্ছিন্নানাং জহ্নবী জলে।

এই গঙ্গা তীরে গিয়া যেই বুদ্ধিমান,
মস্তকের কেশ পাশ না করে মুণ্ডন,
আকল্প রৌরবে তার হইবেক স্থান,
শতকোটী কুল সহ, শুন হে রাজন্। ৩
কল্প অন্তে, পাপরাশি গঙ্গায় নামিলে,
আত্মাকে ত্যজিয়া কেশে কর অবস্থান,
ঐ কেশ যত্নসহ গঙ্গায় ফেলিলে,
স্বর্গবাস করে নর কেশ সংখ্যা মান। ৪
নখ লোম যতদিন গঙ্গাজলে থাকে,
ততদিন স্বর্গে বাস করিবে নিশ্চয়,
যমে স্পর্শ কথনই না করিবে তাকে,
বেদেয় লিখিত বাক্য ব্যর্থ কভু নয়। ৫
যতদিন লোমরাজি পড়ি গঙ্গাজলে,
বায়ুভরে ইতস্ততঃ বিচলিত হয়,
ততদিন নর তার সেই পুণ্য ফলে,
অনন্ত স্বর্গেতে বাস করিবে নিশ্চয়। ৬
যেই জন ভক্তিভাবে গঙ্গাতীরে গিয়া,
বিধিমতে করিবেক পিতার তর্পণ,
গঙ্গার পবিত্র বারি হস্তেতে লইয়া,
বহু বর্ষ ব্যাপী তৃপ্ত হবে পিতৃগণ। ৭
আরো এই গঙ্গাতীরে ওহে দ্বিজোত্তম,
আসিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে যেই জন,
পিতৃগণ স্বর্গে তার দেবগণ সম,
প্রসন্ন থাকিবে সদা, লক্ষৈক বৎসর। ৮
সহস্র যোজন দূরে থাকি যেই জন,
গঙ্গা গঙ্গা বলি প্রাণ ত্যজে অন্তঃকালে,
দুষ্কর্ম্মী হ'লে ও তার হইবে গমন,
অনন্ত অক্ষয় স্বর্গে, সেই পুণ্যফলে। ৯
গঙ্গাতীরে আসি যেবা সংযত হইয়া,
পিতৃ পিতামহগণে পিণ্ড দান করে,
পিতৃগণ লভে তৃপ্তি অব্যয়া অক্ষয়া,
শতবর্ষ পরিমাণে স্বর্গের উপরে। ১০
অদ্য হ'তে শ্বেতরাজ নাম অনুসারে,
শ্বেত নামে এই কুণ্ড হ'বে বিদ্যমান,
সুখী হবে ওহে নৃপ যাবৎ সংসারে,
অন্তে শিবলোকে যাবে মম সন্নিধান। ১১

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। যাবন্তি নখলোমানি বায়ুনা প্রেরিতানি চ। পতন্তি জাহ্নবীতোয়ে নরাণাং পুণ্যকর্ম্মাণাং। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। গঙ্গায়াঃ উদকৈর্যস্তু কুরুতে পিতৃতর্পণং। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষ-কোটিশতাবধি। গঙ্গায়াং কুরুতে যস্তু পিতৃশ্রাদ্ধং নৃপোত্তম। পিতরস্তস্য সন্তুষ্টাঃ তিষ্ঠন্তি ত্রিদশালয়ে। যোজনানাং সহস্রেণ গঙ্গাং যঃস্মরতে নরঃ। অপি দুষ্কৃতী-কর্ম্মাণো লভন্তে পরমাং গতিং।

অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছেৎ যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ। তদাক্ষয়া ভবেৎতৃপ্তিঃ পিতৃণাং শতবার্ষিকী। অদ্যারভ্য ভবেন্নাম্না শ্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা। ত্রিলোকেঽস্মিন্ সুবিখ্যাতা ভবেৎ নৃপতি সত্তমঃ। অন্তকালে মম পদং প্রযচ্ছামি ন সংশয়ঃ। তব যে চরিতং মর্ত্ত্যাঃ শ্রোষ্যন্তি ভুবিদুর্ল্লভং। ত্বৎকৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিষ্যন্তি চ যে নরাঃ। স্বর্গভাজো ভবিষ্যন্তি ন যাস্যন্তি যমালয়ং। শ্বেতগঙ্গাজলে স্নাত্বা মৎসমীপেচ যে নরাঃ। পিণ্ডং দাস্যন্তি, তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ। অপুত্রো লভতে পুত্রং শ্রাদ্ধকর্ত্তা যথার্থতঃ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যম্ লভতে নাত্র সংশয়ঃ

যেই তব এই সব পবিত্র চরিত,
শুন ওহে নরনাথ, আমার বচন
শুনিবেক ভক্তি সহ হয়ে অবহিত
কখন না যাবে সেই যমের ভবন। ১২
আর যেবা স্তবস্তোত্র করিবে পাঠন,
সকলের প্রিয় হবে এ মহী মণ্ডলে,
যাইতে হবে না তারে যমের সদন,
পাইবে অনন্ত স্বর্গ সে জন মরিলে। ১৩
শ্বেতগঙ্গা জলে স্নান করি যেই জন,
আমার সমীপে পিণ্ড প্রদান করিবে,
তার পিণ্ড হইবেক গয়ার সমান,
অপুত্রক হ'লে পুত্র অচিরে লভিবে। ১৪
বৃদ্ধি হবে আয়ু তার নীরোগে থাকিবে,
ঐশ্বর্য্য বাড়িবে নিত্য শ্বেতগঙ্গা স্নানে,
গয়াশ্রাদ্ধ সম ফল নিশ্চয় পাইবে,
ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ দিলে মম সন্নিধানে। ১৫
মাঘ মাসে সেই স্থানে করিবে যে স্নান
সর্ব্ব পাপ নাশ তার অচিরে হইবে।
আর যেবা করিবেক সপিণ্ড প্রদান
গ্রহণের পিণ্ড সম ফল সে লভিবে। ১৬।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে তথা যে মানব,
ভক্তিচিত্তে পূতনীরে করিবেক স্নান,
সঙ্গে সঙ্গে হবে তার পাপের লাঘব ;
পাইবে অন্তেতে সেই মহেন্দ্রের স্থান। ১৭।
শ্বেত মাধব নামে এক প্রতিমা তথায়,
সমভাবে চিরদিন আছে বিদ্যমান,
আর এক বটবৃক্ষ নামেতে অক্ষয়,
জন্মিয়াছে সেই স্থানে বড়ই মহান্। ১৮।
নীলাদ্রি, প্রয়াগ, গয়া, আর তত্রস্থিত,
একমাত্র বটবৃক্ষ অক্ষয় অমর,
এক মূল চারি স্থানে করি বিস্তারিত,
চিরকাল আছে তথা, শুন ঋষিবর। ১৯।
বিচারে কি আবশ্যক সে কথা লইয়া,
পুরাকালে শঙ্করের জটা হ'তে জাত,
হয় এই তরুবর শুন মন দিয়া,
ক্ষয় নাই বলি তাহা অক্ষয় কথিত। ২০।

পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। মাহেন্দ্রবিরজেচৈব গঙ্গায়াং পুষ্করে তথা। পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং তদেব মম সন্নিধৌ। মাঘে মাসি কুহুস্নানং তত্র সর্ব্বাঘনাশনং। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেচৈব যঃ স্নায়াত্তত্র মানবঃ। মাহেন্দ্রপদমাপ্নোতি স্নানমাত্রেণ ভক্তিতঃ। শ্বেতমাধবগঙ্গায়াঃ প্রতিমাতত্র বিদ্যতে। বটস্তত্র মহানাসীন্নাম্নাক্ষয়া ইতীরিতঃ। নীলাচলে প্রয়াগেচ গয়াবক্রেশ্বরস্থলে। একমূলো বটোজ্ঞেয়ঃ নাত্র কার্য্যবিচারণা পুরাশিবজটাভ্যশ্চ বটোজাতঃ দ্বিজোত্তমাঃ। ন জাতোঽপি ক্ষয়ং যস্মাৎ তস্মাদক্ষয় ঈরিতঃ।

কল্পে কল্পে বটস্যাপি পত্রে শেতে নিরঞ্জনঃ। ব্যালোভূত্বা হরিশ্চাত্র সর্ব্বান্ সংগ্রাস্য যোগবিৎ। যস্য মূলে বসেৎ ব্রহ্মা মধ্যে বিষ্ণুর্জগন্ময়ঃ। শিখায়াস্তু মহারুদ্রঃ স বটঃ কৈন পূজ্যতে। বেদাশ্ছন্দাংসি পত্রেচ ঋষয়ঃ ফলমাশ্রিতাঃ। গাবশ্চ পিতরঃ দেবাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ত্বচি। সর্ব্বাঙ্গে রমতে ব্যালাঃ বটস্তত্র শিবস্তনুঃ। যানি পাপানি মুনয়ো ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ। তানি সর্ব্বানি নশ্যন্তি বটরাজে করার্পণাৎ।

কল্পে কল্পেভগবান দেব নিরঞ্জন।
অন্তকালে সর্ব্ব সৃষ্টি সংহার করিয়া
ব্যালরূপে তার পত্রে করিয়া শয়ন,
বিশ্রাম করেন হরি, কাতর হইয়া। ২১।
মূলদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মধ্যে জগন্ময়,
সেই বৃক্ষে অবস্থান করেন সতত।
মহারুদ্র বাস করে তাহার শাখায়,
কেবা না পুজিবে বটে? বল, বিধিমত। ২২
পত্রে বেদছন্দগণ, ফলে মুণিগণ,
গো আদি পশু আর, পিতৃগণ সব;
চন্দ্র সূর্য্য ত্বকে বাস করে সর্ব্বক্ষণ
অভ্রভেদী বৃক্ষ সেই বিশাল কাণ্ডব। ২৩।
সর্ব্ব অঙ্গে বাস তার করে নাগগণ,
এইরূপে সেই বট শিব তনু ধারী,
কল্পের আরম্ভ হ'তে আছে বিদ্যমান,
চতুর্দ্দিকে শিবগুণ বিকীরণ করি। ২৪।
শুন শুন মুণিগণ হয়ে একমন,
ব্রহ্মহত্যা আদি যত পাপ দুর্নিবার,
এই বটরাজে কর করিলে অর্পণ,
নষ্ট হবে অবিলম্বে দ্বিধা নাই তার। ২৫।

সেই বট বৃক্ষ মূল গিয়াছে পাতালে,
ভেদিয়াছে সপ্ত তল শিখর যাহার,
ব্যাপিয়া অনন্ত কাল আছে এই স্থলে,
চরণে প্রণাম তার শতেক আমার। ২৬।
নমঃ নমঃ শিবরূপধারী বৃক্ষে নমঃ।
সর্ব্ব প্রাণি নিস্দক মহাদেবে নমঃ।
নমঃ দেব সর্ব্ব লোক-পরিত্রাণ-কারী।
নমঃ নমঃ মহেশ্বর পাতক সংহারী।
নমঃ দেব-রূপধারী সুমহান্ বৃক্ষ।
নমঃ নমঃ সর্প-শায়ি, মোরে প্রভু রক্ষ।
মহাকল্প প্রলয়েতে সর্ব্বেশ্বর হরি।
বিশ্রাম লভেন সেই বৃক্ষ পত্রোপরি।
প্রলয়ান্তে পুনরায় এই চরাচর,
সৃষ্টি করিলেন সেই দেব সুরেশ্বর।
কোন কল্পে ক্ষয় নাহি সেই বৃক্ষ হয়।
সেই হেতু কল্প-বৃক্ষ নাম তার রয়।
কল্প বৃক্ষ তলে যেবা সুরেশ মাধবে
আসিয়া দর্শন করে দৃঢ় ভক্তি ভাবে।

যস্য মূলং শিলামূলে সপ্তপাতালভেদকঃ। বটায়চ নমস্তস্মৈ অক্ষয়ায় মহাস্থানে। ক্ষয়ায় লোক-সংঘানাং শিবরূপধ্বজে নমঃ। নমস্তে বহুশাখায়, নমস্তে বহুরূপিণে। লোকানুগ্রহকর্ত্রে'চ পাপসংহারিণে নমঃ। বটায় দেবরূপায় নমস্তে সর্পশায়িনে। প্রলয়েচ মহাকল্পে শেতে বটদলে হরিঃ। তদন্তে সৃষ্টি-মাধত্তে স-দেবঃ সচরাচরম্॥ নাস্তি কল্পে ক্ষয়ং যস্মাৎ কল্পবৃক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

কল্প-বৃক্ষসমীপেচ মাধবং যে নরোত্তমাঃ। প্রপশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠাঃ তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা। বটেশং তত্র সংপূজ্য স্তবধানেন স্তবেনচ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো গচ্ছেৎ শৈবপদং হি সঃ। নিরপত্যাচ যা নারী, মৃতবৎসা চ যা কলৌ। বট-মালিঙ্গ্য বধ্নীত লোষ্ট্রং তত্রৈব রজ্জুনা। যথাভিলষিতং ব্রতে তথা লেভে ততো নরঃ। দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং দেবং বটমালিঙ্গ্য তত্র বৈ। অপুত্রো লভতে পুত্রং, বন্ধ্যা চাপি প্রসূয়তে। তত্র দৃষ্ট্বা বটং মর্ত্ত্যো দেবং শ্রীমাধবং তথা॥

বটবৃক্ষ-মহাত্ম্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ—

মুক্তি সেই নরোত্তম পায় নিজ করে,
গর্ভের যাতনা পুনঃ ভোগ নাহি করে।
সেই স্থানে গিয়া যেবা করি স্তব স্তুতি,
বঠবৃক্ষে পূজা করে করিয়া ভকতি,
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত সেই জন হয়,
অন্তে শিবলোকে গতি হয় যে নিশ্চয়।
যেই নারী মৃতবৎসা কিংবা পুত্রহীন,
যদি সেই বট বৃক্ষে করে প্রদক্ষিণ।
রজ্জু দিয়া বান্ধে লোষ্ট্র সেই বৃক্ষ ডালে,
বাঞ্ছা মত ফল সেই পায় তার ফলে।
মাধবে দর্শন করে, বৃক্ষে আলিঙ্গন,
অপুত্রকা কিংবা বন্ধ্যা হলে ও সেজন।
অচিরে করয়ে পুত্র মুখাবলোকন,
নাহিক সংশয় ইথে শিবের বচন।
সেই বট বৃক্ষ আর তথা শ্রীমাধবে,
যেই জন ভক্তিভাবে দর্শন করিবে।
আর শ্বেত গঙ্গা জলে করিবেক স্নান,
কখন না যাবে সেই যম বিদ্যমান।

হরি হরি বল ভাই হরি কর সার,
হরি নাম বিনে জীবের গতি নাই আর।
হরি যপ, হরি স্মর, হরি কর ধ্যান,
জগতে আর কিছু নাই নামের সমান।
ঐ দেখ রবি-সুত কেশেতে ধরেছে,
স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের কাছে।
কারসাধ্য নাই তারে দূরেতে খেদায়,
হরি নাম শুনি বেটা আপনি পলায়।
অতএব বল ভাই হরি হরি বল,
এই নাম হবে তব পথের সম্বল।
কেহ নাহি কাড়ি লবে এধন তোমার,
"বিষয় আশয়" ছাড় আমার আমার।
এ সকল কিছু নয় মায়া মাত্র জান,
সময় পাইলে তারা কাড়ি লয় প্রাণ।
জটিল কহিছে শুন ওরে ভাই মন।
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শাল্মলী তরুরেবাস্তি তত্র বক্রেশ্বরান্তিকে। যুগকোটিপ্রমাণেন স চ ভৈরব-রূপ-ধৃক্। তত্র শাল্মলী বৃক্ষস্থং পূজয়েদ্দেব-ভৈরবং। দিগম্বরং জবাবর্ণং জরামরণ-বর্জ্জিতং। চারুচন্দ্রং জটাজূটং ভৈরবং তং নমাম্যহং। দর্ব্বীকরগুণপ্রেতং কিঙ্কিণিমেখলান্বিতং। স্বর্ণপিঙ্গজটাভারং ভৈরবং তং নমাম্যহং। ইতি মন্ত্র-দ্বয়েনাপি সংপূজ্য ভৈরবং প্রভুং। শাল্মলীঞ্চ নমস্কৃত্য ন পশ্যেৎ যমমন্দিরং। তত্র পূর্ব্বং তপস্তেপে পার্ব্বতী হর-বল্লভা।

মুনয় উচুঃ—কথং সা পার্ব্বতী তত্র তপস্তেপে সুদুশ্চরং। তৎসর্ব্বং নিগদ ব্রহ্মান্ পরং কৌতূহলং হি নঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুন শুন মুনিগণ করি অবধান,
বৃহৎ শাল্মলী * এক রহে সেই স্থান,
যুগকোটি বর্ষ হৈতে এই দ্রুমরাজ,
শিবরূপ ধরি তত্র করিছে বিরাজ।
তত্রস্থ শিংশপামধ্যে ভৈরবে যে জন।
নিম্নের লিখিত মন্ত্রে করিবে অর্চ্চন
মন্ত্র—
চারুচন্দ্র জটাজুট, স্কন্ধে শোভে কালকূট,
ভৈরবের পদে নমস্কার।
দর্ব্বীকর গুণযুত, কিঙ্কিনি মেখলান্বিত,
ভৈরবের পদে নমস্কার।
জবাবর্ণ দিগম্বর, মরণ বর্জ্জিতা জর,
ভৈরবের পদে নমস্কার।
স্বর্ণপিঙ্গ জটাভার, বিশ্বময় বিশ্বাধার,
ভৈরবের পদে নমস্কার।

এই মন্ত্র পাঠ করি সুধীর যে নর
করিবে ভৈরবে পূজা আর তরুবর।
যাইতে হবে না তারে যমের সদন
বেদেতে কথিত ইহা শুন তপোধন।
হরপ্রিয়া কাত্যায়নী পূর্ব্বে এই স্থানে
করেন কঠোর তপঃ বহু যুগ মানে।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ ওহে প্রজাপতি,
কৌতূহলাক্রান্ত হই আমরা সকলে,
শুনিবারে সেই কথা কেন সে পার্ব্বতী
করিল দুশ্চর তপঃ গিয়া সেই স্থলে।
স্মর নর কোপে সেই কামদেব রাজ
ভস্মীভূত দেখি, গৌরী পাইলেন লাজ।
নিন্দিয়া মনের দুঃখে নিজ রূপ রাশি
লভিতে লাবণ্য মালা হয়েন তাপসী।
সেই হেতু আসি বক্রেশ্বর ক্ষেত্রস্থলে
করিলা কঠোর তপ শাল্মলীর তলে।
পক্ক পর্ণাশনা তন্বী কুরঙ্গ নয়না
নিরাহারা বায়ু ভক্ষ্যা বল্কল-বসনা

---

* সম্প্রতি নাই। নির্জ্জীব ও শুষ্ক হওয়ায় ছিন্নমূল হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—যদা দদাহ মদনং হরঃ কোপনলেনবৈ। তদানিনিন্দ চাত্মানং পার্ব্বতী হিমবৎ-সুতা। আত্মনোরূপমত্যন্তং বিজগ্রাহ হরপ্রিয়া। সুন্দরী স্যামিতি তদা তপস্তত্র চকার সা। কঠোরং তপসারেভে তত্র শাল্মলিপাদপে।

পক্ক-পর্ণাশনা তন্বী মৃগশাবক-লোচনা। নিরাহারা বায়ুভক্ষ্যা জটাবল্কল-ধারিণী। রূপ-সৌভাগ্যকামা সা চকার ব্রতমুত্তমং। ততো বক্রেশ্বরস্তস্যা স্তপসা-ত্যন্ত-তোষিতঃ। বরং প্রদাদাম্বিকায়ৈ তন্মনোরথগোচরম্। যাহি পার্ব্বতি শীঘ্রং ত্বং হিমবৎগিরিসন্নিধৌ। তব পাণিগ্রহঞ্চৈব বিধাস্যেঽহং নসংশয়ঃ। তপসা তব সৌভাগ্যং কুণ্ডরূপেং হেমাম্বিকে। তাবদস্তু মহৎক্ষেত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ। সৌভাগ্যকুণ্ডং বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনং। তত্র স্নানপরাঃ সর্ব্বে যাস্যন্তি পরমং পদং দুর্ভাগামহিলা স্তত্র যা স্নাস্যন্তি চ ভক্তিতঃ। তপঃপ্রভাবতঃ দেবি সুভাগাঃস্যুঃনসংশয়ঃ। কাকবন্ধ্যাচ যানারী মৃতবৎসা চ পার্ব্বতি। তত্র স্নাত্বা পুত্রবতী জীববৎসা ভবিষ্যতি।

সৌভাগ্য ও রূপরাশি কামনা করিয়া
করেন দুশ্চর তপঃ শিবের লাগিয়া।
হর তাঁর তপে তুষ্ট অতিশয় হৈল
মনোরথ মত বর অম্বিকায় দিল।
যাও যাও পার্ব্বতি শীঘ্র হিমাদ্রি-ভবন
তথা আমি তব পাণি করিব গ্রহণ।
এই কুণ্ড, হেমাম্বিকে, তব তপঃবলে
সৌভাগ্য নামেতে খ্যাত হবে মহীতলে।
যাবচ্চতুর্দ্দশইন্দ্র অবস্থিত হবে
তাবৎ এ কুণ্ড তব বিদ্যমান রবে।
অতীব পবিত্র হবে তোমার এ স্থান
ভক্তি ভাবে যেই মর্ত্ত্য করিবেক স্নান
লভিবে পরম সুখ সে এই সংসারে
কখন না হবে গতি যমের নগরে
কাকবন্ধ্যা কিংবা জীব-বৎসা কোন নারী
ভক্তিচিত্ত হয়ে যদি স্পর্শে এই বারি।
হইবে সে পুত্রবতী, জীব-বৎসা আর
ইহাতে সংশয়, দেবি, না রহিবে তার।
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথি
প্রাপ্তে যেই দুখীজন করিয়া ভকতি।
সেই স্থানে করিবেক স্নান আচমন
পাইবে পরম পদ অন্তে সেই জন।
এই কুণ্ডে আসি কোন নর কিংবা নারী
ভক্তিভাবে পরশিলে এই কুণ্ড বারি।
লভিবে সৌভাগ্য আর হবে রূপবান
বেদের বচন ইহা, ইথে নাহি আন।

ক্ষারকুণ্ডউপাখ্যান।

ব্রহ্মা বলিলেন শুন শুন মুণিবর
ক্ষার কুণ্ড বিবরণ পরম সুন্দর।
সেই কুণ্ড জলে মুনি সদ্য পাপ নাশে
স্নানে দিব্য গতি লোকে পায় অবশেষে।
পুরাকৃত যুগে মহালবণ সাগর,
(অতীব আশ্চর্য্য কথা শুন ঋষিবর)।
পাইয়া অগস্ত্য কাছে অতিশয় ভয়
এই ক্ষেত্রে গিয়া ত্বরা লইল আশ্রয়।
তদন্তর সেই ক্ষার মিশ্রিত হইল
সর্ব্বলোকে ক্ষারকুণ্ড বলি নাম দিল।
তার জল যেই মর্ত্ত্য লইবে মস্তকে
বিমুক্ত হইবে সেই সকল পাতকে।

চৈত্রেমাসি চতুর্দ্দশ্যাং সিতেপক্ষে বিশেষতঃ। স্নাস্যন্তি তত্র যে ভক্ত্যা যাস্যন্তি পরমাং গতিং। সৌভাগ্যকুণ্ডে যা নারী নরোবাপি পিবেজ্জলং। সৌভাগ্যং লভতে নিত্যং সৌন্দর্য্যমপি জায়তে। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ক্ষারকুণ্ডস্য যৎ ফলম্। বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচনং। ক্ষারকুণ্ডং মুনিশ্রেষ্ঠা অস্তি পাপ-প্রমোচনং। পুরা কৃতযুগে, বিপ্রা লক্ষণাম্বুমহোদধিঃ। অগস্ত্যস্য মুনে স্ত্রাসাদিদম্ ক্ষেত্রং সমাশ্রিতঃ। তস্মাৎ তৎক্ষারসংযোগাৎ ক্ষারকুণ্ডং প্রতি-ষ্ঠিতং। তজ্জলং শিরসা ধৃত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং যঃ তজ্জলৈ স্নানমাচরেৎ। তাবন্মর্ত্ত্যো বসেৎ স্বর্গে যাবদাহুতসংপ্লবং। তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ তত্র স্নাস্যন্তি যে নরাস্তে জ্ঞেয়াঃ সুররূপিণঃ।

যে তত্র পিণ্ডং দাস্যন্তি স্নানং কৃত্বাচ পর্ব্বণি। তেষাঞ্চ পিতরঃ সর্ব্বে যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ পদং। ক্ষেত্রদানস্য মাহাত্ম্যম্ নিগদামি সমাসতঃ। শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে ভক্তি-ভাবেন চেতসা। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে বার্দ্ধক্যে কৃতং। তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি দানাৎ পাপহরাতটে। আহুতং সংপ্লবং যাবৎ যাবদিন্দ্রাশ্চতু-র্দ্দশ। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে সুরবিদ্যাধরীবৃতঃ। ভোগাংশ্চ বিপুলান্ ভুঙ্‌ক্তে যথা সম্যক্ নিয়োজিতান্। পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতা মর্ত্ত্যলোকেতু তে নরাঃ। লভন্তে জন্ম তে মর্ত্ত্যা যোগিনাং প্রবরে কুলে। তদাযোগং সমাসাদ্য প্রাপ্স্যন্তি পরমং পদং।

আষাঢ়ে পাইয়া যেবা তিথি পৌর্ণমাসী।
করিবে বিশুদ্ধ স্নান সেই স্থানে আসি॥
লভিবেক স্বর্গবাস নাহিক সংশয়।
থাকিবেক যতদিন সংপ্লব না হয়॥
বহিতেছে সেই ক্ষেত্রে নদী পাপহর।
আসিয়া তাহাতে যদি স্নান করে নর॥
দেবরূপী হয়ে সেই স্বর্গে বাস করে।
ভুঞ্জেন পরম সুখ লইয়া অমরে॥
পিতৃপিণ্ড যেই তথা করে সম্পাদন।
আর স্নান করে তথা পাইলে পার্ব্বণ॥
তার পিতা পিতামহ পুরুষ সকলে।
পরম বিষ্ণুর পদ পায় অবহেলে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন শুন ঋষিগণ, হইয়া নিবিষ্ট মন,
সেই স্থানে দান বিবরণ,
পবিত্র সে স্থান তত্ত্ব, শুন হয়ে ভক্তি চিত্ত
প্রকাশিয়া বলিব এক্ষণ।
বালক কুমার কিবা, প্রাচীন অথবা যুবা,
যে বয়সে যত পাপ করে,
সর্ব্ব পাপক্ষয় হবে, মরিলে স্বরগে যাবে,
দানে সেই ক্ষার কুণ্ডোপরে।
সুর বিদ্যাধরী সবে, বেষ্টন করিয়া রবে,
স্বর্গোপরি সে জনে নিশ্চয়,
ভুঞ্জিবে প্রচুর ভোগ, নাহি হবে কোন রোগ,
চ্যুত হবে হলে পুণ্যক্ষয়।
লভিবে সে পুণ্যফলে, জনম যোগীর কুলে,
পুনরায় যোগ আচরিবে,
সমাধিয়া যোগরাশি, শুন ওহে মহাঋষি
পুনঃ স্বর্গে অন্তঃকালে যাবে।

কার্ত্তিকে মাসি, মাঘে বা বৈশাখে বা বিশেষতঃ। যে তত্র স্নানং কুর্ব্বন্তি প্রশান্তাস্তি দ্বিজায় যে। তে নরাঃ শিবসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ। * পঞ্চ পর্ব্বসু যে মর্ত্ত্যা ভক্ত্যা পাপহরা-জলে। স্নানং কুর্ব্বন্তি তে যান্তি যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব স্নাত্বা পাপহরাজলে। বক্রেশ্বরং সমালোক্য ন যাতি যম-মন্দিরং।

বক্রেশ্বর-তীর্থাখ্যানে শাল্মলীক্ষারকুণ্ড-পাপহরা-
মাহাত্ম্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মাঘ বা বৈশাখ মাসি, কিম্বা যে কার্ত্তিকে আসি
অত্রস্থানে করিবেক স্নান।
করিবেক দ্বিজে দান, হয়ে অতি ভক্তিমান,
শিবলোকে হবে তার স্থান।
পঞ্চপর্ব্ব * লক্ষ্য করি, আত্মাকে সংযম করি
করে যেবা পাপহরা স্নান,
অন্তে সেই পুণ্যবান, যাবে মহেশ্বর স্থান,
রবে তথা যুগ পরিমাণ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে, এই ক্ষেত্রে বিধিমতে
যেই জন শুদ্ধ-স্নাত হবে,
বক্রেশ্বর সন্দর্শন, করিবে হে তপোধন
যমপুরী চক্ষে না দেখিবে।
পরিচ্ছেদ শেষ হল, হরি হরি সবে বল,
ভবার্ণবে হইবে উদ্ধার,
হরির চরণ তরি, ভবার্ণবে পার করি
দিবে ওহে অন্তেতে তোমার।
ওরে রে অবোধ মন, হরি চিন্ত সর্ব্বক্ষণ
যদি সুখে যাবি ভব পারে,
জটিল ঠাকুর কয়, শুন সব সদাশয়,
হরি হরি বল সুমস্বরে।

---

* পঞ্চপর্ব্ব যথা—
১। চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তি রেবচ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

তস্যাং পাপহরায়াং যে পুণ্যায়াং মনুজোত্তমাঃ। সুতপ্তায়াং বিমুঞ্চন্তি শরীরং কলুষান্বিতং। তেঽপি শৈবং হরং যান্তি ন পশ্যন্তি যমালয়ং। সর্ব্বকুণ্ডাদ্গতং বারি মন্থামেকত্র যত্রবৈ। তত্র দেহং নরঃত্যক্ত্বা শিবতামেতি নান্যথা। কৃমিকীট-পতঙ্গাশ্চ মনুজাঃ পশুজাতয়ঃ। তস্যাং পাপহারায়াং যে মুঞ্চন্ত্যন্তে কলেবরং। তান্ দৃষ্ট্বা শমনঃ সত্যং পুরস্কৃত্য যথাবিধি। দর্শয়েৎ স্বর্গসোপানং নাধিকারোঽস্তিমে ত্বয়ি।

মুনয় উচুঃ—

ব্রহ্মন্নঃ সংশয়ং ব্রূহি সরিত্তপ্তা সদাকুতঃ। ন শীতত্বং সমায়াতি বাতবর্ষা তপাদিষু।

সপ্তম অধ্যায়।

সেই পাপহরা তীরে যেই পুণ্যবান্।
সুতপ্ত জলে তার করিবেক স্নান॥
সকল কলুষ তার দূরীভূত হবে।
যমলোক কভু সেই দৃষ্টি না করিবে॥
শিবলোকে গতি তার হইবে নিশ্চয়।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সর্ব্বকুণ্ড বিনির্গত সলিলের রাশি।
একত্র হইয়া পড়ে নদীমধ্যে আসি॥
তত্র যেই নরদেহ হইবে নিক্ষিপ্ত,
নিশ্চয় পাইবে সেই অন্তেতে শিবত্ব॥
কৃমী কীট পতঙ্গাদি পশু কি মনুজে।
অন্তে যদি সেই স্থানে কলেবর ত্যজে॥
তারে দেখি যমরাজ পুরস্কৃত করি।
দেখাইয়া দেয় তারে স্বর্গ-লোক-সিঁড়ি॥
বলেন "তোমায় আমার নাহি অধিকার।"
পিতৃপতি এইরূপে করেন সৎকার॥

মুণিগণ জিজ্ঞাসিল শুনহে ব্রহ্মণ।
কোন্ স্থানে এই নদী সদা তপ্ত হন্॥
শীত কিম্বা বর্ষা বাত আদি ঋতুগণ।
করিতে না পারে কিহে উষ্ণত্ব হরণ?
এই সব বল, দেব করিয়া নিশ্চয়।
সন্তুষ্ট হউক চিত্ত যাউক সংশয়॥

ব্রহ্মা বলিলেন—

শুন শুন ঋষিগণ তাহার কারণ।
সংক্ষেপে বলিব আমি সেই বিবরণ॥
সেই স্থানে হ্রদমধ্যে লিঙ্গ এক আছে।
অগ্নিবর্ণ শ্বেতঅঙ্ক শাস্ত্রে লেখা আছে॥
পুরাকালে অগ্নিত্রয় শিবপ্রীতি তরে।
পঞ্চদশ বর্ষ তপঃ দুশ্চর আচরে॥
স্থাপন করিয়া এক শিবলিঙ্গ তথা।
উপরে শুনিলে যেই লিঙ্গের বারতা॥
যথা নদী পাপ হরা বহে সর্ব্বক্ষণ।
স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণ তাবে গ্রহ শত মান॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

সুতপ্তা সা তদা তত্র কারণেন, দ্বিজাতয়ঃ। বক্ষ্যাম্যহং সমাসেন কারণং পরমং শিবঃ। তত্রাগ্নিবর্ণশ্বেতাক্ষে হ্রদে লিঙ্গঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। পুরা তাত্রাগ্নিনা চৈব শিব-প্রীত্যাচ তেন বৈ। তপস্তেপে মতিমতা দশবর্ষাণি পঞ্চচ। তত্রতুষ্টো বরং প্রদাদগ্নয়েচ সদাশিবঃ। ভোগবত্যা জলং বিপ্রা যত্র যত্র প্রযাস্যতি। স্নাত্বা মমেদং লিঙ্গঞ্চ ময়ৈব স্থাপিতং ভুবি। সন্দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য সদা তপ্তা বহেন্নদী ধনুঃশতপ্রমাণা বৈ যাবৎ পাপহরা বহেৎ।

মল্লিঙ্গস্তপ্তোঽস্মাচ্চ নদীতপ্তা ভবেত্ততঃ। কুণ্ডযোগাদসৌতপ্তা ঈষত্তপ্তা তত স্ততঃ। ততোঽপি হীনতপ্তাস্যাৎ সীমান্তে সা সরিচ্ছিবা। সর্ব্বেষাং জীবজন্তূনাং পাপংহন্তি নদী শুভা। পাপহরেতি বিখ্যতা ত্রিলোকে পরিবিশ্রুতা। শরীরাণি মৃতানাং হি যে দহন্তি বুধোত্তমাঃ। তত্রস্থোঽপি মৃতোযস্তু অস্থীনিচ বিনিক্ষিপেৎ। সহানুগমনং বাপি অপমৃত্যুং গতাশ্চ যে। তে যান্তি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহে-

মম এই লিঙ্গ ঋষি উষ্ণের কারণে।
এই নদী সদা তপ্তা রবে প্রতিক্ষণে॥
কুণ্ডযোগ হেতু তত্র অতি উষ্ণ রবে।
কিছু দূর গিয়া পরে ঈষত্তপ্ত হবে॥
তার পর সীমান্ত প্রদেশে যত যাবে।
তত হীন-তপ্তা সেই সরিৎ হইবে॥
আরো উহা হবে সর্ব্বজীব-পাপহরা।
মরিলে লভিবে জীব গতি পরাৎপরা॥
আর পাপহরা নামে হ'য়ে সুবিখ্যাতা।
ত্রিলোক মধ্যেতে উহা হবে পরিশ্রুতা॥
মৃতান্তে শরীর যার অত্র দগ্ধ করে।
অথবা যাহার অস্থি ফেলে এই নীরে॥
অপমৃত্যু যদি তার হয় বুধোত্তম।
তথাচ সে স্থানে পায় অতি উচ্চতম॥
যাইবে নিশ্চয় সেই শিব সন্নিধান।
সে বিষয়ে কিছুমাত্র নাহি সন্দিহান॥
যমের যাতনা তথা কোথায় থাকিবে।
শিবদূত ভৈরব তারে বেত্রেতে তাড়িবে॥
ভোগ অন্তে পরে পাপী শিব সন্নিধানে।
শুদ্ধ হইবেক ক্রিয়া বিধানে॥

দীর্ঘকাল রবে তারা শিব সন্নিধান।
যাবৎ না হবে ধরা জলেতে মগন॥
অষ্টাবক্র মহাঋষি তপস্যা প্রভাবে।
সুপ্রসন্ন করিবারে সেই সদাশিবে॥
সেই তিন কুণ্ড তথা থাকি বিদ্যমান।
ঋষিকীর্ত্তি চিরকাল করিবে ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব কুণ্ড বারি এই কুণ্ডে আসিবে।
পাপীদের পাপরাশি অচিরে হরিবে॥
অষ্টাবক্র পুনরায় দেবেশ শঙ্করে।
ব্রহ্মগীতাচারে বহু স্তব স্তুতি করে॥
এই ব্রহ্মগীতা হয় পরম সুন্দর।
অতীব পবিত্র আর যমত্রাসকর॥
দেব যক্ষ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব সকল।
চারণ কিন্নর সিদ্ধ মহর্ষি মণ্ডল॥
গাইলে পার্ব্বণ সবে আসি এই স্থান।
ভক্তিভাবে শুদ্ধচিত্তে করে স্নান দান॥
মাঘে বৈশাখে আর কার্ত্তিকের মাসে।
সরিত সাগর সর্ব্বে স্নানের উদ্দেশে॥
একে একে এইস্থানে করে আগমন।
সত্য সত্য মম বাক্য শুন তপোধন॥

শ্বরঃ। যমস্য যাতনা তত্র কুত্র শ্রীশিবসন্নিধৌ? ভৈরবশ্চ দূতাঃ সর্ব্বে কশা-বেত্রৈশ্চ তাড়িতা। পাপিনং যস্তি শূলেন, ভোগান্তে শিবসন্নিধৌ। বসন্তি মানবা নিত্যং যাবদাহুতসংপ্লবং। অষ্টাবক্রস্ত বিপ্রেন্দ্র তপোযোগবলাত্তথা। মহেশ্বরীবরং প্রাদত্তস্মৈ তৎকীর্ত্তিংবর্দ্ধয়েৎ। ত্রিকুণ্ডং সর্ব্বতীর্থানাং জলমাহৃত্য পূরিতং। অস্তি পাপহরাতাৱে পাপিনাং ত্রাণহেতবে।

অষ্টাবক্রো মহাত্মাচ পুনঃ স্তুত্বা মহেশ্বরং। কারয়ামাস তৎ সর্ব্বং পূতং বারি মহোত্তমম্। ত্বমিত্যেব চকার চ তেন তদ্ব্রহ্মসংগীতং। তদ্ব্রহ্মসংগীতং বারি যমত্রাসকরং পরং। তত্র দেশে চ গন্ধর্ব্বা যক্ষোবিদ্যাধরাঙ্গনাঃ। চারণাঃকিন্নরাঃ সিদ্ধাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি পর্ব্বণি। মাঘে বৈশাখে মাসেচ কার্ত্তিকে পুণ্যদে শুভে। সরিতঃ সাগরাঃ সর্ব্বে স্নাতুমায়ান্তি তত্রৈবে। অন্যতীর্থে কৃতং পাপং বক্রেশেচ বিনশ্যতি। অত্রাপি যৎকৃতং পাপং ন তৎ কুত্রাপি নশ্যতি।

অন্য তীর্থে কৃত পাপ এইস্থানে নাশে।
কোথাও না খণ্ডে পাপ করিলে বক্রেশে॥
কলির যতেক পাপ পাপহরা নীরে।
বিধ্বংস করিয়া ফেলে অত্যন্ত সত্বরে॥
যেই জন সেই জলে কুশাগ্রে করিয়া।
আপন মস্তকে লয় ভক্তিতে সিঞ্চিয়া॥
যায় সেই শিবলোকে অন্তেতে তাহার।
পুনরাবর্ত্তন কভু সে না করে আর॥
যমালয় পরিত্যাগ ইচ্ছা যেবা করে।
সত্বরে যাউক্ সেই তীর্থ বক্রেশ্বরে॥
দর্শন করুক্ তথা ত্রিভুবনেশ্বর।
পাপহরা নীরে ধৌত করুক্ কলেবর॥
এইরূপে গতি নাহি হবে যমালয়ে।
শিবলোকে গতি তার হয়ে নিঃসংশয়ে॥
এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষেত্র নাহিক জগতে।
বক্রেশ্বর সম লিঙ্গ নাহিক মহীতে॥
তাহার দর্শনে বহু বিপদ দুস্তর।
অচিরে বিনাশ হয় শুন ঋষিবর॥
সদ্যমুক্তি লভে তাহে নাহিক অন্যথা।
বেদের সম্মত ইহা অতি গূঢ় কথা॥
জীমূত নামেতে এক ব্রাহ্মণ কোঙর।
করিল বিস্তর তপঃ ভাবি মহেশ্বর॥
লভিল সে দ্বিজবর সদ্য মোক্ষ ফল।
তাহার বিপুল কীর্ত্তি রয়েছে অটল॥
কল্পবৃক্ষ সমীপস্থ যেই নরোত্তম।
শ্রীমাধব সন্দর্শনে হইবে সক্ষম॥
অচিরে লভিবে মুক্তি আপনার করে।
কখন না যাবে সেই শমন নগরে॥
মাধব ক্ষেত্রেতে সদা ভৈরবের বাস।
পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতজনে সেই করে নাশ॥
বক্রেশ্বর কুপীটেশ রত্নেশ মাধবে।
আরাধনা করিবেক যেই এই ভবে॥
অন্তকালে বিষ্ণুপদ পাইবে সেজন।
ইহাতে অন্যথা মুণি নহে কদাচন॥
নিত্যকর্ম্মকারী যেবা পাপহরা জলে।
স্নাত হয়ে বক্রেশ্বরে দেখে সেই স্থলে॥
পুনরাবর্ত্তন তার না হয় কখন।
অন্যথা না হয় ইথে বেদের বচন॥
হরি হরি বল মন ছেদ শেষ হ'ল।
বল বল হরি নাম বল ভাই বল॥
এই নাম তুল্য ভবে কিছু নাহি আর।
কর ভাই মন আমার হরি নাম সার॥

কলিকল্মষবিধ্বংশি শুভং পাপ-হরং জলং। মূর্দ্ধি সিঞ্চন্তি যে দর্ভৈ স্তেঽপি যান্তি শিবালয়ং। যমলোক-পরিত্যাগে মানসং যস্য বর্ত্ততে। স যাতু বক্র-মীশানং দ্রষ্টুং ত্রিভুবনেশ্বরং। দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং দেবং স্নানাৎ পাপহরা জলে। সদৃশত্বং সমাপ্নোতি মহেশস্য ন সংশয়ঃ। নাতঃ পরতরং ক্ষেত্রমাশ্চর্য্যং ভুরি বিদ্যতে। বক্রেশ্বরসমোলিঙ্গঃ বিদ্যতে ন মহীতলে। বক্রেশস্যোত্তরে ভাগে লিঙ্গং মরকত-দ্যুতিং। যদ্দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি বিপদো বহুদুস্তরাঃ। নরস্তদ্দর্শনাদেব মুক্তিং মাপ্নোতি নান্যথা। তমারাধ্য চ জীমূত স্তপশ্চক্রে সুদুস্তরং। * * * * *

মোক্ষমাপ মহাত্মাসৌ বিপুলাং কীর্ত্তিমেবচ। মাধবক্ষেত্রনাথোঽসৌ ভৈরবো দণ্ডনায়কঃ। বক্রেশ্বরং কুপীটেশং রত্নেশং মাধবং প্রভুং। তমারাধ্য কলৌমর্ত্ত্যাঃ যান্তি বিষ্ণোঃপরং পদং। নিত্যকর্ম্মসমাযুক্তাঃ স্নাত্বা পাপহরাজলে। বক্রেশং যে প্রপশ্যন্তি ন তেসাং পুনরুদ্ভবঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সুখে পার হবে ভাই ভব পারাবার।
চক্ষে না দেখিবে ভাই যমের দুয়ার॥
সদ্য মোক্ষ হবে ভাই সে নাম চিন্তনে।
নাম লও নাম লও জীবনে মরণে॥

ছাড় ভাই বিষয় আশয় পুত্র কন্যা মায়া।
সে সকল মিথ্যা ভাই ভেল্কি আর ছায়া॥
জটিল কহিছে শুন মনরে আমার।
হরিনাম সদা চিন্ত, ছাড়রে "আমার"॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং যে ব্রতমেতৎ সমারভেৎ। বক্রেশ্বরক্ষেত্রবরে তৎ ফলং প্রবদামি বঃ। চতুর্দ্দশ্যাং উপবস্য পুর্ণিমায়াং নরোত্তম। আচার্য্যং বরয়েদ্ধীমান্ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। শম্ভুঘৃতব্রতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদং। বিদধ্যাদ্রাজতীং মূর্ত্তিং অষ্টাভির্মাষকৈর্ব্রতী। শম্ভোর্মহাত্মনঃ শুদ্ধং যথারূপং নিশাময়। মৃগশূলবরাভীতিহস্তাং চন্দ্রার্দ্ধশেখরাং। সিংহাসনং তদধস্তাৎ কুর্য্যাদম্ভোজচিহ্নিতং। পলাষ্টতাম্রপাত্রেচ সর্পিঃ প্রপূরয়েত্ততঃ। বটপত্রং তদুপরি স্থাপয়েৎ প্রতিমাং শুভাং। পূজয়েল্লিঙ্গসান্নিধ্যে প্রতিমাং পাপনাশিনীং।

নমঃ শিবায় মূর্দ্ধাদৌ হৃদয়ে তিলকে তথা। নয়নে কারণায়েতি নাসিকায়াঞ্চ শম্ভবে। শিবায় কণ্ঠদেশেতু গৌরীকান্তায় গণ্ডয়োঃ। হরিপ্রিয়ায় বদনে, বিরুপাক্ষায় হস্তয়োঃ। বক্ষঃস্থলে জগৎভর্ত্রে, উদরে শম্ভবে তথা। পৃষ্ঠে ভবপ্রভাবায়, নাভৌ পর্ব্বতবাসিনে। জানৌ চন্দ্রোত্তমঙ্গায়, পাদয়োঃ ব্রহ্মকারিণে। ইতি সংন্যস্য মতিমান্ ক্ষীরেণ স্নাপয়েচ্চ তাং। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ধূপদীপৈ স্তথোত্তমৈঃ। নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ * পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

শম্ভু ঘৃত ব্রত উপাখ্যান।

পাইয়া বৈশাখ মাসী পুর্ণিমার তিথি
আসি এই পুণ্য-প্রদা ক্ষেত্র বক্রেশ্বর,
আচরয়ে এই ব্রত শুদ্ধ চিত্তে অতি
তাহার যে ফল হয়, শুন মুণিবর।
চতুর্দ্দশী দিনে ব্রত আরম্ভ করিয়া,
পুর্ণিমায় উদযাপন এই ব্রত-রাজ,
বেদ-বিজ্ঞ আচার্য্যকে ডাকিয়া আনিয়া,
নানাবিধ দান দিয়া তোষ দ্বিজরাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার আর দ্রব্য নানাজাতি,
দিয়া এই ব্রত সুখে কর সমাধান,
শম্ভু ঘৃত ব্রত মাঙ্গলপ্রদ অতি,
আচরিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়, মতিমান।
মাহেশ্বরী মূর্ত্তি এক রজতে গঠিয়া *
স্থাপন করহ তায় দিয়া সিংহাসন
অম্ভোজের চিহ্ন তার নিচেতে আঁকিয়া,
নিরাময়রূপে তাঁরে করহ দর্শন।
অষ্টপল পরিমিত তাম্রপাত্র গড়ি
ঘৃতকর্ণকর তাহা যত্নবান্ হৈয়া,
বটের অক্ষত এক পত্র তদুপরি
আনিয়া বিধানমতে রাখহ ঢাকিয়া।
তদন্তরে প্রতিমাটি লিঙ্গ সন্নিধানে,
স্থাপন করিতে হয়, মন্ত্র সহকারে,

* অষ্টমাষা—অর্থাৎ একতোলা পরিমাণ রজত মূর্ত্তি।

তথা চতুর্দ্দশীরাত্রৌ শিবসূক্তেন মন্ত্রবিৎ। অষ্টোত্তর শতং হোমং কুর্য্যাদার্চ্চো বিচক্ষণঃ। উপানৎপাদুকাচ্ছত্রং শূলীনো প্রীতয়ে তথা। বাসোযুগং তথা বারি কুম্ভঞ্চ খট্টয়া সহ। মালাচন্দ্রাতপযুক্তং দ্বিজায়চ সমর্পয়েৎ। উমামহেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিমাং সর্ব্বকামদাং। আচার্য্যায় বিধানেন দদ্যাচ্চৈব দ্বিজন্মনে। দক্ষিণাং কাঞ্চনং দদ্যাত্তথা ব্রাহ্মণভোজনং। অনেন বিধিনা যস্তু ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ। শরীরারোগ্যমর্থঞ্চ লভতে জন্মজন্মনি। ন প্রযাতি দরিদ্রত্বং কুলে ভবতি—চাগ্রণী। অন্তকালে ভবেত্তস্য সদগতি র্নাত্র সংশয়ঃ।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শম্ভুঘৃতব্রতমহাত্ম্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ—

তার পর বিধিমতে কার্য্য প্রকরণে
ভক্তিভাবে পূজা কর সেই প্রতিমারে।
নমঃ শিবায় মূর্দ্ধাদৌ হরয়ে তিলকে তথা,
নয়নেঃকারণায়েতি নাসিকায়াঞ্চ সম্ভবে,
শিবায় কণ্ঠদেশেতু গৌরীকান্তায় গণ্ডয়োঃ
হরিপ্রিয়ায় বদনে বিরুপাক্ষায় হস্তযোঃ
বক্ষস্থলে জগৎভত্রে উদরে সম্ভবে তথা
পৃষ্ঠে ভব প্রভাষায় নাভৌ পর্ব্বত বাসিনে,
জানৌশ্চঃশ্রোত্রমাঙ্গায় পাদয়োব্রহ্ম কারিণে।
এই সব মন্ত্র পড়ি ক্ষীরে তার পর,
স্নান করাইবে সেই প্রতিমা শুভদা,
ধূপদীপ গন্ধ আর পুষ্পাদি সুন্দর
দিয়া আমোদিবে সেই স্থানটি সর্ব্বদা।
তদন্তর নানাবিধ নৈবেদ্য সম্ভারে।
পঞ্চাক্ষরি মন্ত্র * পাঠে ভক্তি চিত্ত হয়ে,
পুজিবে বিশেষরূপে সেই প্রতিমারে।
যথোক্ত বিধানে আর বিহিত সময়ে॥
সেইরূপে চতুর্দ্দশী নিশাতেও শুন,
শিবসুক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,
এক শত অষ্ট হোম ওহে তপোধন,
নিয়মিতরূপে পূজ সাত্বিকের ভাবে।
দান দিতে দ্বিজে শিব সন্তোষ কারণ,
উপানৎ পাদুকা আদি ছত্রের সহিতে,
পট্ট আদি ক্ষৌম বস্ত্র করি প্রকরণ
বারিকুম্ভ তথা খট্টা চন্দ্রাতপ যুতে।

পরে সর্ব্ব কামপ্রদা মূর্ত্তি মাহেশ্বরী,
আচার্য্য ব্রাহ্মণে দান কর বিধিমতে,
কাঞ্চন দক্ষিণা দিয়া সন্তোষিত করি,
বিপ্রগণে ভুঞ্জাইবে যথা ভক্তি চিতে।

দুই দিন ধরি ক্রমে এরূপ বিধানে,
আচরিবে এই ব্রত যত্নের সহিতে,
লভিবে আরোগ্য আর আয়ু চিরদিনে,
অর্থশালী হয়ে সুখে থাকি মহীতে।

জন্মে জন্মে এইরূপ হইয়া আসিবে
দারিদ্র জনিত দুঃখ না হবে কখন,
কুলের তিলক আর অগ্রগণ্য হবে,
মরিলে পরম ধামে করিবে গমন।

এত দূরে পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল,
হরি হরি বল ভাই চির সুখে রবে,
হরি নাম এক মাত্র পথের সম্বল,
ভবার্ণবে সুখে ভাই পার হ'য়ে যাবে।
বক্রেশ্বর পুণ্য কথা পরম সুন্দর।
শ্রীজটিল ঠাকুর কহে শুনে সাধুনর॥

---

* পঞ্চাক্ষর মন্ত্র—নমঃ শিবায়।

মন্তব্য—এই ব্রত সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর উপহার কালিকাপুরাণে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

কার্ত্তিকে মাসি যস্তত্র হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়েচ্ছঙ্করং ভক্ত্যা তৎফলং কথাতে শৃণু। যাবত্যঃ সিকতা ভূমে যাবন্তো বৃষ্টিবিন্দবঃ। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে বক্রেশ্বর-প্রসাদতঃ। কার্ত্তিকে সর্ব্বকুণ্ডেষু বারিণা যো নরোত্তমঃ। করোতি স্নানমেবাসৌ প্রয়াতি শিবসন্নিধিং। তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে কার্ত্তিকে যো ক্ষিপেন্নরঃ। ন সঃ গর্ভং পুনর্যাতি বক্রেশ্বর-প্রসাদতঃ। যঃ স্নাপয়তি তত্রৈব লিঙ্গং বক্রেশ্বরং নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কৈলাশঞ্চ স গচ্ছতি।

নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং শঙ্করাষ্টোত্তরং শতং। অযুতং বা সহস্রং বা তস্য পুণ্য-ফলং শৃণু। অশ্বমেধেন যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং দ্বিজভোজনে। তৎপুণ্যং লভতে মর্ত্ত্যঃ নাত্র কার্য্য-বিচারণা। ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রমনুষরমকণ্টকং। বাপয়েৎ

নবম অধ্যায়।

শুন শুন মুনিগণ আর এক কথা।
বেদের সম্মত ইহা নাহিক অন্যথা॥
জিতেন্দ্রিয় নর যেবা কার্ত্তিকের মাসে।
হবিষ্যান্ন করি পূজে দেব কৃত্তিবাসে॥
সেই ফলে পায় সেই স্বর্গের বসতি।
বহুকাল থাকে তথা শুন শুদ্ধমতি॥
সিকতা ভূমিতে যত বালু কণা রয়।
যত বৃষ্টি বিন্দু তথা নিপতিত হয়॥
তত দিন স্বর্গে থাকে শিবের প্রসাদে।
ভুঞ্জে নানাবিধ সুখ মনের আহ্লাদে॥
সর্ব্বকুণ্ডে তপ করে যেই সুধীজন।
কার্ত্তিকের মাসে করে গাত্র নিমজ্জন॥
অন্তঃকালে হয় তার শিবলোকে গতি।
ইহাতে সংশয় নাহি শুনহে সুমতি॥
কার্ত্তিকের মাসে যেই ভাগ্যবান নরে।
এই তীর্থ গিয়া সব নিক্ষেপন করে॥
শিবের প্রসাদে সেই মৃতের কথন।
পুনর্ব্বার গর্ভ মধ্যে না হয় গমন॥
যেই নর এই লিঙ্গ স্নান করাইবে।
সর্ব্বপাশ মুক্ত হয়ে কৈলাশে যাইবে॥
এই স্থানে আসি যেবা মৃত্তিকা লইয়া।
অষ্টোত্তর শত লিঙ্গ তাহাতে গড়িয়া॥
সহস্র অযুত কিংবা যত লয় মন।
পূজিবেক ভক্তি চিতে দেব ত্রিলোচন॥
তাহার পুণ্যের কথা শুন মুনিগণ।
যত ফল পায় সেই নর বিচক্ষণ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজনে।
যত ফল লভে নর, তত সেই জনে॥
ব্রাহ্মণের মুখ-ক্ষেত্র অতীব উর্ব্বর।
অকণ্টক সর্ব্ব বীজ উৎপাদন-কর॥
ভক্তি রূপ বীজ যদি রোপে এই ক্ষেতে।
পায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম ফল মানব কলিতে॥
ব্রাহ্মণ গোকুল হিত, জগতের আর।
জগবন্ধু কৃষ্ণ হিত, পরব্রহ্ম-সার॥
এইরূপ হিতকরী কার্য্যে করি মতি।
ব্রহ্মণ্য দেবেরে যিনি করেন প্রণতি॥
সাধ্যমতে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
তাহার পুণ্যের ফল না যায় কথন॥

সর্ব্ববীজানি মাকুৰি সর্ব্বকালিকী। নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ব্রাহ্মণং ভোজয়াম্যহং। যুগেঽন্যে চান্যঃ ধর্ম্মঃস্যাৎ কলৌ-ব্রাহ্মণ-ভোজনং। মন্ত্রপাঠেতু যঃ কশ্চিৎ পুরশ্চরণমিষ্যতে। সর্ব্বার্থসিদ্ধিরস্তস্য স্বল্পজাপাদসংশয়ঃ।

হবিষ্যাশী শুচির্ভূত্বা যঃ কুর্য্যাদ্বীরসাধনং। তস্যতুষ্টা ভবেদ্দুর্গা স্বল্পকালে সুরেশ্বরাঃ। পুরা কফল্লঃ তত্রাসীৎ পুজয়িত্বা মহেশ্বরীং। চৌরানামগ্রণীর্জ্জাতঃ শিবেনাপি পুরস্কৃতঃ। তত্র চৌরেশ্বরং দৃষ্ট্বা কফল্লেনাপি পূজিতং। তস্য চৌরভয়ংনাস্তি কফল্লং স্মরতোনিশি। তত্র দ্বাদশলিঙ্গানি সুবর্ণরচিতানি চ। স্থাপ-য়িস্যন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ তে যাস্যন্তি পরাংগতিং। সর্ব্বং কার্ত্তিকমাসঞ্চ স্নাত্বা পাপ-হরাজলে। সংযতেন্দ্রিয়-চিত্তাত্মা ন যাতি শমনাস্পদং। আকল্পং স্বর্গমাপ্নোতি

অন্য যুগে অন্য ধর্ম্ম কলিতে ব্রাহ্মণ।
বিশেষতঃ ভক্তি চিতে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
মন্ত্র পাঠ করি যেবা এই কলিকালে।
পুরশ্চারণাদি করে আসি এই স্থলে॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ তার হইবে নিশ্চয়।
স্বল্প জাপে আশাতীত হবে ফলোদয়॥
হবিষ্য করিয়া যেবা শুচিযুক্ত হৈয়া।
বীর-সাধন করে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া॥
স্বল্প কালে দুর্গা তারে সুপ্রসন্না হন।
অন্যথা না হয় ইহা শুন মুণিগণ॥
কফল্ল নামেতে পূর্ব্বে চোর এক ছিল।
ভক্তি ভাবে হেথা সেই মহেশে পূজিল॥
তাহাতে হইল সেই দৈত্যগণ-পতি।
মহাদেবও কৈল তারে পুরস্কৃত অতি॥
কফল্ল পূজিত যেবা চৌরেশ্বরে দেখে।
অথবা রাত্রিতে যেবা স্মরয়ে তাঁহাকে॥
কোন কালে চৌর ভয় নাহি থাকে তার॥
কখনই মিথ্যা নহে এই সমাচার॥
ঐ স্থানে দ্বাদশ লিঙ্গ স্থবর্ণ নির্ম্মিত।
পারে যেই মৃত্যুশীল করিতে স্থাপিত॥
নিশ্চয় সে অন্তঃকালে পায় পরাগতি।
শাস্ত্রের লিখিত বাক্য শুন মহামতি॥

জিতেন্দ্রিয়, জিত-আত্মা যেই ভাগ্যবান।
কার্ত্তিকেতে নিত্য করে পাপহরা স্নান॥
শুন শুন মুনিগণ সেজন কথন।
যমের আলয়ে নাহি করিবে গমন॥
চির কাল হবে তার স্বর্গেতে বসতি।
স্নানের ফলেতে পাবে সেই পুণ্যগতি॥
আর তার নন্দি সম পরাক্রম হবে।
শিব লোক বাস তার অবাধে হইবে॥
মাঘি অমাবস্যা তিথি দিনে যেই নর।
ভক্তিসহ সন্দর্শন করে বক্রেশ্বর॥
নিমজ্জ হয়েন আর পাপহরা নীরে।
কখন না যায় সেই যমের মন্দিরে॥
পাপহরা স্নান আর বক্রেশ দর্শন।
মাঘে প্রশস্ত অতি শুন তপোধন॥
অতএব যত্ন সহ ওহে মুনীশ্বর।
আমার বচনে সবে সেরূপ আচর॥
লইয়া মানব জন্ম যেই ইহ কালে।
মাঘ মাসে স্নান করে পাপহরা জলে॥
কিবা তার বহু পুণ্য কিবা তপ দান।
কিছুই না হয় সেই স্নানের সমান॥
বক্রেশের পুরোভাগে অন্য লিঙ্গ আছে
জম্ভেশ্বর নামে তাহা বিরিঞ্চি রয়েছে॥

পুণ্যফলগতিমেবচ। শিবলোকে বসেৎ সোঽপি নন্দিতুল্য-পরাক্রমঃ।

মাঘে মাসি তিথৌ দর্শে দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং প্রভুং। নিমজ্জ্য তস্যাং সরিতি ন যাতি যমমন্দিরং। মাঘে পাপহরাস্নানং তথা বক্রেশদর্শনং। প্রশংসন্তি মুনে শ্রেষ্ঠা স্তস্মাদ্‌যত্নেন তচ্চরেৎ। মাঘে পাপহরাস্নানং যৈঃকৃতং মনুজৈরিহ। কিং তেষাং বহুভিঃ পুণ্যৈস্তপোদানাদিকৈরপি। জম্ভেশ্বরঃ মহালিঙ্গং বক্রেশ পুরতো বসেৎ। জম্ভনামা পুরা দৈত্য স্তেনার্চ্চিতং সুরেশ্বরং। মাঘে মাসি তমী-শানং পূজয়িত্বা বিশেষতঃ। ন যাতি ধর্ম্মরাজেশং কদাচিদপি মানবঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ—

জম্ভনামে দৈত্য এক অতি পূর্ব্ব কালে।
অর্চ্চিলেন সুরেশ্বরে গিয়া সেই স্থলে॥
দৈত্যের নামানুসারে সেই লিঙ্গবর।
জম্ভেশ্বর নাম পাইল শুন মুনীশ্বর॥
মাঘ মাসে সেই শিবে যে করে পূজন।
কখন না যায় সেই যমের ভবন॥

বক্রেশ্বর তীর্থ কথা পুণ্যদ আখ্যান।
শুন শুন সাধুজন জুড়াবে পরাণ॥
কর্ণ পরিতুষ্ট হবে, হবে বহু ফল।
ইহকালে হবে সদা প্রভুত মঙ্গল॥
পরকালে স্বর্গবাস অমোঘ বচন।
জটিল করিল ইহা পয়ারে রচন॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘ। তেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাংগতিং। সত্যং তীর্থং, ক্ষমাতীর্থং, তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দানতীর্থং দমতীর্থং, সন্তোষতীর্থমুচ্যতে। ব্রহ্মচর্য্যং পরংতীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা। জ্ঞানস্তীর্থং,ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থ মুদাহৃতম্। তীর্থানামপি তীর্থঞ্চবিশুদ্ধং মনোজঃ পরঃ। ন জলাপ্লুতদেহস্য স্নানং স্নিগ্ধোঽভিধীয়তে। সন্নাতো যদি বাস্নাতো শুচিঃ শুদ্ধঃ মনোঽমলঃ। যে লুব্ধঃ, পিশুনঃ ক্রূরঃ, দাম্ভিকঃ, বিষয়াত্মকঃ। স তীর্থেষ্বপি বৈ স্নাতঃ পাপমলিন এবচ। ন শারীরমলত্যাগান্নরোভবতি নির্ম্মলঃ। মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবত্যন্তঃসুনির্ম্মলঃ। জায়ন্তেচ, ম্রিয়ন্তেচ জলচৈব জলৌকসঃ। ন গচ্ছন্তি পরং স্বর্গং সুবিশুদ্ধেন চেতসা। বিষয়েষ্বতিসংরাগঃ মানসোমল উচ্যতে। তেষ্বেবহি বিরাগশ্চ নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্। চিত্তমন্তর্গতম্ দুষ্টং তীর্থ-স্নানৈর্নশুধ্যতি। শতশৌচজলে ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি। দানং সত্যং তপঃ শৌচংতীর্থং সেবাশ্রুতং তথা। সর্ব্বাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবঃসুনির্ম্মলঃ।

দশম অধ্যায়।

মানস নামেতে অন্য এক তীর্থ আছে।
অনঘ মহর্ষিগণ শুন মম কাছে॥
তাহার বৃত্তান্ত আমি বলিব এক্ষণ।
স্নানে তথা পরাগতি পায় নরগণ॥
সত্য, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।
দান, দম, সন্তোষাদি সদ্‌গুণ সমূহ॥
তীর্থে পরিগণ্য হয় শুন ঋষিগণ।
জ্ঞান আর ধৃতি হয় তীর্থোদাহরণ॥
তীর্থ নাম ও তীর্থ মধ্যে হ য়পরিগণ্য।
মনস বিশুদ্ধি হয় তীর্থ অগ্রগণ্য॥
জলাপ্লুতে দেহ স্নিগ্ধ সততই হবে।
তীর্থস্নাত তুল্য তার মনে সদা রবে॥
মনোমলা দূরীভূতে অস্নাতে শুচি হয়।
সমল হইলে মন স্নানেও শুচি নয়॥
অতএব যেইজন এই তীর্থে স্নাত।
সেই ধন্য পুণ্যবান ত্রিভুবনে খ্যাত॥
লুব্ধ পিশুন ক্রূর দাম্ভিক যে জন।
যে জন বিষয়াসক্ত সর্ব্বদাই হন॥
সর্ব্বতীর্থ জলে যদি হন্ তিনি স্নাত।
তথাপি মনের পাপ হবে না বিগত॥
শরীরের মলত্যাগে কেহ নহে শুচি।
মনোমল পরিত্যাগে না রবে অশুচি॥
যথা দেখ জলৌকস জনমে জলেতে।
পুনরপি লীন হয় জলের মধ্যেতে॥
জলে জাত জলে স্নাত জলে প্রক্ষালিত
তথাপি না হয় তারা মলহীন চিত্ত॥
বিষয়েতে অনুরাগ মনের মালিন্য।
বিকার হইলে তার নির্ম্মলতায় গণ্য॥
অন্তর মধ্যেতে মন সদা বাস করে।
অন্যে কি কখন তার মলিনতা হরে?

নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রামো যত্রৈব বসতে নরঃ। তস্য তত্র কুরুক্ষেত্রং নৈমিষঃ পুষ্করাণিচ। জ্ঞানপূতে জ্ঞানজলে রাগদ্বেষমলাপহে। যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিং। এতত্তে কথিতং রাজন্ মানসং তীর্থলক্ষণং।

অথ মানসতীর্থোপদেশে দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যথা সুরাভাণ্ড শুচি না হইবে কভু।
শতবার শুচি জলে ধুইলেও তবু॥
দান, সত্য, তপঃ, শৌচ, দেবে স্তুতি তথা।
শুদ্ধ না হইলে মন সকলই মিথ্যা॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি যেই বিচক্ষণ।
স্থানাস্থান ভেদ শূন্যে যে খানেই রন॥
সর্ব্ব স্থান তাঁর পক্ষে পরম পবিত্র।
নৈমিষ পুষ্কর কিংবা তুল্য কুরুক্ষেত্র॥
রাগ দ্বেষ রূপ মনোমালিন্য সকলে।
অপনীত করে যেই নিজ জ্ঞান জলে॥
তাহাকে মানস তীর্থে স্নাত বলা যায়।
অন্তকালে নিশ্চয় সে পরাগতি পায়॥
মানস তীর্থের এই সকল লক্ষণ।
উপরেতে বর্ণিলাম সংক্ষেপে রাজন্॥
দশম অধ্যায় হয় অতি সুললিত।
জটিল ঠাকুর তাহা গাইলেন গীত॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অস্মিন্ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণক্রমো যো গতঃ। ক্ষারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। আদৌ বক্রেশ্বরক্ষেত্রং গত্বা স্নাত্বা নদীং পুমান্। ক্ষৌরং কৃত্বা হরং পশ্যেৎ কুর্য্যাত্তীর্থোপবাসনং। পঞ্চতীর্থবিধানন্তু শৃণ্বন্তু মুনিপুঙ্গবাঃ। পঞ্চ-তীর্থবিধানেন কর্ত্তব্যং তীর্থমুত্তমম্। হস্ত-পাদং চ প্রক্ষাল্য মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ। ক্ষেত্রোপবাসমাস্থায় তিষ্ঠেদ্বক্রেশসন্নিধৌ। প্রজ্জাল্য ঘৃতদীপং তু রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ। গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। অপরেঽহনি সংপ্রাপ্তে ক্ষেত্রে পরম দুর্ল্লভে। প্রথমং ক্ষারকুণ্ডস্য বারিণা স্নানমাচরেৎ। কৃত্বা সংকল্পমভ্যর্চ্চ্য বিধিনানেন ভোদ্বিজাঃ। স্নাত্বা দর্ভোদকে নাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। মন্ত্রং—ওঁ মহাক্ষারাব্ধিসংজাতঃ মহাপাতকনাশনঃ। হরত্বং ক্ষার কুণ্ডোঽসি যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। শিবস্য মূর্ত্তয়ে দেব ক্ষারোদয়ে হরায়চঃ। পবিত্র-

একাদশ অধ্যায়।

শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব কথন,
রম্য এই শিবক্ষেত্রের অন্য বিবরণ—
এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে ক্রম দক্ষিণেতে,
বিচক্ষণ লোক সব ভ্রমণ করিয়া,
ক্ষার কুণ্ড আদি তীর্থ পাইবে দেখিতে,
যথা পাপ হরা নদী যাইছে বহিয়া। ১
প্রথমে যাইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্র বরে,
স্নাত হইবেন তিনি নদী শ্রেষ্ঠা জলে,
ক্ষৌর করি দেখিবেন দেব মহেশ্বরে,
করিবেন অপনীত পাতক সকলে। ২
পঞ্চতীর্থে বিধিমতে তীর্থ ক্রিয়া করি,
পঞ্চ তীর্থ বিধি এই শুন মুনিবর,
মন ও বাক্য দ্বারা কর্ত্তব্য আচরি,
প্রক্ষালিবে হস্ত পদ হয়ে যত্নপর। ৩
ক্ষেত্র উপবাস পরে আচরি বিধানে,
বক্রেশের সন্নিধানে বসতি লইবে,
প্রজ্জ্বলিয়া ঘৃত দীপ রাত্রি জাগরণে,
গীত বাদ্য নৃত্য ক্রীড়া কৌতুক করিবে। ৪
পরে সে দুর্ল্লভ ক্ষেত্রে অপর দিবসে,
অগ্রে ক্ষার-কুণ্ড জলে করিবেন স্নান,
বিধান মতে সংকল্প করি অবশেষে,
সংযত করিয়া চিত্ত শুদ্ধ জ্ঞানবান্। ৫
পুনঃ সেই মহাক্ষেত্রে পরদিন প্রাতে,
স্নান শুদ্ধি লাভ সেই ক্ষার-কুণ্ড নীরে,
সংকল্প করিয়া যথা বিধান মন্ত্রেতে,
অভ্যর্থনা করিবেন বিশুদ্ধ অন্তরে। ৬
দর্ভজলে স্নাত হলে এই কুণ্ডবর,
সকল পাতক তার হরিবে নিশ্চয়,
"ওং ক্ষারাব্ধি সংজাত এই কুণ্ডেশ্বর,
হর মম পূর্ব্ব কৃত পাতক নিচয়। ৭
শিব মূর্ত্তিধারী তুমি পাপ-প্রমোচন,
নমঃ হে পবিত্র মূর্ত্তি দেব দেবেশ্বর,
কর প্রভো দাস প্রতি কৃপাবলোচন,
নমস্কার নমস্কার কুণ্ডরূপী হর। ৮

মূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকারক। জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যাপাদয় মম প্রভো। সংসারার্ণবমগ্নস্য কর্ণধারত্বমাব্রজ।

ব্রহ্মোবাচ—

ক্ষারকুণ্ডস্য পূর্ব্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে। অস্তি তৎভৈরবং কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ততোগচ্ছেন্নরোভক্ত্যা কুণ্ডং ভৈরবসংজ্ঞিতং। গৃহীত্বা তজ্জলং ভক্ত্যা মন্ত্রমেতৎ সমুচ্চরেৎ মন্ত্রং—অনেকজন্মসম্ভূতং নানাযোনিষু যৎকৃতং। পাতকং যাতু মে নাশং ভৈরবাম্বুনিষেবনাৎ। অগ্নিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপ বিনাশনং। অস্তি ভৈরবকুণ্ডস্য পূর্ব্বেঽস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ। ততোঽগ্নিকুণ্ডপয়সা দর্ভসংস্থেন যো নরঃ। অভিষেকং প্রকুর্ব্বন্তি মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ। মন্ত্রং—ওঁ মহানৃসিংহরূপোঽসি সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ। তদ্বারিস্পর্শনাদ্‌যাতু মম পাপমশেষতঃ। ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাংমন্ত্রেশ্চরসি পাবকঃ। জলরূপ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবনং। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধক্যে সমুপার্জ্জিতং। তৎসর্ব্বম্ হর মে দেব বহ্নিরূপ জলাশয় অগ্নিকুণ্ডস্য পূর্ব্বেতু জীবকুণ্ডং মুনীশ্বর। সর্ব্বাঘনাশনংচাস্তি সর্ব্বরোগনিবারণং। জীবকুণ্ডং ততোগচ্ছেৎ মন্ত্রেণানেন তত্রবৈ। স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন নিঃশেষাঘোপশান্তয়ে।

নাশ মম জন্মার্জ্জিত কলুষ কলাপ,
সংসার-সমুদ্র মগ্নে তুমি কর্ণধার,
হর মম পাপ রাশি হর মনস্তাপ,
করি আমি তব পদে প্রণত নমস্কার" ।৯
যেই মহাত্মন্ এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে,
স্নান করি ক্ষার-কুণ্ডে করিবে প্রার্থনা,
" পূজিবেক কুণ্ডরূপী দেব মহেশ্বরে,
অবিলম্বে যাবে তার সংসার যাতনা। ১০

ভৈরব-কুণ্ড।

শুন শুন মুনিগণ শুন পুনর্ব্বার।
ভৈরব-কুণ্ড উপাখ্যান করিব প্রচার॥
ক্ষারকুণ্ড পূর্ব্বভাগে সিদ্ধ নিষেবিত।
এক কুণ্ড দেখা যায় রয়েছে স্থাপিত॥
ভৈরব কুণ্ড বলি তার হয় অভিধান।
পরম পবিত্র কুণ্ড, কুণ্ডের প্রধান॥
যেই জন এই জল করি উত্তোলন।
মুখে উচ্চারণ করে নিম্নের বচন॥

"বহু জন্ম হয় মম সংসার ভিতরে।
"বহু যোনি ভ্রমিয়াছি এই চরাচরে॥
"সর্ব্ব জন্মে-সর্ব্বযোনি-সম্ভূত কল্মষ।
"এই অম্বু নিষেবনে হউক বিনাশ॥"
পাপ তার সঙ্গে সঙ্গে হইবেক ক্ষয়।
সত্য সত্য মম বাক্য নাহিক সংশয়॥

অগ্নিকুণ্ড।

এই কুণ্ড পূর্ব্বভাগে এক কুণ্ড আছে।
অগ্নিকুণ্ড নামে তাহা বিরাজ করিছে॥
সেই কুণ্ড হয় সর্ব্ব পাপ বিনাশন।
শুন শুন মুনিগণ, তার বিবরণ॥
সেই কুণ্ডে গিয়া যেবা দর্ভের সংস্থানে।
জল লয়ে এই বাক্য বলে মনে মনে॥
"হে নৃসিংহ রূপধারী সর্ব্ব পাপ হর।
"তব বারি স্পর্শি আমি পাপ নাশ কর॥
"সর্ব্বভূত-মন্ত্ররূপ নমঃ হে পাবন।
"নমঃ জলরূপধারী জগত-জীবন॥

ওঁ স্নাত্বা তজ্জীবনে দেব যাবজ্জীবনমর্জ্জিতং। ক্ষয়ং মে দুরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃত। সৌভাগ্যসংজ্ঞিতং কুণ্ডমস্তি তত্র দ্বিজোত্তমাঃ। দক্ষিণে জীবকুণ্ডস্য সর্ব্বসৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে। পার্ব্বতীস্বেদসংজাতঃ মহেশাঙ্গসমুদ্ভবঃ। তদ্বারিস্নানতোঽস্মাকং সৌভাগ্যং চাস্তু সর্ব্বদা।

ওঁ সৌভাগ্যাম্ভসি মগ্নস্তু সৌভাগ্যমুপজায়তে। সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ম্ জন্মজন্মনি। দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ডং বৈতরণী পাপমোচনী। তমাক্রম্য নরোমুচ্যেৎ শঙ্কটাৎ যমদর্শনাৎ। ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। সা চ নদী মহাঘোরা প্রসীদ তরণী ভব। ত্বং ভবিষ্যামি ভক্ত্যাঽহং প্রসীদ তাপদুঃখিতে। পরিত্রাহি নমোদেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনি। মহোত্তার্ণানি হে তপ্তে মাং প্রসীদ সুরেশ্বরি। পুনর্নাহং তরিষ্যামি তাঞ্চ বৈতরণীং নদীং।

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ। সর্ব্বপাপহরাচাস্তি ক্ষারকুণ্ডস্য দক্ষিণে। ততঃ পাপহরা গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রমোচনী। কুর্য্যাত্তচ্ছলিলে স্নানং মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ।

"হর মম যত পাপ করি বাল্যকালে।
"যৌবনে বার্দ্ধক্যে কিংবা সু কালে অ-কালে"।
তাহার সকল পাপ হয় বিনাশন।
যেই জন্মে যেইরূপ করিল অর্জ্জন॥

জীবকুণ্ড।

শুন শুন ঋষিগণ অন্য বিবরণ।
জীব কুণ্ড আছে তথা সর্ব্বাঘ নাশন॥
সর্ব্ব রোগ নিবারণ এই কুণ্ডে হয়।
বেদের সম্মত ইহা নাহিক সংশয়॥
সেই স্থানে গিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণে।
সর্ব্ব পাপ নাশ হয় কবিলে বিধানে॥
নমঃ প্রভো হর রূপী সংসার-জীবন।
স্নান করি তব জলে আর আচমন॥
নাশহ আমার পাপ করি চির দিনে।
অথবা যে পূর্ব্ব জন্মে করি অন্য স্থানে॥
হর চূড়ামণি তুমি অমৃতে পূরিত।
এই সুধানীর পানে হইলাম প্রীত॥
মুক্তি দেহ সদামৃত, হই হে প্রণত।
বিনাশ দুরীত মম জন্মে জন্মেকৃত॥

সৌভাগ্য-কুণ্ড।

এই কুণ্ড দক্ষিণেতে অন্য কুণ্ড আছে।
সৌভাগ্য নামেতে তাহা বিখ্যাত হয়েছে॥
এই কুণ্ড জলে যে মানব করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ বিনাশান্তে শুভ ভাগ্য পান॥
এই কুণ্ড-জল, লোকে হয়েছে বিখ্যাত।
মহেশাঙ্গ সমুদ্ভূত, দুর্গাস্বেদ জাত।
তব বারি স্নানে মম হউক সৌভাগ্য।
ভোগ করি চিরকাল শরীর আরোগ্য॥

সৌভাগ্য কুণ্ডকে স্তব ও প্রণাম—

নমঃ হে সৌভাগ্য-কুণ্ড ভাগ্যদাত্রী তুমি।
জন্মে জন্মে ভাগ্যবান্ হই যেন আমি॥

বৈতরণী।

ব্রহ্মকুণ্ড হৈতে তার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে।
পুণ্য-তোয়া বৈতরণী বহে অনুক্ষণে॥
নরগণ যদি তাহা করে অতিক্রম।
শঙ্কটে না পড়ে কভু দেখিলেও যম॥

স্নান ও অতিক্রম করিবার মন্ত্র—

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণি॥
"স্নান করি তব জলে ওগো, বরাননি।"

মন্ত্র—ওঁ ত্রিকুণ্ডনিঃসৃতে দেবি হরাভিষেককারিণি। নাম্না পাপহরাসি ত্বং মম পাপহরা ভব। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে চান্তিমে কৃতং। তৎ সর্ব্বং হর মে দেবি নমঃ পাপহরেঽম্বিকে। নমঃ পাপহরে দেবি দেবলোকেইতি বিশ্রুতে। ত্বয়ি স্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংক্ষয়ং। জন্মকোটিসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং। তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে। জীবকুণ্ডস্য ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতং। ভক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণামস্তি সর্ব্বাঘনাশনং। ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃস্নাত্বা বাক্যমেতদুদীরয়েৎ। ব্রহ্মণ্ চতুর্ম্মুখোঽসিত্বং সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ। দেবেশঃ জনকঃ শ্রীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায়চ। ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ। দ্রবরূপঃ মহাদেব জগন্নিস্তারকারক। যৎ যৎ ময়াকৃতং পাপং তত্তৎ নাশয় সেবনাৎ। শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনং। অস্তিতৎ ব্রহ্মকুণ্ডস্য পূর্ব্বভাগে দ্বিজোত্তমাঃ। শ্বেতগঙ্গাং ততো গচ্ছেৎ শ্বেতপুষ্পৈঃ প্রপূজ্যতাং। তত্র স্নানং নরঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন-ভক্তিতঃ।

"ভবমায়ার্ণবে মোরে পার ক'রে দিও।
"সাগরের কূলে মম তরণী হইও॥
"ভক্তিচিত্তে এই আমি করি অতিক্রম।
"পরিত্রাণ করো দেবি আমি নরাধম॥

পাপহরা।

"মহোত্তীর্ণানি হে তপ্তে তুষ্টা হও তুমি।
"পুনঃ অতিক্রম যেন নাহি করি আমি॥"
পুনরপি সেই ক্ষার কুণ্ডের দক্ষিণে।
সর্ব্ব পাপহরা নদী বহে দিনে দিনে॥
যিনি এই নদীজলে করিয়া বিধান।
নিম্ন মত মন্ত্র পাঠে করিবেন স্নান॥
মন্ত্র—
"অয়ি ত্রিকুণ্ড নিঃসৃতা দেবি পাপহরা।
"নাম গুণে হও দেবি মম পাপহরা॥
"বাল্যে যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে কৌমারে।
"যত পাপ করি আমি ওগো পাপহরে॥
"সর্ব্ব পাপ হর দেবি, করি নমস্কার।
"বার বার শতবার শত শত বার॥
"নমঃ পাপহরে মাতঃ দেবলোকে খ্যাত।
"তব জলে করি স্নান যথাবিধি মত॥
"জন্ম জন্মার্জ্জিত মম কলুষ নিচয়ে।
"নাশ করি, ত্রাণ কর, ওগো হরপ্রিয়ে॥"
তাঁর সর্ব্ব পাপরাশি হইবে নিধন।
তাহাতে অন্যথা নাহি হয় কদাচন॥

ব্রহ্মকুণ্ড।

জীবকুণ্ড ঈশানেতে ব্রহ্মকুণ্ড নামে।
অন্য এক কুণ্ড আছে বক্রেশ্বর ধামে॥
ভক্তিমুক্তি প্রদ সেই কুণ্ডেশ্বর হয়।
মানবের পাপরাশি সদ্য করে ক্ষয়॥
এই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া শত শত জনে।
স্নান করে প্রার্থে আর নিম্ন প্রকরণে :—
"সর্ব্বদেব পূজনীয় তুমি হে ব্রহ্মণ।
"সর্ব্বপাপ ক্ষয়, প্রভো, করগো শ্রীমন্।
"ওঁ নমঃ শিব শান্ত সর্ব্বপাপ হর।
"ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বরূপ তোমায় নমস্কার॥
"দ্রব-রূপ মহাদেব জগত তারক।
"যত যত পাপ করি হওগো হারক।

শ্বেতাঙ্গে, দেবি গঙ্গে, হর-মুকুটলসল্লোলকল্লোল-মালে। ত্বামষ্ঠত্রা ত্বং সুরাণামচিরমমৃত দেবি স্তোদোলন-ভঙ্গে। রুদ্রাঙ্গে, রুদ্ররূপে সুরজন-নিলয়ে ধাত্রিকে, স্বর্গমার্গে। ভাব্যে দিব্যে স্বরূপে হর মম দুরিতং মোক্ষদে বিশ্বরূপে। জন্মকোটিসহস্রেণ যৎপাপং সমুপার্জ্জিতং। মজ্জনেন চ মে তত্ত্বং ব্যাপাদয় সুরালয়ে। আজন্ম মরণং যাবৎ পবিত্রা যা মহীতলে। মাং প্রসীদ সিতে দেবি, রক্ষ মাং ভবসাগরাৎ। ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরানন্দে, পাপানি যান্তি নাশতাং। সর্ব্বভূতসমাধুক্তা ভবেয়ং সুর-পূজিতে। শ্বেতকীর্ত্তি মহাশ্বেতে গঙ্গে সর্ব্বাঘনাশিনী। জন্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশ-বল্লভে। অজ্ঞানাৎ জ্ঞানতোবাপি যন্ময়া-দুষ্কৃতং কৃতং॥ তৎসর্ব্বং হর মে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমোস্তুতে।

উত্তরে শ্বেতগঙ্গায়াঃ পুত্রৈশ্বর্য্যসুখপ্রদে। বর্ত্তেত বিধিবৎ কর্ম্ম বটবৃক্ষং প্রপূজ্যচ। অত্রশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৃণাং যতমানসঃ। যথাশক্তিচ বিপ্রেভ্যং দানং দদ্যাৎ সমাহিতঃ। বটস্তত্র মহানস্তি নাম্নাক্ষয় ইতীরিতঃ। কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা শিবভাবেন সংস্পৃশেৎ। ওঁ হরিবল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমূর্ত্তিধরাক্ষয়। কল্পবৃক্ষস্বরূপোঽসি মম পাপক্ষয়ংকুরু। বটবৃক্ষসমীপেতু মাধবং যে নরোত্তমাঃ। প্রপশ্যন্তি

শুন শুন দ্বিজগণ আর অন্য কথা।
সর্ব্বপাপ-নাশা-গঙ্গা অধিষ্ঠান তথা॥
এই স্থানে পাপহরা অতিক্রম করি।
পূজিবে পবিত্রা নদী এই মন্ত্র পড়ি॥
শ্বেত পুষ্প দিয়া তারে পূজিবে বিস্তর।
তুষ্টা যেন হন, দেবী তোমার উপর॥

স্নান মন্ত্র—

শ্বেতাঙ্গে, হরমুকুট লসৎ দেবি গঙ্গে।
দেবের অমৃতদায়ী দেবি স্তোদ্ধলন ভঙ্গে॥
রুদ্ররূপে, সুরজন-নিলয়ে ধাত্রিকে রুদ্রাঙ্গে।
ভাবে দিব্যে স্বরূপে বিশ্বরূপে অতুলতরঙ্গে।
কোটী জন্মার্জ্জিত পাপহর চাহি করুণা অপাঙ্গে
সুরালয়ে তব জলে করিতেছি স্নান।
প্রসন্না হইয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥
তুষ্টা হ'য়ে পার কর এ ভব সাগরে।
সুরানন্দে হর মম কলুষ নিকরে॥
সমভাবে অধিষ্ঠিতা আছ সর্ব্বভূতে।
ভবার্ণবে রক্ষা কর মা সুর পূজিতে॥

মাতঃ শ্বেতগঙ্গে তুমি সর্ব্বাঘ নাশিনী।
জন্মকোটী কৃতপাপ হর শুভাননি॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে যত পাপ মম হয়।
নমঃ নমঃ শ্বেতগঙ্গে কর সব ক্ষয়॥
পুত্রৈশ্বর্য্য বৃদ্ধিপ্রদ গঙ্গার উত্তরে।
বিধিমত পূজা কর বটরূপী হরে॥
হইয়া সংযত চিত্ত পিতৃলোক গণে।
সন্তুষ্ট করহ ঋষি, সপিণ্ড প্রদানে॥
বিপ্রগণে যথাশক্তি কর সবে দান।
যেই স্থানে দেখ সেই বট বিদ্যমান॥
সেই শুদ্ধাক্ষয় বটে করহ পূজন।
তদন্তর তথা হ'তে হও নিবর্ত্তন॥
পুনরায় ভক্তিভাবে বটরূপী শিবে।
সংস্পর্শ ও প্রদক্ষিণ বিধানে করিবে॥
পরে কর স্তব তাঁরে নিম্নোক্ত প্রকারে।
"হর বল্লভ, হরমূর্ত্তি রক্ষা কর মোরে॥
"কল্প বৃক্ষ স্বরূপ কামদ বৃক্ষবর।
"নমঃ তব মূলে মম পাপ ক্ষয় কর॥"

মুনিশ্রেষ্ঠা স্তেষাং মুক্তিঃকরেস্থিতা। ওঁ শ্রীমন্ মাধব দেবেশধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ। সর্ব্বেশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোস্তুতে। মাধবস্থ সমীপেতু সর্ব্বদেবান্ সমাগতান্। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কামধেনুঞ্চ পূজয়েৎ।

• ততো বৃষং সমালিঙ্গ্য সংপশ্যেদ্বক্রমীশ্বরং। ততোঽভিষিচ্য পাদ্যাদ্যৈঃপূজয়েচ্চ যথাক্রমং। অষ্টাবক্রার্চ্চিত দেব পরমাত্মন্ নিরঞ্জন। গৌরীশ সর্ব্বজীবাত্মন্ পাপসংহার-কারক। সংসারকারণাতীত, গুণাতীত নিরঞ্জন। বিরূপাক্ষ নমস্তুভ্যং মহেশ্বর নমোঽস্তুতে। অনেন প্রার্থনাং কৃত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরং। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা নরোভবতি নান্যথা। অনেন বিধিনা যস্তু সংপশ্যেদ্বক্রমীশ্বরং। ইহ সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্যুক্তো ভূত্বা তিষ্ঠেন্ন চান্যথা। পরত্র শিবসাযুজ্যং শিবেন সহ মোদতে। ইয়ং ক্ষেত্রং পরং রম্যং অষ্টাবক্রবিনির্ম্মিতং। যঃস্মরেৎ প্রণমেৎ বাপি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। যশ্চৈতৎ শৃণুযাদ্ভক্ত্যা দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ। পঠেৎ বা পাঠয়েৎ বা পি সোঽপি সদগতিমাপ্নুযাৎ।

ইতি শ্রীশ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীশ্রীবক্রেশ্বরমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

ঐ বট সন্নিধানে মাধবে যে নরে।
সভক্তি দর্শন করে মুক্তি পায় করে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষপ্রদ শ্রীমাধব।
সর্ব্বেশ্বর জগদ্ধাম দেব মহাদেব॥
নিকটে সকল দেব হয়ে সমাগত।
গন্ধ পুষ্পাদির সহ পূজে ভক্তিমত॥
তদনন্তর, মহাবৃষ-করি আলিঙ্গন।
অষ্টাবক্রেশ্বর দেবে করহ দর্শন॥
পরে তাঁর পূজা আদি করিবে বিধানে।
পরমা ভক্তিতে আর সাধ্য একরণে॥
"অষ্টাবক্রার্চ্চিত দেব, পরমাত্মা নিরঞ্জন।
গৌরীশ সর্ব্ব জীবাত্মা সর্ব্ব পাপ নিসূদন॥
সংসার, কারণাতীত গুণাতীত, গুণেশ্বর।
বিরূপাক্ষ দেব নমঃ নমঃ মহেশ্বর—॥"
এইরূপে বিশ্বেশ্বরে অর্চ্চনা করিবে।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা নিশ্চয় হইবে॥
এই বিধি মতে যিনি দেবেশ বক্রেশে।
পূজেন সভক্তি-চিত্তে অশেষ বিশেষে॥
ইহকালে চিরসুখ করেন সম্ভোগ।
আয়ুবৃদ্ধি হয় তাঁর নাহি হয় রোগ॥
পরকালে নিশ্চয় তার শিবলোকে গতি।
ইহাতে সংশয় নাই শুন শুদ্ধমতি॥
এইখানে শেষ হইল কথা পুরাতন।
পরম নিগূঢ় ইহা শুন সর্ব্বজন॥
বলরে অবোধ মন বল হরি হরি।
ভবার্ণবে পাবে তাঁর শ্রীচরণ-তরি॥
পুত্র কলত্রাদি সবে কিছু না করিবে।
ক্ষণেকের তরে মাত্র ক্রন্দন করিবে॥
টানিয়া ফেলায়ে দিবে নদীতে নালাতে।
যদি নাহি জুটে কড়ি দাহন করিতে॥
অথবা দিবেনা কড়ি মায়ায় পড়িয়া।
ক্রিমীময় হবে দেহ পচিয়া পচিয়া॥
অথবা ছিঁড়িয়া খাবে শৃগাল কুক্কুরে।
সদা কেন মর ভাই স্ত্রী পুত্র তরে॥
বিষয় আশয় পুত্র স্ত্রী পরিবার।
ভাবিয়া দেখহ কেহ না হয় তোমার॥
সমনে দমন কেহ করিবে না, হায়।
ধরিয়া লইয়া যাবে বান্ধিয়া গলায়॥
অতএব ছাড় ভাই সংসারের মায়া।
ভাব সেই হরি পদ এক মন হৈয়া॥
অতীব পবিত্র এই পুণ্যদ আখ্যান।
জটিল চক্রবর্ত্তী কহে শুনে পুণ্যবান্॥

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট ।

বক্রেশ্বর-দর্শন-বিষয়ক-বর্ণনা ।

আদৌ বক্রেশ্বরং গত্বা, ক্ষৌরং কৃত্বা, পাপহরাজলে স্নাত্বা. দেবান্ পিতৄন্ সন্তর্প্য, যথা-সম্ভবসম্ভারৈরর্ঘ্যৈরবাহনরহিতং পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং বিধায়, হরং দৃষ্ট্বা, তীর্থোপবাসং কুর্য্যাৎ। হস্তৌ পাদৌচ প্রক্ষাল্য একমনাঃ রাত্রৌ ঘৃতপ্রদীপং সংজ্বাল্য, গীতবাদ্যাদিভিঃ জাগরণং কুর্য্যাৎ। অপরেঽহনি পাপহরাজলে স্নাত্বা কৃতনিত্যকৃত্যকুণ্ডযাত্রাং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রথমং ক্ষারং কুণ্ডং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি (শ্রীবিষ্ণোরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রশ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ) জন্মজন্মকৃতাশেষপাপপ্রমোচনকালে কুশাগ্রেণ ক্ষারকুণ্ডোদকেন স্নানমহং করিষ্যে। পুটাঞ্জলি—ওঁ মহাক্ষারাব্ধিসংজাত মহাপাতকনাশন। ক্ষারকুণ্ড হরাত্মত্বং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। শিবস্য মূর্ত্তয়ে দেব ক্ষারোদয়হরায়চ। পবিত্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকারক। জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যাপাদয় মম প্রভো। সংসারার্ণবমগ্নস্য কর্ণধারত্বমাব্রজ। ইতি পঠিত্বা কুশাগ্রেণ স্নায়াৎ।(১) এততস্তু পূর্ব্বে ভৈরবকুণ্ডং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি * * * নানাযোনিষ্বনেকজন্মকৃতাশেষপাপনাশনকামোভৈরবকুণ্ডোদকেন স্নানমহং করিষ্যে। তজ্জলং গৃহীত্বা মন্ত্রমেতৎ পঠেৎ। ওঁ অনেকজন্মসম্ভূতং নানাযোনিষু যৎকৃতং। পাতকং যাতু মে নাশং ভৈরবাম্ভোনিষেবনাৎ।

(২) ততঃ তৎপূর্ব্বে বহ্নিকুণ্ডং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি। বাল্যযৌবন বার্দ্ধক্যে সপ্তজন্মকৃতাশেষপাপক্ষয়পূর্ব্বকবিষ্ণুলোকগমনকামোঽগ্নিকুণ্ডোদকেন কুশাগ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ মহানৃসিংহরূপোঽসি সর্ব্বপাপপ্রনাশন। ত্বদ্‌বারিস্পর্শনাৎ যাতু মম পাপমশেষতঃ। ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। জলরূপ নমস্তুভ্যং সর্ব্বপাপং ব্যাপাদয়। নমস্তে শিবরূপিণে শিবার্থং তিষ্ঠসে নৃণাং। কুশাগ্রসংস্পৃষ্টজলেন হর মে দেব নিশ্চিতং। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধক্যে সমুপার্জ্জিতং। তৎ সর্ব্বং হরমে দেব বহ্নিরূপ জলাশয়। ইতি মন্ত্রেণ কুশাগ্রেণ শিরসি জলং দদ্যাৎ। (৩) ততস্তৎপূর্ব্বে জীবকুণ্ডং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি * * * যাবজ্জন্মকৃত নিঃশেষাঘাপনোদনপূর্ব্বকযমালয়াদর্শনকামো জীবকুণ্ডোদকেন কুশাগ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ স্নাত্বা তজ্জীবনেনাদ্যং যাবজ্জীবং মায়ার্জ্জিতং। নাশয়ামি নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবনম্। হরচূড়ামণি ত্বংহি অমৃতস্তে পিবাম্যহং। ক্ষয়ং মে দুরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃতং। ইতি পঠিত্বা কুশাগ্রেণ স্নায়াৎ। (৪) তদ্দক্ষিণে সৌভাগ্যকুণ্ডং গত্বা তত্র শাল্মলিদ্রুমং * ভৈরবরূপং পূজয়েৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তত্বযমালয়াদর্শনকামো শাল্মলি পাদপস্থং ভৈরবং পূজয়িষ্যে। ওঁ ভৈরবায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য। ওঁ দিগম্বরং জবাবর্ণং জরামরণবর্জ্জিতং। চারুচন্দ্রং জটাজূটং ভৈরব ত্বাং নমাম্যহং। দর্ব্বীকরগুণোপেতং কিঙ্কিণিমেখলান্বিতং স্বর্ণপিঙ্গজটাভারং ভৈরব ত্বাং নমাম্যহং। ইতি মন্ত্রাভ্যাং সংপূজ্য যমসন্দর্শননিবৃত্তয়ে শাল্মলিং নমস্কুর্য্যাৎ। (৫) ততঃ সৌভাগ্যকুণ্ডং

* (অতি অল্পদিন হইল এই মহাদ্রুমটি বিশুষ্ক হওয়ায় পাতিত হইয়াছে।)

গত্বা স্নায়াৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্ব্বপাপবিনাশনপূর্ব্বকসর্ব্বসৌভাগ্যবৃদ্ধিকামো সৌভাগ্য কুণ্ডোদকেন কুশাগ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ সৌভাগ্যাভসি মগ্নস্য সৌভাগ্যমুপজায়তে॥ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ং জন্মজন্মনি।

পার্ব্বতীস্বেদসংজাত মহেশাঙ্গসমুদ্ভব। ত্বদ্বারিস্নানতোঽস্মাকং সৌভাগ্যঞ্চাস্তু সর্ব্বদা॥ ইতি পঠিত্বা কুশাগ্রেণ স্নায়াৎ। (৬) তদ্দক্ষিণে বৈতরণীং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি যমদর্শনমোচনকামো বৈতরণীং তরিষ্যে। ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। সা ত্বং নদী মহাঘোরা প্রসীদ তরণী ভব। ত্বাং তরিষ্যামি ভক্ত্যাহং প্রসীদ পাপ-দুঃখিতং। পরিত্রাহি মহাদেবি সর্ব্বং পাপং প্রণাশয়। ময়া তীর্ণাসি হে তপ্তে মাং প্রসীদ সুরেশ্বরি। পুনর্নাহং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ বৈতরণীং নদীং। ইতি পঠিত্বা পারং গচ্ছেৎ। (৭) ততঃ পাপহরাং গচ্ছেৎ সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যে কৃতাশেষপাপক্ষয় পূর্ব্বকপরমপদপ্রাপ্তিকামো পাপহরায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ ত্রিকুণ্ডাৎ নিঃসৃতে দেবি হরাভিষেককারিণি। সর্ব্বপাপহরাসি ত্বং মম পাপহরা ভব। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে বার্দ্ধক্যে কৃতং। তৎ সর্ব্বং হর মে দেবি মম পাপহরা ভব। নমঃ পাপহরে দেবি দেব-লোকেতি বিশ্রুতে। ত্বয়ি স্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংক্ষয়ং। জন্মকোটিসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং। তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে। (৮) ততঃ জীবকুণ্ডাৎ উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ডং গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্ব্বাঘনাশনপূর্ব্বকভক্তিমুক্তি কামো ব্রহ্মকুণ্ডোদকেন কুশাগ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ। দ্রবরূপ মহাদেব জগন্নিস্তারকারক। যৎ যৎ ময়াকৃতং পাপং তত্তৎ নাশয় সেবনাৎ। (৯) ততোশ্বেতগঙ্গাং গত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি জন্মকোটিসহস্রসমুপার্জ্জিতপাপক্ষয়কামঃ শ্বেতগঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ শ্বেতাখ্যে দেবি গঙ্গে হরমুকুটলসদ্দোলনকল্লোলমানে। ভূমিষ্ঠাত্বং সুরাণামচিরামমৃত:দেব স্তোদোলন-ভঙ্গে। রুদ্রাঙ্গে, রুদ্ররূপে সুরজননিলয়ে ধাত্রিকে সিদ্ধিমার্গে। ভব্যে দিব্যে স্বরূপে হর মম দুরিতং মোক্ষদে বিশ্বরূপে। জন্ম কোটিসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং। মজ্জনেন চ মে তত্বং ব্যাপাদয় সুরালয়ে। আজন্ম মরণং যাবৎ পবিত্রয় মহীতলে। মাং প্রসাদ সিতে দেবি রক্ষ মাং ভবসাগরাৎ। ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরানন্দে পাপানি যান্তু নাশতাং। সর্ব্বভূতে সমাযুক্তা ভব ত্বং সুরপূজিতে। শ্বেতকীর্ত্তিবহে শ্বেতগঙ্গে সর্ব্বাঘনাশিনী। জন্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশ বল্লভে। অজ্ঞানাৎ জ্ঞানোতোবাপি যন্ময়া দুস্কৃতং কৃতং। তৎসর্ব্বং হরমে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমো নমঃ। (১০) ততোঽক্ষয়ং বটং গত্বা তং সংপূজ্য প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিবভাবেন সংস্পৃশেৎ। হরি-বল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমূর্ত্তিধরাক্ষয়। কল্পবৃক্ষস্বরূপেঽসি মম পাপক্ষয়ং কুরু। তৎসমীপে মাধবং পূজয়েৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামনয়া মাধবং পূজয়িষ্যে শ্রীমন্ মাধব দেবেশ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ। সর্ব্বেশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোস্তুতে। তৎসমীপে সর্ব্বান্ দেবান্ গন্ধাদ্যৈঃ সংক্ষেপতঃ সংপূজয়েৎ, কামধেনুঞ্চ সংপূজ্য বটবৃক্ষমালিঙ্গ্য শ্বেতগঙ্গায়াঃ দক্ষিণে বৃষং পূজয়েৎ। ওঁ কৃতাদিযুগরূপায় ধ্যানাদিব্রতরূপিণে। ধর্ম্মাদিফলরূপায় বৃষভায় নমোঃ নমঃ। ততো বেদীমধ্যে গত্বা শিবং পশ্যেৎ। ততঃ সংকল্পং কুর্য্যাৎ

ওঁ অদ্যেত্যাদি জন্মকোটিসহস্রসমুপার্জ্জিতপাপক্ষয়ব্রহ্মহত্যাসহস্রপাপক্ষয়ভূমিরেণুবৃষ্টি বিন্দুতুল্যকালস্বর্গবাসবারাণসীমরণফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীমহাদেবদর্শনং করিষ্যে। শিবং দৃষ্ট্বা পুনঃ সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি শিবসারূপ্যপূর্ব্বকশিবলোকেগমনকামঃ শিবপূজাং করিষ্যে॥ ওঁ পার্ব্বতীকান্ত দেবেশ ভক্তত্রাণপরায়ণ। বিশ্বেশ্বর নমস্তুভ্যং পরমানন্দরূপিণে। ওঁ অষ্টাবক্রার্চ্চিতেশান পরমাত্মন্ নিরঞ্জন। গৌরীশ সর্ব্ব জীবাত্মন্ পাপ সংহারকারক। সংসারকারণাতীত গুণাতীত গুণাকর। বিরূপাক্ষ নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর। নমস্তুভ্যং ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলপাণয়ে নমঃ। ত্রিমূর্ত্তয়ে নমস্তুভ্যং ত্রিলোকপতয়ে নমঃ। ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং ত্রয়ীভূতায় তে নমঃ। নমোনমঃ প্রসীদ ত্বং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ। ব্যক্তাব্যক্তায় দিব্যায় সূক্ষ্মায় পরমাত্মনে। বক্রেশ্বরায় দিব্যায় নমশ্চন্দ্রার্দ্ধমৌলিনে। ব্রহ্ম বিষ্ণু স্বরূপায় রুদ্রায় মেঘসপ্তয়ে। উমাপ্রিয়ায় শুভ্রায় দেবানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ সংসার নাথায় জটামুকুটধারিণে। নমস্তে নীলকণ্ঠায় ত্রৈলোক্যহরমূর্ত্তয়ে। এবং সংপূজ্য বিধিবৎ বক্রেশ্বরমুমাপতিং। নত্বা তৎচ্ছিবনৈবেদ্যং ক্ষিপেদগ্নৌজলেঽপিবা। অনেন বিধিনা যস্ত পশ্যেদ্ বক্রেশ্বরং শিবং। সোঽত্র সর্ব্বসুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতে।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তবক্রেশ্বর দর্শনপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

আধুনিক অতিরিক্ত দৃশ্যাবলী—

অধুনা এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে দাঁইহাট নিবাসী ধর্ম্মোৎসাহী, পবিত্র চেতা, দানশীল জমীদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইষ্টক নির্ম্মিত একটি সুদৃশ্য নাতিবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। মন্দিরটির চারিটি প্রকোষ্ঠ হইয়াছে। মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠ দুইটির মধ্যে একটি ৺ কালীমাতার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন এবং অপরটী তাঁহার পূজোপকরণ সামগ্রীসম্ভার রাখিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শুনিয়াছি, একটী শিবস্থাপন করিবেন। বাম পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত খাঁকি বাবার মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। এই মন্দিরের চারিটী প্রকোষ্ঠই দক্ষিণাভিমুখী। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আর একটী বাসোপযোগী অট্টালিকা গঠিত হইয়াছে। ইহার সকল দ্বারই পশ্চিমাভিমুখী। এই বাটীটিও অসুন্দর নহে। উপরোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বোধ হয়, এই স্থানটী সাময়িক অবস্থান জন্য প্রস্তুত করাইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে অনতিউচ্চ শ্বেতবর্ণের প্রাচীর দ্বারায় বেষ্টন করিয়াছেন। পরম পূজনীয় পূজ্যপাদ খাঁকি বাবাজি এই মন্দির স্থাপনের নেতা এবং তাঁহারাই আদেশমত এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ও বাটীর দক্ষিণ দিকে পাপহরা নদীর অপর পার্শ্বে শ্মশান মধ্যে অঘোরপন্থী ধর্ম্মাবলম্বী একজন যোগী একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। এই কুটীরের সম্মুখে এবং পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ সুরঞ্জিত ও সুগন্ধ এবং মনোরম পুষ্পের দ্বারা ইহাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! যোগের কি অসাধ্য ক্রিয়া। যে স্থানে লক্ষাধিক শবদাহন হইয়াছে, যে স্থানে প্রত্যহ বিংশতাধিক শব দগ্ধ হইতেছে এবং যে স্থানে

অসংখ্য নরমুণ্ডেও কতকাল দর্শক মাত্রেরই বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, যেখানে দর্শকগণের হৃদয়ে সাংসারিক সুখ তিরোহিত হইয়া জীবন ধারণ অতীব নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হয়, এবং সর্ব্ববিষয়েই বৈরাগ্য মনের সর্ব্বাংশেই একাধিপত্য স্থাপন করে, সেই ভীষণ জন-প্রাণিহীন স্থানে কুক্কুর গৃধ্র পরিপূর্ণ মহাশ্মশান মধ্যে যোগবশে তিনি অকুতোভয়ে বাস করিতেছেন। এই যোগীর আকার গঠনে ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয়, ইঁহার জন্মভূমি উৎকল কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ। আমাদের এদেশে আসিয়া ইনি বহুকাল ব্যাপিয়া সিউড়ীর পশ্চিমে চারি ক্রোশ দূরে হরিপুর নামক গ্রামের সন্নিকটে "বোকা রাক্ষসী" নামে খ্যাত নির্জ্জন নদীকূলে ভীষণ শ্মশান মধ্যে একাকী বাস করিতেন।

দৃশ্যান্তর।

মানগিরি গোসাঞীর সমাধি।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে মানগিরি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি এই স্থানেই যোগসিদ্ধ হইয়া জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণ করেন। অদ্যাপিও শ্রুত হওয়া যায়, এই যোগী এই-রূপে বক্রেশ্বর ধামে সমাধিস্থ হইয়া ৺কাশীধামে পুনরাবির্ভূত হন এবং ঘটনাক্রমে তথায় বক্রেশ্বর নিবাসী অনেক পাণ্ডাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আদেশ করেন—"আমি শ্রীশ্রী৺ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে সমাধি গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা সেই সমাধির উপর একটী শিবলিঙ্গ অচিরে স্থাপন করিবে"। আরও বলিয়াছিলেন "যে কোন শূল-পীড়িত ব্যক্তি তৎস্থানে গিয়া ভক্তি সহকারে আমার সেই সমাধি মন্দিরের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবেক ও উপরোপরি লেপন করি-বেক তাহার পীড়া ও বেদনা অচিরে আরোগ্য হইবেক"। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বলিয়া গিয়াছিলেন "ঔষধ (মৃত্তিকা) গ্রহণের সময় আমার নিকটে এক ডোর কৌপীন মানসিক করিয়া ঐ সমাধি উপরে প্রদান করিবেক।" এই বাক্যে কড়িধাপ্রবাসী শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ, পরীক্ষার্থে স্বগ্রাম নিবাসী শূল-পীড়িত কয়েক জন ভদ্র লোককে ঐ মৃত্তিকা ভক্ষণ ও লেপন করাইয়াছিলেন এবং অচিরেই প্রত্যক্ষীভূত ফললাভে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এখনও অনেক লোক ঐরূপ করিয়া করিয়া সম্পূর্ণ ফললাভ করে—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধি মন্দিরটী শ্বেতগঙ্গার উত্তর পাহাড় সংলগ্ন। ঐ পাহাড়-স্থিত বাঁধাঘাটের বামপার্শ্বে অক্ষয় বটবৃক্ষের নিকট অবস্থিত।

গুহা—

কথিত আছে, বহুকাল পূর্ব্বে দুখুগিরি বা দুখিয়াগিরি নামক এক যোগী এই স্থানে অব-স্থান করিয়া যোগাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেন। শ্রুত হওয়া যায়, একদা বক্রেশ্বরনিবাসী অনেক পাণ্ডা একটী বৃহদাকার ষণ্ড অন্বেষণে না পাইয়া এই গুহাস্থিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার প্রতি কৃপাপরবস হইয়া বলিয়াছিলেন "যদি তুমি এই স্থানে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও তাহা হইলে তোমার ষণ্ড এখনই পাইবে"। এই বলিয়া তিনটী তুড়ী (অঙ্গুলী স্ফোটক) করিয়া সেই গুহা হইতেই ঐ ষণ্ডটী বাহির করিয়া দেন। গুহাটী বক্রেশ্বর

দেবের মন্দিরের পশ্চিমে কেবলমাত্র অন্য একটী মন্দির (যাহার মধ্যে জগদারাধ্যা মহিষ-মর্দ্দিনী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন) ব্যবধান আছে। গুহাটী দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি হস্ত, প্রস্থে সার্দ্ধ দ্বি-হস্ত, এবং উর্দ্ধেও সার্দ্ধ দ্বিহস্তের অধিক নহে। বহির্দ্বার উর্দ্ধে দেড় হস্ত এবং প্রস্থে ন্যূনাধিক এক হস্ত মাত্র।

ভৈরব বেদী ও শাল্মলী বৃক্ষ বিবরণ।

শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে একটী অতি প্রাচীন সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত একটী অনতিউচ্চ গোলাকার বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই স্থানে উপরোক্ত বৃক্ষমূলে ভৈরবের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বেও এখানে এই বেদী ছিল, সম্প্রতি উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত খাঁকী বাবা তাহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া প্রায় নূতন করিয়াছেন এবং তাহাতে এক খণ্ড খোদিত প্রস্তর আপন নামাদি অঙ্কিত করিয়া বেদীর সম্মুখ ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। শাল্মলী বৃক্ষটী অতি পুরাতন, কি জানি নির্জ্জীব ও শুষ্ক হইয়া যায় ভাবিয়া, সেই শাল্মলী বৃক্ষের নিকটস্থ একটী নিম্ব বৃক্ষকে বৈদিক বিধি অনুযায়ী ঐ শাল্মলী বৃক্ষের পোষ্যপুত্র নিযুক্ত করিয়া তাহাও তৎসঙ্গে বান্ধাইয়া দিয়াছেন।

বক্রেশ্বর নদীর গতি।

এই নদীর উৎপত্তি ডিহি বক্রেশ্বর নামক স্থানের অদূরে তাহার পশ্চিমদিকস্থ কোন অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমি হইতে নির্গত হইয়া বক্রেশ্বর ক্ষেত্রটীকে প্রথমে উত্তর দিকে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। পরে দক্ষিণ দিকে এই ক্ষেত্র বেষ্টন পূর্ব্বক বৈতরণী ও পাপহরা নামে খ্যাত হইয়া, কিয়দ্দূর পশ্চিম দিকে গমন করতঃ দক্ষিণ মুখে আবর্ত্তন করিয়াছে এবং ন্যূনাধিক ২০০ গজ গিয়া পুনরায় দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। কড়িধ্যা-নিবাসী স্বর্গীয় বিনোদরাম সেন মহাশয় কোন সময়ে এই পাপহরা ও বৈতরণী নামক নদীর অংশের পূর্ব্ব ভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক বৃহৎ বাঁধ বান্ধান করান। তাহাতে উপরোক্ত বৈতরণীর স্রোতের জল কিয়দ্দূর পশ্চিম মুখে, পুনরায় দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল ও পরে সন ১২৭১ সালে ঐ নদীর একটি অত্যাচ্চ বন্যা হইয়া ঐ বান্ধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং মূল নদী বক্রেশ্বরের দক্ষিণাংশে পাপহরা বৈতরণী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সরল ভাবে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে। সেই জন্যই পাপহরা বৈতরণী এক্ষণ বিভিন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত পঙ্কিল ও মৃদু-স্রোত হইয়াছে।

কল্প বৃক্ষ তলে শ্রীমাধব বিষয়ক আধুনিক দৃশ্য।

সম্প্রতি কল্প বৃক্ষটী অক্ষয় বটবৃক্ষ। এই বৃক্ষটী অতিশয় স্থূলকায় হওয়ায় তাহার নামা-লাদি ভূ-পৃষ্ঠ স্পর্শ করায় তলস্থ সমস্ত বস্তুই মূল মধ্যে নিহিত করিয়াছে। এই নিমিত্ত তলস্থ কামধেনু, শ্রীমাধব, কি বৃষ কি পুরাণোক্ত অন্যান্য প্রচীন মূর্ত্তি এখন আর লক্ষিত হয় না। তবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনও সময়ে এই ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহার চরণচিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটী ষষ্ঠীমাতার ও কালীমাতার বেদী এইস্থানে দেখা যায়।



[illegible]

Columbia Press

Hunter's Statistical Account of the District of Birbhum :—

"Several sulphur springs are found in Birbhum District. A group of these springs is situated on the banks of the Bakreswar River, about a mile south of the village of Tantipara. This place is named the Dham of Bakreswar. There are also numerous hot-jets in the bed of the stream itself, and the air is impregnated with sulphuretted hydrogen. The locality has its sacred legend and forms a noted place of pilgrimage. Along the right bank of the stream stand upwards of three hundred small brick-and-mortar-temples, built by various pilgrims, each containing an emblem of Mahadev or Sib." Page 322. Para 2.

At page 342, Para 2 of the same book, he writes :—

"A mile south of Tantipara on the banks of a small stream, the Bakreswar, is the group of hot-springs called Dham Bakreswar, to which allusion has been made on previous page.

"The Revenue Surveyor states that the temperature of the hottest well, at noon, on the 28th December, 1850, was 162 Fahrt, the coldest 128, temperature of the air in the shade. 77, temperature of the stream about the confluence of the hot springs 83 ; shoals of small fish were observed in the cool water. There are also several cold springs in the vicinity of the hot ones, the whole flowing from crevices in a tough gneiss rock, composed of glossy quartz, pink felspar and black mica. The sand of the stream, some way removed from the surface, is very hot to the touch. The body of water ejected from the hottest well, is very considerable, being about a hundred and twenty cubic feet per minute. It rises from innumerable small orifices and is an accumalation of mud and dirt ; the rock being no where visible in the tank."

At page 457, para 2 of the same book are to be found the following lines :—

"About 8 miles west of Suri, sulphurious springs are found in the Bakreswar Stream, some are hot and others are cold springs ; and both kinds are found with in a few feet of each other. It is curious to see the hot water bubbling up so near the cold spring. The water when first taken out of the springs has a strong odour of sulphur, but if kept in an open vessel, for a few hours, loses much of these sulphurious character, showing that the sulpher is not held in solution."

The following extract is taken from "List of Ancient Monuments and Sacred Edifices in Bengal"—District Birbhum.

"There is a *Tirtha* here near the village of Tantipara, known as the *Tirtha* of Bakreswar. The objects of interests are a number of temples and a number of *Kundas* and tanks. There is but one large temple and

this is of the style of the Baidyanath one ; it has a line of inscription over the door way, but the characters are now too worn out, to be at all legible. Close to the temple, is a pacca *kunda*, ablution in which cleanses from sin. The other temples are all very small, but very numerous.

"The temples are built of a variety of materials,brick and stones both cut rough ; the cut stones are roughly dressed, not smoothed. There are traces of an old enclosure about the principal temple,which is situated on a high mound. The place is fabled to have been the residence of Bakra Muni, and the *Linga* in the principal temple, having been established by him, is known as Bakreswar.

"There are several small temples erected by private inhabitants, which are falling into decay. The temple of Bakreswar has far extending celebrity, at the Sibaratri, in the month of Falgun. A considerable number of pilgrims from this District and elsewhere, come to this place and worship at the shrine, and a grand *mela* is held in connection with the event. The hot springs about half a dozen in number, the water of which is considered as sacred as that of the Ganges, are bathed in and are considered most efficacious in skin-diseases and also in cases of old fever,

"The large temple of Mohadev is in good condition and is looked after by the twenty-two families of *shebayets*, who have an interest therein."

The following is what Mr. Skrine wrote about Bakreswar :—

The hot springs of Bakreswar.

"Our physical environment in this country is the one of endless jeremiades and it must be admitted that human flesh here, is the heir to countless ills, unknown to more temperate climes. But in one respect India can boast a superiority over lands, which bask in the eternal springs, and are not by turns a desert, and a swamp. It lies beyond the zone, within which, the vast forces, imprisoned in the bowels of the earth, find a ready vent, and our confidence in the stability of its surface, is rarely shaken by earth quakes. This immunity is doubtless due to the thickness of the crust, which separated it, from the central forces. Munghyer and Chittagang both boast of their Sitakundu, a name known and honoured, wherever the lovers of soda water, are gathered together ; and countless similar streams,which, were they known, might rival the fame of Bath and Bunton ; waste their heat and heating powers in the trackless jungles. Amongst the fountains, which have hitherto found no chronicles, must be numbered those of Bakreswar, which well up in the centre of a hilly tract, some 12 or 13 miles from the capital of Birbhum District. Their origin is as difficult a problem,

the untutored Indian mind, as it is to the resources of modern :ience, and local attempts at its solution, led to the growth of a vast 1ass of tradition, which is recorded in palm leaf volume, preserved ith religious care, by the priests of the adjacent temple.

"Once upon a time, runs this history, the renowned sages Subratá nd Lomasa, received an invitation to attend the *shayambar* (marriage ites) of Narayan aud Lakshmi. On their arrival at the hall of the eremony, Lomosa was welcomed first, by the attendant hosts, as well s well as by the Debraj Purandar—a sight, which his companion, esented, by incontinently quitting the assembly. So fierce indeed, vas his anger, that his limbs assumed ungraceful curves in no less han eight places, whence, he took the cognoman of Astabakra. Thus isfigured and disconsolate, he wandered till he arrived at Kasi intent on vorshipping Siva, and was there warned, that his prayers would not be nswered till they were offered in an undefined spot, named Gupta Kasi un-discovered Benares) in the distant realm—Gour (Bengal). Astabakra's ilgrimage therefore took an eastern direction and ended at Bakreswar, here he adored for ten thousand years. The God touched by the ersistence of this sanctimony, declared that those who worshipped Ashtabakra first, and himself afterwards, would be vouchsafed an endless store of blessings. However, Biswakarma, the architect of the Gods received command to erect a temple, on this auspicious spot, and a stately shrine soon rose, on the eastern shore of the River Bakreswar, containing two graven images, the larger of which represented Ashtabakra. This shrine still stands in ocular demonstration of this narrative, though sooth to say, its appearance would indicate a less remote antiquity and more common-place origin. It differs neither in size nor other essentials, from the temples, which swarm in our larger cities and its style of architecture is decidedly modern.

"No inscription exists on the central building, but a tablet lit into the pediment of an out work, on the north-east, records of the fact that this portem of the edifice was erected by one Darpa Narayan, minister of the Raja at Rajnagore, in the year Salibahan 10[illegible] (1701 A. D). Two other stones inserted in an interior wall east of the temple give the names of two brothers Halarma and Sarab ; and a third bears the date of 1677 Salibahan or 1755 A. D., but is otherwise illegible. These annexes are to all appearance as old as Biswakarma's alleged hand-work ; and on the whole, I am inclined to think that no portems of the buildings as we see them, dates further back than the commencement of last century. Their parlees are more interesting.

They consist of streets, upon streets of miniature frames, each containing the phalbic emblem of Mahadeb engraven stone, erected

from time to time by wealthy worshippers. But for their infirmi the impression left on the mind of one trading labyrinths would be th he was visiting the older portion of some great cemetery—so precise similar in style and appearance are these small temples to the tom most affected by our predecessors of the past century. To the sou west of these are a curious group of three tanks of various sizes, know as the Satkatuli, the Chandrasayer and Damusayer. Their origin is lo in the mists of time ; but the attendant priests own that they a named after donors by whose expense they were excavated.

"South-ward the hot springs, to which this mass of buildings ow its renown send sky-ward their clouds of sulphurious vapour. The are eight in number of varying temperature ; that of the hottest know as Agni-kundu, is not far short of 200 farht. Each is enclosed in a ciste 10 ft. in depth, and of dimention ranging from a square of 9 ft. to re tangle of 75 by 30. Bathers descend to these hasting waters by eas steps and considerable pains are taken to remove the scum and clean these Bethesdas (fountain) from the snakes and frogs, which comm suicide in their boiling depths. The origin of the group is detected wi much vnenetion by the palm-leaf-chronicle to which I have allude Siba Hatakakhya, it appears dwells in Hodas (patal) and bears on h head the lofty mount Sumeru adown whose sides meanders the secr river Bhagirathe. Its water under the the influence of Siva's divir virtue (tej) are raised to boiling point and force their way to the earth surface. But each spring has its individual history which is well-wort repronouncing.
